অমলার অদৃষ্ট

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী
১০৫, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কথা-কাহিনী সিরিজ

কথাশিল্পী-রূপে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের লিপিকুশলতা-সম্বন্ধে আমাদের বাক্‌বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এ কথা আজ নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তাঁহার লেখনী-প্রসূত রচনা নির্ব্বিচারে সকল শ্রেণীর পাঠকপাঠিকার হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় এবং রস-সৃষ্টিতে তাঁহার নৈপুণ্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক অপরূপ অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে। এই সিরিজের উপন্যাসগুলিতে পাঠক-পাঠিকা সৌরীন্দ্রমোহনের রোমাঞ্চকর-কাহিনী-সম্পাদনা-শক্তির পরিচয় পাইবেন। ঘটনা-সংস্থাপনের বৈচিত্র্যে, চরিত্র-চিত্রণের অভিনবত্বে এবং কৌতূহল উদ্রিক্ত রাখিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতায় এই সিরিজের উপন্যাসগুলি তাঁহার সম্পাদনায় বাংলা উপন্যাস-জগতে এ নূতন রসের সৃষ্টি করিবে। প্রতি মাসে একখানি করিয়া নূতন উপন্যাস তাঁহার সম্পাদ প্রকাশিত হইবে।

কথা-কাহিনী সিরিজ

১। অমলার অদৃষ্ট

২। বে-লাইন (যন্ত্রস্থ)

অমলার অদৃষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ

অকস্মাৎ

শীতকাল। শনিবার। চিত্রায় নূতন বাঙলা ছবি দেখানো হইতেছে। ৷'ছটার শো ভাঙ্গিতে সামনের পথ একেবারে লোকে লোকারণ্য! মোটর, ঘাড়ার গাড়ী, ট্রাম, বাস্, রিক্‌শ—চারিদিকে বিপর্য্যয় ব্যাপার!

প্রতুল গিয়াছিল ছবি দেখিতে। তার বয়স প্রায় চল্লিশ। বাবুর বেশ। গায়ে গরম চেষ্টার-ফীল্ড-কোট···মুখে জলন্ত সিগারেট। ভিড় ঠেলিয়া প্রতুল উত্তর-দিকে চলিয়াছে ট্যাক্সির সন্ধানে।

ফড়িয়াপুকুরের খানিকটা দূরে আসিয়াছে—আশে-পাশে সিনেমা-ফেরত দর্শকের দলে স্তুতি-গুঞ্জনের প্রমত্ত কলরব-উচ্ছ্বাস! কেহ বলিতেছে, —ফার্ষ্ট ক্লাশ ছবি! কি ডাইরেকশন! কেহ বলিতেছে,—ডাইরেকশনের জন্য ছবি উৎরায় নাই, ছবি জমিয়াছে গল্পের জোরে! সঙ্গে সঙ্গে নায়িকার রূপ,

কণ্ঠ, শাড়ীর সজ্জা, নায়কের বীর-রসের এ্যাক্‌টিং···হুনিয়ায় যেন চিত্রার ঐ ছবি ছাড়া আব-কিছু নাই! ছবির ঐ নায়ক-নায়িকা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষও আর নাই!

এ গুঞ্জন-স্তুতি উপভোগ করিয়া প্রতুল মনে-মনে হাসিতেছিল! তার মন বলিতেছিল—ছবি, না ছাই! বিলাতী ছবির কাছে···হুঁঃ!

ওদিক হইতে একখানা খালি-ট্যাক্সি আসিতেছিল। দেখিবামাত্র হাত তুলিয়া প্রতুল হাঁকিল,—ট্যাক্সি···

দিক-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া, সামনে-পিছনে আশে-পাশে কে আছে, কি আছে না দেখিয়া যেখানে ছিল, সেই ট্রাম-লাইনের উপরেই ড্রাইভার দুম্ করিয়া ট্যাক্সি থামাইল। পিছনে ট্রামের ঘণ্টা ঢং-ঢং-ঢং··· ট্যাক্সিওয়ালার গ্রাহ্য নাই!

ভিড় ঠেলিয়া ফুটপাথ ছাড়িয়া প্রতুল যেমন পথে নামিবে, মধ্য-বয়সী একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগিল। মেয়েটি পড়িয়া যাইতেছিল, প্রতুল তার হাত ধরিয়া কোনোমতে তাকে পতন হইতে রক্ষা করিল। বলিল—মাপ করবেন···আমি দেখতে পাইনি!

তার কণ্ঠস্বরে মেয়ে-লোকটি চমকিয়া উঠিলেন,—প্রতুলের মুখের পানে চাহিলেন। চাহিবামাত্র তাঁর মুখে ফুটিল আকুল স্বর—তুমি! শশাঙ্ক!

বাবু-ষ্টাইলে উড়ানির মতো প্রতুলের গলায় দুলিতেছিল শাল। কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-লোকটি প্রতুলের শাল চাপিয়া ধরিলেন।

প্রতুল চাহিল মহিলার পানে। চকিতে অমনি ভয়ে-সংশয়ে এবং দ্বিধাভরে মন ভরিয়া উঠিল। ছলাং করিয়া তার মাথায় রক্ত উঠিল; মুখে কথা ফুটিল না।

প্রতুলের শালখানি মহিলা তখন বেশ চাপিয়া ধরিয়াছেন। প্রতুে

মুখে দু' চোখের দৃষ্টি দৃঢ়-নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—তোমাকে চিনতে পেরেছি আমি···না, ভুল নয়। তুমি···সে-ই···শশাঙ্ক!

আশেপাশে লোকজনের গতি মন্থর হইল। সবার চোখে তীব্র কৌতূহল! বেশ মজা বাধিয়া গিয়াছে তো, বাঃ!

প্রতুল তাদের কৌতূহল লক্ষ্য করিল, করিয়া বলিল,—আপনি ভুল করছেন! আমি এ-কলকাতা সহরে থাকি না···আমার নাম শশাঙ্ক নয়।

মুখে এ-কথা বলিলেও প্রতুলের মনে যা হইতেছিল!···যেন ভূত দেখিয়াছে···ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ! তারপর চকিতে নিজেকে সম্বৃত করিয়া সবলে শালখানা টানিয়া প্রতুল নিজেকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইল।

মহিলা কহিলেন—ভুল নয়। আমার ভুল হয়নি! তুমি আজ খুব বাবু সেজেছো···অনেক বছর হয়ে গেছে, তবু ভুলিনি! তোমার ও-মুখ ভোলবার নয়!

আশপাশের লোকজন তখন নানা কথা অনুমান করিয়া বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! কেহ বলিল—পুরোনো প্রণয়,—কোথায় পালাবে বাবা!

কেহ বলিল—ছেড়ো না, খবর্দ্দার! যেমন তোমাকে ঘর থেকে পথে এনেছিল, তেমনি নিয়ে যাও আজ পথ থেকে ধরে আবার ওকে ঘরে ফিরিয়ে!

ভিড়ের লোক হাস্য-কলরবে প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

শীতকালের রাত্রি। প্রতুলের কপালে ঘাম দেখা দিল···কাণের ডগায় কে যেন প্রদীপের শিখা ধরিয়া দিয়াছে, এমন জ্বালা!

প্রমত্ত ভিড়ের পানে চাহিয়া প্রতুল বলিল—ও-সব কিছু নয় মশায়! আমি ওঁকে চিনি না···কস্মিনকালে দেখিনি!

বলিয়া সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া প্রতুল ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। ড্রাইভারকে বলিল—পাতিপুকুর···গুপ্ত ম্যান্‌শন···চালাও···

পাশে ছোট গলি,···পদ্মনাথ লেন। ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি ফিরাইল··· মহিলা উন্মাদের মতো ছুটিয়া গিয়া ট্যাক্সির দ্বার চাপিয়া ধরিলেন। প্রতুল তার হাত ধরিয়া সবলে ঠেলিয়া দিল···ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি চালাইল।

মহিলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ধরো···ধরো···ওকে যেতে দিয়ো না গো···

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নীচে মাটী দুলিয়া উঠিল···পাশে গ্যাসের আলোর উপর কে যেন কুয়াসার পর্দ্দা বিছাইয়া দিল! মহিলা পড়িয়া যাইতেছিলেন, সহসা দুই সবল বাহু মহিলাকে ধরিয়া পতন হইতে রক্ষা করিল। যে-লোক তাঁকে ধরিল, সে বলিল—ভয় নেই···ওকে ঠিক ধরবো···

একজন পুলিশ-কনষ্টেবল্ আসিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনি এ কে চেনেন? এই ঔরৎকে?

লোকটি বলিল—চিনি। আমার আপনার লোক। ওঁর মাথার ব্যামো আছে।···

ভদ্রলোক সামনে দেখিলেন একখানা খালি ট্যাক্সি; ডাকিলেন—ট্যাক্সি···

পুলিশ-কনষ্টেবল হাঁকিল—রোখো···এ ট্যাক্সিওয়ালা···

ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি থামাইল। মহিলাকে ধরিয়া ভদ্রলোক ট্যাক্সিতে তুলিয়া বসাইয়া দিলেন; দিয়া নিজে তাঁর পাশে বসিলেন, ড্রাইভারকে বলিলেন,—চালাও···

প্রতুলের ট্যাক্সি ষ্টার্ট করিতেছিল, এমন সময় ভিখারীর মলিনবেশধারী

অমলার অদৃষ্ট

একজন লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ট্যাক্সির কাছে আসিল, আসিয়া বলিল—পাতিপুকুর···গুপ্ত ম্যান্‌শন্‌···হুঁ···

বলিয়াই সে-ভিড়ে লোকটা কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল,—যেন স্বপ্ন!

যে-ভদ্রলোক মহিলাকে ট্যাক্সিতে বসাইলেন, ট্যাক্সি লইয়া তিনি সোজা চলিলেন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া দক্ষিণ-মুখে। মহিলা দু' চোখ বুজিয়া ট্যাক্সিতে অবসন্নের মতো পড়িয়া রহিলেন।···

প্রতুলের চেহারা এ-ভদ্রলোকটির একেবারে অচেনা নয়। কালীঘাটে প্রতুলকে তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন! রেশের মাঠে দেখিয়াছেন, ফ্যান্সি-ফেয়ারে দেখিয়াছেন, কার্নিভালে দেখিয়াছেন! ঠিক! মনে পড়িল, ট্রামে একবার কি দু-চারিটা কথায় মুখে নিজের পরিচয়ে বলিয়াছিলেন, উনি দালালী করেন; লাইফ-ইনসিওরেন্সের কাজ করেন। প্রতুল··· হ্যাঁ, নামটাও পরিচিত!

কিন্তু প্রতুলের সঙ্গে এ-মহিলার কি সম্পর্ক···? মহিলা যেভাবে প্রতুলের শালখানা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, যেভাবে প্রতুল পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল,···তাহাতে মনে হয়, প্রতুল ইঁহার কাছে গুরু-রকমের কোনো অপরাধ করিয়াছে! ছোটখাট অপরাধ নয়!

এ-মহিলা কুলত্যাগিনী?···ভদ্রলোক চাহিলেন মহিলার পানে··· তখনো তিনি অচেতন!

না, চেহারা দেখিলে তা মনে হয় না! পরণে পাড়ওয়ালা শাড়ী··· সিঁথিতে সিঁদুর···মুখে এবং বেশে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-দারিদ্র্যের ছোপ্‌ থাকিলেও তাহাতে পঙ্কিলতার ছায়ামাত্র নাই!

ট্যাক্সি সোজা চলিয়াছে···

ওয়েলিংটনের মোড়···ভদ্রলোক বলিলেন—ডাহিনা চলো···

ট্যাক্সি বাঁকিল ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে…

তারপর চৌরঙ্গী…

ভদ্রলোক বলিলেন,—ষ্ট্রাণ্ড…

ট্যাক্সি আসিল ষ্ট্রাণ্ডে…

দু-তিন ঘণ্টা ঘুরিবার পর মহিলা চোখ মেলিয়া চাহিলেন…উঠিয়া বসিলেন। ভদ্রলোকর পানে চাহিয়া বলিলেন—আপনি…?

মহিলার দু'চোখে আতঙ্ক!

ভদ্রলোক বলিলেন—ভয় কি মা? আমি ছেলে। পথে আপনার অসুখ করেছিল…আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন খুব ভিড়…তাই আপনাকে তুলে নিয়ে গাড়ীতে করে এখানে এনেছি ঠাণ্ডা বাতাসে সেরে উঠবেন বলে!

মহিলা চারিদিকে চাহিলেন; তারপর ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—আমি সেরেছি। আমাকে নামিয়ে দিন।

ভদ্রলোক বলিলেন—আমরা গড়ের মাঠে এসেছি। আপনার বাড়ী কোথায়, বলুন?

মহিলা বলিলেন—আমার বাড়ী বাগবাজার ষ্ট্রীটে।

ভদ্রলোক বলিলেন—বেশ, আপনাকে এখনি পৌঁছে দিয়ে আসছি!

ট্যাক্সি ফিরাইয়া ভদ্রলোক মহিলাকে লইয়া বাগবাজার ষ্ট্রীটে আসিলেন।

একটা গলির মুখে গাড়ী আসিলে মহিলা বলিলেন—এই গলির মধ্যে। হ্যাঁ, চিনেছি…আমায় নামিয়ে দিন। আমি বাড়ী যাই।

ভদ্রলোক বলিলেন—এ-অবস্থায় আপনাকে একলা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অমলার অদৃষ্ট

দু'জনে গাড়ী হইতে নামিলেন। ট্যাক্সিওয়ালাকে ভদ্রলোক ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। তার পর মহিলাকে লইয়া ভদ্রলোক গলি-পথে প্রবেশ করিলেন···

মহিলা বলিলেন—তোমার নাম কি বাবা?

ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম চন্দ্রনাথ।...আপনারা কে-কে এখানে আছেন মা?

মহিলা বলিলেন—আমার স্বামী, আমার মেয়ে, আর আমি। আমি গিয়েছিলুম ঠনঠনের কালীতলায় মা কালীর আরতি দেখতে...একটা মানত ছিল।

পাঁচ-সাতখানা বাড়ী পার হইলে ছোট একখানা দোতলা বাড়ী। সামনে আসিয়া মহিলা বলিলেন,—এই বাড়ী, বাবা।

তিনি দাঁড়াইলেন, তারপর একান্ত সঙ্কোচ-ভরে বলিলেন,—তুমি তাহলে এসো বাবা।

চন্দ্রনাথ বলিল—আপনার স্বামীর সঙ্গে একটু আলাপ···

মহিলার কণ্ঠে আবার দ্বিধা! দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে মহিলা বলিলেন—তিনি এক-রকমের মানুষ, বাবা···

চন্দ্রনাথ বলিল—তাতে কি!

এবারে আর নিষেধ চলে না! মহিলা বলিলেন—বেশ, এসো।

মহিলা দ্বারের কড়া নাড়িলেন।

ক্ষণ-পরে হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন লইয়া একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। কহিল—ফিরেছো তাহলে! তবু ভালো! ভাবলুম, ভক্তির ঘটা দেখে মা-কালী বুঝি ধরে রাখলেন!

মহিলা কোনো কথা না বলিয়া নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশান্তে চন্দ্রনাথের পানে চাহিয়া বলিলেন,—এসো বাবা···

চন্দ্রনাথ ক্ষণেকের জন্য চাহিল গৃহস্বামীর পানে···তার দু'চোখে প্রচুর বিস্ময় !

মহিলা বুঝিলেন, বলিলেন—আবার তেমনি মাথা ঘুরে গিয়েছিল··· ভাগ্যে ইনি ছিলেন !

স্বামী বলিলেন—যেমন পথে বেরুনো—পই-পই মানা করি···হুঁঃ! ভক্তি ! মা-কালী সদ্য-সদ্য সে-ভক্তির পুরস্কার দিচ্ছিলেন !

মহিলা বলিলেন—ঠাকুর-দেবতাকে নাই বা আর অকথা-কুকথা বললে···এত দুর্দ্দশা ভোগ করেও কি তোমার চৈতন্য হবে না ?

এ-কথা বলিয়া চন্দ্রনাথের পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন—এসো বাবা···যখন এসেছো, একটু-কিছু মুখে না দিয়ে গেলে আমার মনস্তাপের সীমা থাকবে না !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরাক্রম ঘোষাল

চন্দ্রনাথকে আনিয়া মহিলা একতলার একটি ঘরে তক্তাপোষে বসাইলেন। ডাকিলেন—ওগো···

'ওগো' সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল ; বলিল—কেন ?

মহিলা বলিলেন—এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও। তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে এলেন।···আমি তোমাদের দুজনের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। ভালো কথা, পারু এখনো আসেনি ?

ভদ্রলোক কহিল—না···

আপন-মনে মহিলা বলিলেন—ক'টা বাজলো, কে জানে!

ভদ্রলোক বলিলেন—সাড়ে ন'টা···

মহিলা বলিলেন—তার ইস্কুলের ছুটী হয় তো আটটায়···

দু'চোখে উদ্বেগের চকিত-শিখা!

মহিলা চলিয়া গেলেন। স্বামী-দেবতাটি হারিকেন রাখিয়া একটা বেতের মোড়া টানিয়া লইয়া সেই মোড়ায় বসিল।

চন্দ্রনাথ বলিল—মশায়ের নাম?

স্বামী-দেবতা বলিল,—আমার নাম পরাক্রম ঘোষাল।

নাম শুনিয়া চন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিল।

হাসিয়া পরাক্রম বলিল—নাম শুনে ভাবছেন, নিজের দেওয়া নাম? তা নয়! মা-বাপের দেওয়া নাম। তার মানে, আমার বাবার ছিল খুব গায়ের জোর—সার্কাসের দলে তিনি প্লে করতেন। মোটা শিকল ছিঁড়তেন। তাই আমার নাম রেখেছিলেন পরাক্রম!

পরাক্রম নাম হইলেও ছেলের পরাক্রমের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না! শীর্ণ মূর্ত্তি···দীর্ঘকাল নানা-রকমের উৎপাত-অভিযোগ ভোগ না করিলে মানুষের এমন চেহারা হয় না!

চন্দ্রনাথ বলিল—মশায়ের কি কাজ-কর্ম্ম করা হয়?

পরাক্রম বলিল—আজ তিনটি বৎসর বেকার বসে আছি।··· দিন-কাল যা পড়েছে! সুপারিশ, না হয় ঘুষ—এর একটার জোর না থাকলে এখন আর কোথাও কোনো চাকরি পাবার জো নেই। আমার ও দুটিরই অভাব।···চেষ্টা ঢের করেছি···কার দোরে গিয়ে না হত্যা দিয়ে পড়েছি! সবাই ফিরিয়ে দেছে। বলে, no vacancy!···যাই হোক, মশায়কে অশেষ ধন্যবাদ। মশায় না থাকলে আমার স্ত্রীকে আজ অপঘাতে প্রাণ দিতে হতো!···তা, কোথায় ঘটলো এ ব্যাপার?

অমলার অদৃষ্ট

প্রতুলের কথা গোপন রাখিয়া চন্দ্রনাথ গুছাইয়া এই কথাটুকু মাত্র বলিল,—গাড়ীঘোড়া, লোকজনের ভিড়···তার মধ্যে দিশাহারা হয়ে মাথা কেমন ঘুরে গিয়েছিল! পড়ে যাচ্ছিলেন! এমন সময় আমি ছিলুম সেদিকে ঠিক ওঁর পিছনে! পড়ে যাচ্ছেন দেখে খপ্ করে ধরে ফেললুম!···চোট্-টোট্ লাগেনি···না ধরলে পড়ে মাথাটাথা ফাটাতেন!

একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া পরাক্রম বলিল—আরো দু'বার এমনি ঘটেছিল!···তাই ওকে বলি, তোমার মাথার অসুখ, পথে-ঘাটে হট্‌হট্ করে বেরিয়ো না। তা শোনেন না। পুণ্যি করছেন! তার উপর বোঝেন তো, যে-স্বামীর রোজগার করবার সামর্থ্য নেই, মেয়ে-জাত সে-স্বামীকে মানবে কেন?

পাঁচ-মিনিটে দু'চারিটা কথায় চন্দ্রনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না, স্বামী-স্ত্রীতে যে-সম্পর্ক, তাহা বেশ প্রীতি-মধুর নয়!

কিন্তু এ-সব সংবাদে তার কি কাজ? এ-পরিবারের তত্ত্ব জানিতে হইলে অনধিকার চর্চ্চা করা হইবে। তাই প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশে চন্দ্রনাথ বলিল—আপনার মেয়ে শুনছি, লেখাপড়া করছে?

পরাক্রম বলিল—হ্যাঁ, মেয়েটি ভালো। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ম্যাট্রিক পাশ করেছে।···আমার চাকরী নেই বলে' সে চাকরী করছে। বরানগরে পালপাড়ার কাছে একটা মেয়ে-ইস্কুল আছে···সেইখানে সে মাষ্টারী করে। স্কুলের কাজ দু'বেলা···সকালে আটটা থেকে দশটা, আবার সন্ধ্যা ছটা থেকে আটটা।

চন্দ্রনাথ বলিল—এমন স্কুলের কথা তো শুনিনি কখনো!

পরাক্রম বলিল—হ্যাঁ। মানে, ডাগর-ডাগর মেয়েরা সন্ধ্যার সময় সেলাই-বোনা শেখে। বিয়ে হয়ে গেছে এমন-সব মেয়ে। চল্লিশ টাকা করে মাইনে

পায়···তার উপর বাড়ীর দোতলাটা ভাড়া দিই। তা থেকে পাই কুড়ি টাকা। পাই বলছি কেন? দেখুন না, দু'মাস দোতলাটা খালি রয়েছে। ভাড়াটে কি তেমন জোটে! যে আসে, দু'তিনমাস ভাড়া দেয়; তারপর চার-পাঁচ মাস ভাড়া বাকী রাখে। নালিশ করে আদায় করো! নালিশের খরচ কে ছায়, বলুন তো?···মানে, বরাত যা চলেছে, চমৎকার!

আহা, বেচারী!

চন্দ্রনাথের মন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—তিন বছর আগে কোথায় কাজ করতেন?

চন্দ্রনাথ সিগারেট ধরাইল···

পরাক্রম বলিল—বিলিতী সিগ্রেট? কি? ত্রিকাশ্‌ল্‌স্‌? না, গোল্ডবাগ্‌?

চন্দ্রনাথ বলিল—ক্যাভাণ্ডার।

—দিন তো একটা! একটা সিগ্রেট খাবো, হুঁঃ, তারো পয়সা আজ জোটেনা?

পরাক্রমের হাতে চন্দ্রনাথ সিগারেটের প্যাকেট দিল।

মহিলা আসিলেন। তাঁর হাতে দু'পেয়ালা চা।

পেয়ালা রাখিয়া তিনি বলিলেন—চা খাও বাবা। তারপর বলিলেন—দুটো মিষ্টি আনি।

চন্দ্রনাথ বলিল—না মা···আনবেন না। এত রাত্রে খাবার আর খাবো না।

মহিলা বলিলেন—তা কি হয় বাবা?

চন্দ্রনাথ বলিল,—দুঃখ করবেন না, মা। বলেন যদি, আর-একদিন এসে না হয় আপনার হাতে মিষ্টি খেয়ে যাবো।

খুশী-মনে মহিলা বলিলেন—আসবে, সত্যি ?

—সত্যি আসবো মা। পরাক্রমবাবুর সঙ্গে আলাপ করে' এত ভালো লাগলো !···সত্যি, আমি দেখবো, যদি ওঁর কোনরকম চাকরি-বাকরি···

এ-কথায় মহিলা কোন কথা কহিলেন না। চন্দ্রনাথ দেখিল, তাঁর মনে আগ্রহের বিন্দুবাষ্পও নাই !

পরাক্রম বলিল—উনি ঘরের লোক···কি বলো গো ? ওঁকে তাই দুঃখের কথা বলছিলুম। বলছিলুম, ঘুষ, না হয় মুরুব্বি—এ দুটোর একটার জোর না থাকলে একালে কোথাও চাকরী মেলে না···

কথাটা বলিয়া শুষ্ক হাস্যে অধর রঞ্জিত করিয়া পরাক্রম চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিল। তারপর চন্দ্রনাথের পানে চাহিয়া বলিল—মানুষের সঙ্গে একটা কথা কইলে বুঝতে পারি কে কেমন ভদ্রলোক ! এক আঁচড়েই আপনাকে আমি বুঝে ফেলেছি। আপনি হলেন সত্যিকারের একজন ভদ্রলোক !

চায়ের পেয়ালায় কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া চন্দ্রনাথ বলিল—কি রকম কাজ আপনি চান, বলুন তো ? মানে···

পরাক্রম বলিল—যে-কাজ বলবেন···মানে, কলম পেষাটা শুধু পছন্দ করি না। ও-কাজ আমার কেমন ভালো লাগে না !···বিশেষ কেরাণীগিরি···

এমন সময় দ্বার খুলিয়া এক-ঝলক বসন্ত-বাতাসের মতো ঘরে প্রবেশ করিল স্মিতহাস্যমুখী এক কিশোরী···যেন ছবি !

ছবি নীরব নয় ! তার কণ্ঠস্বরে সুরের আভাস ! কিশোরী বলিল—বাবার যে মেজাজ ভারী খুশী দেখছি···গুম্ হয়ে বসে না থেকে কথাবার্ত্তা কইছে !

কথা শেষ হইল না। অপরিচিত নবাগত চন্দ্রনাথের পানে চোখ পড়িল। চোখ পড়িবামাত্র সে চুপ করিল।

মহিলা চন্দ্রনাথের পানে চাহিয়াছিলেন, বলিলেন—আমার মেয়ে পারু। আসল নাম পার্ব্বতী। পারু বলে' ডাকি ···

মেয়ের পানে চাহিয়া মহিলা বলিলেন—ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলুম··· ফেরবার সময় মাথা এমন ঘুরে উঠলো যে ভাগ্যে···ইনি ছিলেন···ধরে ফেলে খুব বাঁচিয়েছেন! নাহলে মাকে আর দেখতে পেতিস না রে।

মেয়েটির চোখে বিদ্যুতের দীপ্তি! চন্দ্রনাথের মনে হইল, মহিলার অন্ধকার-জীবনে ভাগ্যে এই দীপ্তিটুকু আছে!

পরাক্রম চাহিল পারুর পানে, বলিল—স্কুলের ছুটী হয় আটটায়···এখন সাড়ে ন'টা। এতক্ষণ কোথায় হাওয়া খাচ্ছিলে, শুনি?

পারু জ্বলিয়া উঠিল; বলিল—তোমাকে যদি তার কৈফিয়ৎ না দি?

পরাক্রম বলিল—কেন দিবি না? বাপ বেকার···তাই দিবিনে?

মহিলা তাড়াতাড়ি বলিলেন—যা পারু···মুখ-হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হো'গে যা আগে। কথা শোন্।

দু'চোখে অগ্নি-শিখা! সে-শিখা পরাক্রমের মুখে বর্ষণ করিয়া পারু বাহিরে চলিয়া গেল।

পরাক্রম বলিল—এর মানে? ডাগর মেয়ে...স্বাধীনতা দিচ্ছি বলে এত?

মহিলা বলিলেন,—এ-কথা জিজ্ঞাসা করবার একটা সময়-অসময় আছে তো!

কণ্ঠ সপ্তমে তুলিয়া পরাক্রম বলিল—এর আবার সময়-অসময় কি? জানো না তো, কালটি কেমন পড়েছে···ছেলেমেয়েদের উপর নজর একটু আল্‌গা দেছো কি···

চন্দ্রনাথ দেখিল, এখনি হয়তো নানা রকম অপ্রিয় কথা উঠিবে···এ সময় এখানে থাকিলে মহিলা বড় লজ্জা পাইবেন! তাই তাড়াতাড়ি সে বলিল,—অনেক রাত হয়ে গেল মা···আমি আসি।

মহিলা যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন! বলিলেন—আর একদিন এসো বাবা···

মৃদু হাস্তে চন্দ্রনাথ বলিল,—আস্‌বো বৈ কি মা···নিশ্চয় আসবো। সেদিন এসে হয়তো আবদার করবো, মায়ের হাতের রান্না খাবো।

খুশী-মনে মহিলা বলিলেন—সেদিন আমি বুঝবো, আমার সৌভাগ্য!

পরাক্রমের পানে চাহিয়া চন্দ্রনাথ বলিল—আসি তাহলে মশায়···

পরাক্রম কহিল—চল্‌লেন! আপনার ঐ সিগ্রেট আর একটা তাহলে দিয়ে যান! বেশ সিগ্রেট করেছে তো···সেকালে ঠিক এমনি সিগ্রেট খেতুম। রেড্‌রোজ্‌ সিগ্রেট! তারপর এমনটি আর খাইনি! এখানে যা বাজার? বাজার! হুঁ আপনার এ সিগ্রেটের কাছে কোথায় লাগে থ্রী-ক্যাশ্‌ল্‌স!

সিগারেটের গোটা প্যাকেটটা পরাক্রমের হাতে দিয়া চন্দ্রনাথ বিদায় লইল।

এ-দানে মহিলা যেন একেবারে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন—সেটুকু চন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইল না! পথে আসিয়া চন্দ্রনাথ চারিদিকে চাহিল···একখানা গাড়ী?

একটা কথা মনে জাগিতেছিল! স্বামীর কাছে সন্ধ্যার ঘটনার কথা বলিবার সময় সিনেমার-সামনে-দেখা সে-লোকটির কথা বলিলেন না তো!

কেন?

সেই প্রতুল! যেভাবে তার শালখানা চাপিয়া ধরিয়াছিল···!

তারপর অত লোকের সামনে সেই ব্যাকুল কাকুতি—ওকে ধরো···ধরো··

কেন এ কাকুতি?

কেহ বেশী-রকম অনিষ্ট না করিলে মানুষ অমন করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া কখনো অভিযোগ তোলে না···বিশেষ, কোনো ভদ্রঘরের মহিলা! প্রতুলের সঙ্গে স্বামীর কি কোন সংস্রব নাই?

কে এই প্রতুল? কে-বা এই বেকার পরাক্রম ঘোষাল? এই মহিলাটি এবং তাঁর ঐ কন্যা পারু···প্রতুল বা পরাক্রমের সঙ্গে এরা দু'জনে মোটে খাপ খান না কিন্তু!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চকিত-চমক

পাতিপুকুরের চার-তলা ফ্ল্যাট-বাড়ী গুপ্ত ম্যানসনের সামনে ট্যাক্সি হইতে প্রতুল যখন নামিল, তখন ঘামে তার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে— বুকের মধ্যকার ছমছমামি তখনো থামে নাই! চিত্রার সামনে হঠাৎ যা ঘটিয়া গেল···

ভাড়া দিয়া ট্যাক্সি বিদায় করিয়া প্রতুল চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। একটু দূরে কতকগুলা লোক গুড়ের নাগরী লইয়া কি সব কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ট্রেণে গুড়ের নাগরী আসিয়া এইখানে জড়ো হয়; তারপর ব্যবসায়ীর দল যে যার নাগরী লইয়া···

কপালের ঘাম মুছিয়া প্রতুল ভাবিল, এ কি সত্য? না, স্বপ্ন দেখিলাম?

বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ম্যানসনে প্রবেশ করিয়া সোজা সে উঠিয়া আসিল তিনতলায় তার নিজের ফ্ল্যাটে। চাকর ভজু। ঘরের সামনে মাদুর বিছাইয়া মুড়ি দিয়া সে ঘুমাইতেছে।

তাকে না ডাকিয়া চাবি খুলিয়া নিজের কামরায় প্রবেশ করিয়া প্রতুল সুইচ টিপিয়া ঘরে আলো জ্বালিল। শাল রাখিয়া গায়ের গরম কোট খুলিয়া চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বাঁচিয়া আছে, আশ্চর্য্য! এত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে…কখনো কোথাও দেখা হয় নাই…খপরও পায় নাই! হঠাৎ আজ অত লোকের ভিড়ে…

প্রতুল শিহরিয়া উঠিল। খুব বাঁচিয়া গিয়াছে! ওঃ!

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতুল আসিল ঘরের বাহিরে; ভজুকে ডাকিয়া তুলিল; বলিল,—খাবার দে…খেয়ে শুয়ে পড়ি…

ভজু উঠিয়া চারতলায় ঠাকুরের কাছে গিয়া সংবাদ দিল।

প্রতুল বাথরুমে গিয়া সাবান দিয়া মুখ-হাত ধুইয়া তোয়ালে দিয়া মুখ-হাত মুছিয়া আসিল।

ঠাকুর খাবার দিয়া গেল। আহারাদি সারিয়া প্রতুল শয্যায় গা ঢালিয়া ভাবিতে লাগিল…

তারপর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে…

ঘুম ভাঙ্গিল দ্বারে করাঘাত-শব্দ শুনিয়া।

খট্‌-খট্‌-খট…

কে?

বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া প্রতুল দ্বার খুলিয়া দিল। ঘরে আলো জ্বালিয়া দ্বার খুলিয়াছিল। দ্বার খুলিবামাত্র ঘরের সেই আলো গিয়া আগন্তুকের মুখে পড়িল। আগন্তুকের মুখের পানে চাহিয়া প্রতুল শিহরিয়া উঠিল! এ-মুখ…

ভুল নয়! বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। এক রাত্রে রাজ্যের যত ভূত-প্রেত জাগিয়া উঠিল, ইহার অর্থ?

সে ভাব সম্বৃত করিয়া প্রতুল বলিল,—কি চাও?

আগন্তুকের মুখে বক্র হাসি! আগন্তুক বলিল—অবাক হয়ে গেছ, না? ভাবছো, পরলোক থেকে এ আবার ফিরে এলো কি করে? হাঃ হাঃ হাঃ…কি বলো, শশাঙ্ক?

প্রতুল বলিল,—কে তোমার শশাঙ্ক? তুমি ভুল করছো! অন্য জায়গায় শশাঙ্কর খোঁজ করোগে। এ বাড়ীতে শশাঙ্ক বলে কেউ থাকে না। আমার নাম প্রতুল…প্রতুল হালদার।…তোমায় আমি চিনিনা…কোথাকার গুলিখোর…এখানে এসেছো তামাসা করতে!

আগন্তুক বলিল—গুলিই বলো আর গাঁজাই বলো, আমি তাতে হঠবো না, শশাঙ্কবাবু!…তোমাকে আমি চিনেছি। নাম ভাঁড়ালে কি হবে?… আমাকে চেনো না, বললে!…বটে! আমার নাম হৃষিকেশ…এবার মনে পড়েছে?

প্রতুল কোন উত্তর দিল না। দু' চোখে কেমন দৃষ্টি লইয়া হৃষিকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

হৃষিকেশ বলিল—যদি ভেবে থাকো, চোখ রাঙালে সরে পড়বো, তাহলে ভুল করবে! পালাবার মতলবে এই রাত্রে এতখানি পথ তোমার পিছনে ধাওয়া করে আসিনি!

নিরুপায়!

ভয় পাইলেও প্রতুল ভাঙ্গিয়া পড়িল না, সুদৃঢ় স্বরে বলিল,—কোনো কথা যদি থাকে, ভিতরে এসো। বাইরে চেঁচামেচি করে আর-পাঁচজনের ঘুম ভাঙ্গিয়ে কোনো লাভ হবে না তো!

হৃষিকেশ ঘরের মধ্যে আসিল, আসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া

বলিল—খাশা আছো তো!···দিব্যি খাট-বিছানা,···আয়নাওলা টেবিল··· আলমারি···জামা-কাপড়ও দেখছি বেশ সৌখীন আর দামী!···বাঃ! আর আমি ব্যাটা? ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি!···বেইমানী করে' তোমার এমন জ্বলজ্বলাট্ অবস্থা!

কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গীতে প্রতুল বলিল—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না···তুমি খুব ভুল করছো! না হয় নেশা করে এসেছো!

—ভুল! নেশা! হাঃ হাঃ হাঃ!

কথাটা বলিয়া হৃষিকেশ উচ্চ হাস্য করিল।

প্রতুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—আঃ···আস্তে!

হৃষিকেশ বলিল—আস্তে! বটে!···মনে পড়ে, সে-রাত্রে আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহার?

প্রতুল বলিল,—সত্যি হৃষি, বিশ্বাস করো, তখন আমার মনের অবস্থা কি! তোমার অনিষ্ট করবো বলে' আমি সে-কাজ করিনি···তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি গেলে আমি বলতে পারি···

কথাটা বলিয়া প্রতুল হৃষিকেশের দেহ স্পর্শ করিবার উদ্দেশে হাত বাড়াইল।

হৃষিকেশ হু'পা সরিয়া গেল, বলিল,—থাক, আর দিব্যি গালতে হবে না! তোমার ও-দিব্যি আর যে বিশ্বাস করে করুক, আমি করবো না।

প্রতুল ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তার-পর বলিল—আচ্ছা, দিব্যি থাকুক। কিন্তু এরাত্রে এখানে তোমার আসবার কারণ? আমি সত্যি অবাক হচ্ছি, তুমি কি করে আমার সন্ধান পেলে!

হৃষিকেশ বলিল—চিত্রার সামনে তোমাকে দেখলুম···দেখবামাত্র চিনতে বাকী রইলো না!···ট্যাক্সিওলাকে তুমি বললে, পাতিপুকুর গুপ্ত ম্যানশন্···শুনে সোজা চলে এসেছি···

প্রতুল বলিল—আমি কিন্তু তোমাকে দেখিনি সেখানে!

হৃষিকেশ বলিল—কি করে দেখবে? তুমি তখন···আমি সব দেখেছি···তোমাকে কেমন বাগিয়ে ধরেছিল সে! আমি কাছে ছিলুম না···থাকলে তুমি পালাতে পারতে না!

প্রতুল বলিল—কিন্তু ও-স্ত্রীলোকটি কে, বলো তো? আমি ওকে সত্যি চিনতে পাচ্ছি না, হৃষি!

হৃষিকেশ স্থির-দৃষ্টিতে প্রতুলের পানে চাহিয়া রহিল···তার পর বলিল—পনেরো বছর পরে দেখা···তার গলার আওয়াজ শুনে আমি তাকে চিন্‌তে পারলুম···আর তোমার সঙ্গে তর্কাতর্কি হ্‌লো, ধস্তাধস্তি হলো, তুমি তাকে চিনতে পারলে না! এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো শশাঙ্ক?

হৃষির মুখের কথাগুলা প্রতুলের মুখের উপরে পড়িল চাবুকের মতো! প্রতুল বলিল—সত্যি বলছি হৃষি···বিশ্বাস করো।

হৃষিকে বলিল—আর যা-খুশী বলো শশাঙ্ক, শুধু তোমার কোনো কথা বিশ্বাস করতে বলো না আমাকে···

হৃষিকেশ চেয়ারে বসিল।

প্রতুল প্রমাদ গণিল···আস্তানা গাড়িতে চায় না কি?

প্রতুল বলিল—যাক, সে সব পুরোনো কথা তুলে কি লাভ! তার চেয়ে বলো দিকিনি, কি তুমি চাও?···টাকা?···বেশ, আমি টাকা দিচ্ছি··· নিয়ে সরে পড়বে তো?

হৃষিকেশের দু'চোখ ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল! সে বলিল—কি দেবে, আগে আনো, দেখি···

প্রতুল ড্রয়ার খুলিয়া পার্শ বাহির করিল, তার-পর পার্শ হইতে দু'খানা দশ-টাকার নোট লইয়া হৃষিকেশের হাতে দিল, বলিল—কুড়ি টাকা দিচ্ছি।

হৃষিকেশ ছোঁ মারিয়া নোট দু'খানা হাতে লইল! তারপর বলিল,—বেশ…

নোট দুখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া চারিদিকে চাহিয়া হৃষি বলিল—বিছানার উপর ঐ যে সুজনি পেতেছো…ওখানা দাও দিকিনি…ওখানা মেঝেয় বিছিয়ে শুয়ে পড়ি…

সর্ব্বনাশ! টাকা পাইয়াও নড়িতে চায় না যে!

প্রতুল বলিল—আজ নয়। আর-একদিন এসো হৃষি…আজ যাও। মানে, আমার এখানে কতকগুলি লোকের আসবার কথা আছে…বুঝলে কি না!

উচ্চ হাস্য করিয়া হৃষিকেশ বলিল—এত রাত্রে লোক আসবে! তুমি হাসালে, শশাঙ্ক!…কারা এ-সব লোক, শুনি?

প্রতুল বলিল—যা ভাবছো, তা নয়, হৃষি!…মানে, Business… আমি জায়গা-জমির দালালী করি কি না!

হৃষিকেশ বলিল—এত রাত্রে তাদের নিয়ে জায়গা-জমি দেখাতে যাবে নাকি! হুঁঃ…ভুলেও কখনো সত্য কথা বলবে না…পণ করেছো! …কিন্তু আমি ভাবছিলুম, রাত্রে নিরিবিলিতে দুজনে সেই সব পুরোনো ইতিহাস নিয়ে কথাবার্ত্তা কইবো।…কতকাল পরে যখন তোমার দেখা পেয়েছি…সহজে ছেড়ে দেবো, এ-কথা স্বপ্নেও ভেবো না।

প্রতুল কি ভাবিল, আর পর বলিল,—বেশ…পুরোনো কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাও, অল্ রাইট্…কাল এসো সন্ধ্যার সময়।…শুধু তাই কেন? চাও যদি, এখানে এসে দু'চার দিন থাকতে পারো!…তাছাড়া তুমি পুরোনো বন্ধু…আমার এখন অবস্থা ফিরেছে।…তুমি ভিখিরী হয়ে ভিক্ষা করে বেড়াবে, আর আমি আরামে বাস করবো! সত্যি হৃষি, সেটা আমার বড় বাধছে!

অমলার অদৃষ্ট

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া হৃষিকেশ বলিল,—তোমার এমন বদান্যতা! কি নতুন অভিসন্ধি মনে জাগছে শশাঙ্ক? আমার ভাবনা হচ্ছে, হার্ট-ফেল করে মারা না যাও!

প্রতুল বলিল—তামাসা করছি না হৃষি!...একদিন দৈবাৎ যদি একটা অন্যায় ঘটে গিয়ে থাকে...পুরোনো বন্ধু দুজনে...কাল এসো...তোমার জন্য জামা-কাপড় কিনে রাখবো। আমার পয়সা থাকতে তুমি দুঃখ-কষ্ট পাবে...তা হবে না!...আমি বন্ধু, কি না, সে-পরিচয় কাল পাও কি না, এসে দেখো!...যদি ছাখো, আমি মিথ্যা কথা বলছি, আমার উপর যেভাবে শোধ নিতে চাও...নিয়ো। সময় তো তার চলে যাচ্ছে না।...

কথাটা বলিয়া হৃষিকেশের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া প্রতুল বলিল—তাদের আসবার সময় হয়েছে হৃষি...সত্যি, তুমি আজ যাও ভাই। না হলে আমার প্রায় চার-পাঁচ হাজার টাকা লোকসান হবে।

দু চোখ কপালে তুলিয়া হৃষিকেশ বলিল—চার-পাঁচ হাজার টাকা!

প্রতুল বলিল—সত্যি...কাল এসে স্বচক্ষে দেখো বরং...

হৃষিকেশ কি বলিতে যাইতেছিল, প্রতুল বলিতে দিল না...এক-রকম ঠেলিয়া হৃষিকেশকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া সশব্দে সে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। দিয়া মনে মনে গর্জ্জন করিল, রাস্কেল!

হৃষিকেশ ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

জন-হীন পথ। শীতের কুয়াশায় গ্যাসের আলোগুলা রোগীর ঘোলাটে চোখের মতো পাণ্ডুর মলিন!

হৃষিকেশ চাহিল পশ্চিম-দিকে...এ-পথ সোজা গিয়াছে বেলগেছের পুল পার হইয়া সেই শ্যামবাজার।

অমলার অদৃষ্ট

টঁ্যাক হইতে নোট দুখানা বাহির করিয়া সে কোঁচার খুঁটে বাঁধিল; তার পর একবার চাহিল চার-তলা ফ্ল্যাট-বাড়ীটার পানে।

নিস্তব্ধ গৃহ। পথের ধারে খড়খড়ি···লম্বা টানা বারান্দা। বাড়ীটা যেন স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া আছে!

মৃদু হাসিয়া পথ ধরিয়া হৃষিকেশ পশ্চিম-দিকে অগ্রসর হইল।

একটু দূরে পথের উপরে ই-বি-রেলের পুল। পুলের উপর দিয়া ট্রেণ চলে। ওদিক হইতে একটা ট্রেণ আসিতেছিল···মাল-গাড়ী।

হ্যাঁ, মাল-গাড়ী নিশ্চয়···নহিলে অবিরাম এমন ঘড়ঘড় শব্দ···

সে-গাড়ীর তীব্র বাঁশী···কুয়াশার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সে বাঁশীর রব···

সঙ্গে সঙ্গে হৃষির মাথায় একটা তীব্র আঘাত···কে যেন সবলে পাথর ছুড়িয়া মারিল···সঙ্গে সঙ্গে শব্দ···দুরুম্!

সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল···সঙ্গে-সঙ্গে গ্যাশ-বাত্তির ঘোলাটে আলোটুকু দপ্ করিয়া চকিতে নিবিয়া গেল!

মাথা ঘুরিয়া হৃষিকেশ পথের উপর পড়িয়া গেল।···মুহূর্ত্তে জমাট-কালো অন্ধকার! দুনিয়ার বুকে কে যেন আলকাৎরা লেপিয়া দিল!

পনেরো মিনিট পরে একটা পুলিশ-কনষ্টেবল আসিয়া দেখে, পথের মাঝখানে একটা ভিখারী পড়িয়া আছে। তার ধমনীতে ছিল বীর রক্ত। সে রক্ত গরম হইল! জুতার ঠোক্কর মারিয়া কনষ্টেবল হাঁকিল,—হঠ্ যা···

ভিখারী নড়িল না···

কনষ্টেবলের রাগ বাড়িল···তার হাত ধরিয়া সবলে দিল টান্···

তবু ভিখারীর কোনো সাড়া নাই!···কনষ্টেবল হাত ছাড়িয়া দিবামাত্র ভিখারীর দেহ আবার পথের উপরে লুটাইয়া পড়িল!

কনষ্টেবল তখন লণ্ঠনের আলো ফেলিয়া দেখে, ভিখারীর জামায় রক্তের দাগ! পথে রক্তের ছোপ্...

কনষ্টেবল ভাবিল, মোটর-চাপা পড়িয়াছে, নিশ্চয়!

কিন্তু সর্ব্বনাশ! এই শীতের রাত্রে কোন্ জাতের মুর্দ্দা লইয়া এ কি বিভ্রাট ঘটিল! কনষ্টেবলের কাছে ছিল পুলিশের বাঁশী। সে বাঁশী বাজাইল...

তারপর হৃষিকেশের প্রাণহীন দেহটাকে পথের একধারে টানিয়া আনিল।...বুঝিল, মোটর-চাপা নয়...মোটর-চাপা পড়িলে দেহ এমন অটুট থাকিত না! তা ছাড়া মাথায় রক্ত! পথে রক্তের দাগ!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাক্ষী

সহসা মোটরের হর্ণ শুনিয়া বিমূঢ় কনষ্টেবল পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখে, ওদিক হইতে আলোর তীব্র রশ্মি ছড়াইয়া একখানা মোটর-গাড়ী আসিতেছে।

চমৎকার হইয়াছে! ঐ গাড়ী থামাইয়া তাহাতে মুর্দ্দা তুলিয়া বেলগেছিয়ার হাসপাতালে জমা দিয়া আসিবে!

মোটর কাছে আসিল...মোটরে দুজন আরোহী।

পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কনষ্টেবল হাত তুলিল।

মোটর থামিল।

মোটর হইতে সাহেবী-পোষাক-পরা দুজন ভদ্রলোক নামিয়া পথে

আসিলেন। দুজনেই বাঙালী। কনষ্টেবল বলিল, মুর্দ্দা পড়িয়া আছে··· হাসপাতালে পাঠাইবার জন্য কুসিস্ করিতে হইবে।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—কোথায় মুর্দ্দা, দেখি···

কনষ্টেবলর অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীসহ পথের ধারে আসিলেন। দেহটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। দেখিয়া সঙ্গীর পানে চাহিয়া বলিলেন—খুন, দীপু···

কনষ্টেবলের পানে চাহিয়া বলিলেন—তোমারা থানামে খবর দেও··· ইনস্পেকটর-বাবু আওয়েগা···

এখান হইতে থানা কাছে নয়। এতখানি পথ হাঁটিয়া গিয়া রাত্রে ইন্‌স্‌পেকটর-বাবুকে তোলা···তারপর তিনি আসিলে তাঁর সঙ্গে আবার আসিয়া হাসপাতালে লাশ লইয়া যাওয়া—সারা-রাত কাটিয়া যাইবে! ভাবিয়াছিল, হাসপাতালে লাশ ফেলিয়া কোনো দোকানে পড়িয়া ঘুমাইয়া লইবে, তা নয়···

তার রাগ হইল। বলিল—কানুন্ শিখাতা···হো?

ভদ্রলোক তাকে ধমক দিলেন, দিয়া বলিলেন,—যা বলি, করো। না হয় তোমার নম্বর দাও···

কনষ্টেবলের কাছে নম্বর চাওয়া···বাঙালী হইয়া! এত বড় বেয়াদবি আর আছে না কি?

কনষ্টেবল বলিল—যাও...যাও···নম্বর-লেনেওয়ালা···

ভদ্রলোকের সঙ্গী বলিলেন—এই সিপাই···এ বাবু কৌন্, জান্‌তা?

তার স্বরে বেশ খানিকটা ঝাঁজ! সে-ঝাজ কনষ্টেবলের বুকে লাগিল আগুনের হল্‌কার মতো!

কন্‌ষ্টেবল্ বিস্ফারিত চক্ষে ভদ্রলোকের পানে চাহিল।

ভদ্রলোক বলিলেন—চুপ করো দীপু। ওর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। পাগড়ী মাথায় দিলেই ভাবে, ওদের সঙ্গে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের কোনো তফাৎ নেই।…এদিকে মুস্কিল এই, থানার ইন্‌স্‌পেকটর-বাবু না আসা পর্য্যন্ত এ-লাশ ঠাঁই-নাড়া করা উচিত হবে না।

দীপু ওরফে দীপনাথ বলিল—আপনিও কিছু করতে পারবেন না, স্তর?

—না দীপু। Law is law…তার যা procedure আছে… এক কাজ করি বরং। তুমি এইখানে থাকো। গাড়ী নিয়ে আমি নিজে থানায় যাই। গিয়ে ইন্‌স্‌পেক্‌টর-বাবুকে নিয়ে আসি।

এ-কথা বলিয়া কনষ্টেবলকে বুঝাইয়া লাশ চৌকি দিতে বলিয়া ভদ্রলোক মোটর হাঁকাইয়া থানার অভিমুখে চলিলেন।

ইন্‌স্‌পেকটরকে লইয়া মোটর যখন ফিরিল, তখন সে' জায়গায় ছোটখাট ভিড় জমিয়া গিয়াছে। আরো দু'চারিজন কনষ্টেবল আসিয়া জমিয়াছে। হুঙ্কার দিয়া তারা ভিড় ঠেলিয়া রাখিতেছে!

মোটর হইতে ইন্‌স্‌পেক্টরকে লইয়া ভদ্রলোক নামিলেন। নামিয়া লাশের কাছে আসিয়া নতজানু হইলেন। ইন্‌স্‌পেকটর ভবেশচন্দ্র টর্চ্চ ধরিল। টর্চ্চের তীব্র আলোর রশ্মিতে দুজনে দেহ পরীক্ষা করিলেন।

ইন্‌স্‌পেকটর বলিলেন,—আপনি স্তর এখানে এ সময়ে এসে পড়েছেন, বিধাতার ইঙ্গিত!

অর্থাৎ এ ভদ্রলোক গুণময় বাবু। মস্ত ডিটেকটিভ।

ভিড়ের মধ্যে যারা চিনিত, তারা বলিল—উনি যখন এসেছেন, তখন এ খুনের কিনারা সুনিশ্চিত!

মৃতের দেহ দেখিয়া গুণময় বলিলেন—খুন, তাতে সন্দেহ নেই! গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে। এবং সে-গুলি লাগবামাত্রই…

তাঁর পর ফিরিয়া তিনি জনতার পানে চাহিলেন, বলিলেন—আপনারা কেউ বন্দুকের শব্দ শুনেছিলেন?

সকলেই বলিল—না।

কনষ্টেবল বলিল, ডিউটি করিতে সে এদিককার গলি বাঁকিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া দেখে, পথের মাঝখানে একটা ভিখারী পড়িয়া আছে। ভাবিল, ঘুমাইতেছে! চলা-পথ হইতে তাকে সরাইবার জন্য হাত ধরিয়া টানিতে গিয়া দেখিল, দেহে প্রাণ নাই! ভিখারী মরিয়া গিয়াছে!

ভিখারীকে পুলিশ ভারী জুতার ঠোক্কর মারিয়াছিল, সে কথাটা সে চাপিয়া গেল।

গুণময়ের সঙ্গী দীপু বলিল—লোকটার মুখ চেনা-চেনা। হাতীবাগান থেকে শ্যামবাজারের মোড়—এ'জায়গায় ওকে ভিক্ষা করতে দেখেছি, স্যর!

গুণময় বলিলেন—হুঁ!···কিন্তু সেখানকার ভিখিরী এই রাত্রে এখানে আসবে কেন?···আচ্ছা ইন্‌সপেকটর-বাবু, ওর তালাস নিন তো···

তখনি দেহ সার্চ্চ করা হইল। দশ-টাকার দুখানা করকরে তাজা নোট; টাকা-আধুলি-সিকি-দুয়ানি-পয়সায় প্রায় সাড়ে সাত টাকা; এবং লাশের গলায় সুতায়-বাঁধা একখানা কবচ পাওয়া গেল। কবচখানি অষ্টধাতুর তৈয়ারী—উপরে কমলদলবাসিনী মা-লক্ষ্মীর চমৎকার একটি মূর্ত্তি! মূর্ত্তিটি মণিখচিত!

টাকা-পয়সা পাইয়া গুণময় বলিলেন—চুরির জন্য খুন হয়নি···এ খুনের উদ্দেশ্য আলাদা।

থানা হইতে আম্বুলান্সের জন্য টেলিফোন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; আম্বুলান্স আসিল।

অমলার অদৃষ্ট

হৃষিকেশের দেহ আম্বুলান্সে তুলিয়া গুণময় বলিলেন—নিয়ে যাও হাসপাতাল…

বীট্-কনষ্টেবলকেও আম্বুলেন্সের সঙ্গে পাঠানো হইল। তার পর আম্বুলান্স চলিয়া গেলে ইন্‌স্‌পেকটরকে লইয়া গুণময় চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া লইলেন। বলিলেন, গুলি ওর কপালে লাগিয়াছে! মনে হয়, চল্লিশ গজ দূর হইতে এ বন্দুক ছোড়া হইয়াছে; এবং সেটি রাইফেল-বন্দুক।

দীপু বলিল—কি করে বুঝলেন, স্তর?

গুণময় বলিলেন—পঞ্চাশ গজ দূরে দেখছো ঝোপ-ঝাপ। রাইফেল যে চালিয়েছে, খোলা পথে দাঁড়িয়ে সে বন্দুক চালাতে পারে না,—ধরা পড়বার ভয়! সে-লোক হয় ঐ ঝোপে ওৎ পেতে ছিল, না হয়, ওর পাছু নিয়েছিল। আশপাশে কেউ সে-বন্দুকের শব্দ শোনেনি। তার কারণ, নিশ্চয় পুলের উপর দিয়ে সে-সময় ট্রেণ যাচ্ছিল।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিল,—ঠিক বলেছেন বাবু। খানিক আগে পুলের উপর দিয়ে একখানা মাল-গাড়ী গিয়েছিল বটে! আমি তখন দোকান বন্ধ করছি…

ইন্‌স্‌পেকটরের হাত হইতে কবচখানি লইয়া টর্চ্চের আলোয় গুণময় সেটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন; পরীক্ষান্তে বলিলেন—জিনিষটা বেশ দামী। ভিখিরীর কাছে এ জিনিষ কি করে এলো? যার গলায় এ-কবচ, কবচ না বেচে সে ভিক্ষে করে বেড়াবে, ব্যাপারখানা আমার খুব আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে!…হয়, সে এ-কবচ চুরি করেছিল …না হয় এ-কবচের সঙ্গে ওর জীবনের মস্ত ইতিহাস জড়িয়ে আছে!

হাসিয়া দীপু বলিল—আপনি স্তর, সব-তাতে রোমান্সের ছায়া দেখেন!

ও-সব কাহিনী-টাহিনী কিস্যু নয়। এ কবচ নিঃযশ ও চুরি করেছিল। হয়তো ভাগ নিয়ে কোনো সঙ্গীর সঙ্গে হয়েছিল রেষারেষি, তাই সে-সঙ্গী ওকে খুন করেছে!

কথা শুনিয়া গুণময় হাসিলেন; হাসিয়া বলিলেন—তোমার অনুমানে কতকগুলো ভুল করছো। বলি শোনো, দীপু! প্রথমত রাইফেলের গুলিতে ভিখিরী খুন হয়েছে। ও যদি চুরি করে থাকে, তাহলে ওর যে সঙ্গী,... সেও হবে ওর এক-ক্লাশের লোক...মানে, loafer-ক্লাশ! এ রাইফেল নিয়ে সে এ-পথে এত রাত্রে তাড়া করে আসবে, তা সম্ভব নয়! তাছাড়া কবচের জন্য যদি মারবে, তাহলে মেরে কবচের সন্ধান না করে সে সরে পড়বে কেন?...তার পর ছাখো, লোকটার কপালে গুলি লেগেছে! এ থেকে মনে হয়, লোকটা সে সময় উপরদিকে তাকিয়ে ছিল, —গুলি এসে লেগেছে উচুঁ জায়গা থেকে! রাস্তার উপর থেকে গুলি এলে গুলি ওর বুকে-পিঠে লাগতো কিম্বা মাথায় লাগতো। কপালে লাগতো না!

ইন্‌স্‌পেকটর বলিলেন—আপনি যা বলছেন, তাতে কি বুঝবো, স্যর, ঐ ফ্ল্যাট-বাড়ী থেকে কেউ ওকে গুলি করেছে?

গুণময় চাহিলেন ফ্ল্যাট-বাড়ীর দিকে। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন—তাই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে ভবেশবাবু।

ভবেশ ইন্‌স্‌পেকটর বলিল—তাহলে ওখান থেকেই তদারক সুরু করবো না কি?

গুণময় বলিলেন—কোনো রকম সন্দেহের কারণ না পাওয়া গেলে এ-রাত্রে লোকদের ঠেঙ্গিয়ে তোলা শুধু অন্যায় হবে না...তাতে করে খুনীকে হুঁশিয়ার করা হবে, ভবেশবাবু!...আমাকে একটু ভাবতে দিন। আপনি তল্লাসীর জিনিষ-পত্র নিয়ে থানায় ফিরুন। ফিরে ডায়েরি লিখে ফেলুন। ভোরে ডায়েরি নিয়ে আপনার সাহেবের কাছে চলে যান। আমিও ভোরে

তাঁর ওখানে যাবো। তার পর একসঙ্গে সকলে মিলে যুক্তি-পরামর্শ করে আমরা তদারক সুরু করবো।

দীপু বলিল,—তুচ্ছ একজন পথের ভিখিরী···তার খুনের কিনারা করতে রাজসূয়-যজ্ঞের সমারোহ!

গুণময় বলিলেন—সকলের জীবনের সমান দাম, দীপু। রাজার প্রাণ, ভিখিরীর প্রাণ···দুই সেই-একজনের দেওয়া। গেলে রাজ্য-বিনিময়েও এ-প্রাণ কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে না!

এ-কথা শুনিয়া দীপু অপ্রতিভ হইল।

লাশ চালান দিবার পর লোকের ভিড় কমিয়াছিল। ইন্‌স্‌পেক্‌টরের বাইসিক্‌ল্‌টা কনষ্টেবল লইয়া আসিয়াছিল। গুণময়কে নমস্কার করিয়া ইন্‌স্‌পেকটর বিদায় লইল···পথে রহিলেন শুধু গুণময় এবং দীপু।

গুণময় আর-একবার ভালো করিয়া চারিধার দেখিয়া লইলেন।

দীপু বলিল—রাত একটা বাজে স্যর···

—বাজুক···

বলিয়া বিচরণ ও পরীক্ষা সারিয়া গুণময় মোটরে উঠিতেছেন, এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া ডাকিল—গুণময়···

কণ্ঠস্বরে গুণময় চিনিলেন। বলিলেন—চন্দ্রনাথ!

আগন্তুক বলিল,—হ্যাঁ।

—কি খপর? এখানে হঠাৎ···এত রাত্রে?

চন্দ্রনাথ বলিল—সরে এসো। বলি···

গুণময় বলিলেন—ও দীপু···আমার Subordinate officer···ওর সামনে বলতে পারো···

চন্দ্রনাথ বলিল—এ খুনের আমি হদিশ দিতে পারি।

—তার মানে ?

—যে খুন করেছে, আমি তার নাম জানি।

গুণময়ের বিস্ময়ের সীমা নাই ! বলিল—কি করে জানলে ?

চিত্রার সামনে সন্ধ্যার পর যাহা ঘটিয়াছিল, চন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিল। বর্ণনান্তে চন্দ্রনাথ বলিল—পরাক্রম ঘোষালের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমার কেমন খেয়াল হলো, লোকটা ট্যাক্সিওলাকে ঠিকানা বলে ছিল, পাতিপুকুর গুপ্ত ম্যান্‌শন্। ভাবলুম, একবার গুপ্ত ম্যান্‌শন্‌টা চোখে দেখে আসি। এই ভেবে ট্যাক্সি নিয়ে এখানে আসি। দূরে ট্যাক্সি রেখে পথের একদিকে দাঁড়িয়ে বাড়ীখানার পানে চেয়ে আছি, এমন সময় দেখি, হাতীবাগানের মোড়ে বায়োস্কোপের সামনে যে-ভিখিরীটা নিত্যদিন দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে, সে এসে ফ্ল্যাটে ঢুকলো··· সোজা সে উপরে উঠে গেল। আমি পথে দাঁড়িয়ে রইলুম···একটু গা ঢেকে ! ভাবলুম, নিশ্চয় কোন রহস্য আছে।···বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর দেখি, ভিখিরী নেমে এলো। রহস্য যদি বোঝা যায়, আমি পথের ধার ঘেঁষে সাবধানে তার পিছু নিলুম। সে সময় জোরে বাঁশী বাজিয়ে একখানা মাল-গাড়ী যাচ্ছিল ঐ পুলের উপর দিয়ে···ভিখিরী খানিক এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে সে চাইলো ফ্ল্যাটের দিকে। আমার নজর ছিল ভিখিরীর দিকে ! দুম্ করে বন্দুকের শব্দ শুনলুম ! সঙ্গে সঙ্গে দেখি, ভিখিরী পড়ে গেছে। মুখ গুঁজড়ে পড়লো।···কাছে এসে আমি তাকে দেখছি, এমন সময় বীট-কনষ্টেবলের জুতোর শব্দ শুনে সরে পড়লুম। থাকলে কি জানি, কনষ্টেবল-রত্ন হয়তো আমাকেই খুনী বলে' টানা-হ্যাঁচড়া করবে···মাঝে-থেকে খুনী পালাবে ! তাই এতক্ষণ ওদিকে ঐ বন্ধ-দোকানের রোয়াকে চুপ করে বসেছিলুম···এখন তুমি একা আছো দেখে উদয় হয়েছি···

একাগ্র-মনোযোগে গুণময় চন্দ্রনাথের কথা শুনিলেন। কথা শেষ হইলে গুণময় বলিলেন—তুমি তাহলে এ-খুনের সাক্ষী !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নূতন ভাড়াটিয়া

পরের দিন বৈকালে বাগবাজারে পরাক্রম ঘোষালের বাড়ীর দোতলার ঘরের জন্য এক ভাড়াটিয়া আসিয়া দেখা দিলেন ; মধ্য-বয়সী একজন ; বাঙালী ভদ্রলোক। নাম বলিলেন, সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী ; বাড়ী পল্লীগ্রামে ; কলিকাতায় আসিতেছেন মকর্দ্দমার জন্য ; আর সেই সঙ্গে মা-হারা একটি দৌহিত্রীর জন্য সুপাত্রের সন্ধান করিতে। সকালে আসিয়া ঘর দেখিয়া পছন্দ করিয়া পরাক্রমের স্ত্রীর সঙ্গে ভাড়া ঠিক করিয়া গিয়াছেন, মাসে কুড়ি টাকা।

দোতলায় দু'খানি ঘর। ঘরের সামনে একটু দালান। দালানের পর খোলা একটু ছাদ। তিনি একলা মানুষ—ঝামেলা নাই! তার উপর ব্যবস্থা করিয়াছেন, দু'বেলা পরাক্রমের ওখানে যদি দুটি ডাল-ভাত পান, তার জন্য আরো বারো টাকা করিয়া দিবেন।

বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভাবিয়া পরাক্রমের স্ত্রী তাহাতে সায় দিলেন। সায় দিব্যর সময় কুণ্ঠাভরে বলিলেন—আমরা যা খাই, আপনার মুখে তা রুচবে না, বাবা !

হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—আমি পাড়াগেঁয়ে লোক, মা, মোটা ভাত-ডাল খেয়ে দিন কাটে। রাজভোগের স্বাদ কখনো জানি না তো !

এ-কথায় পরাক্রমের স্ত্রী খুশী হইয়া মনে-মনে আকাশের দেবতাদের পায়ে নতি জানাইলেন। তাঁদের দয়া! নহিলে এমন ফিটফাট ভাড়াটিয়া কোথা হইতে এই গলির মধ্যে এ-ঘরের সন্ধান পাইয়া এখানে আসিবে!

সিদ্ধেশ্বর এমন ভদ্র যে আগাম এক-মাসের ভাড়া ও খোরাকী-বাবদ তাঁর হাতে বত্রিশটি টাকা তুলিয়া দিয়াছেন! বলিয়াছেন—ফী-মাসে টাকাটা আমি আগাম দেবো। আপনার কষ্টের সংসার, বুঝি তো। না হলে এক-বাড়ীতে মাথার উপর কেউ বাইরের লোককে ঠাঁই দেয় না। বুঝি মা আমি।

রাত্রি তখন নটা। পরাক্রম বলিল,—দোতলার সিধুবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসি।

গৃহিণী দেববালা বলিলেন—পয়সা কড়ি ধার চেয়ো না যেন! ঘরের ভাড়া আর খোরাকীর জন্য বত্রিশ টাকা উনি সকালে দিয়েছেন। এমন ভদ্রলোক! তোমার ধার আর এটা-ওটা চাওয়ার জ্বালায় কোনো ভাড়াটে দু'মাসের বেশী তিন মাস টেঁকতে পারলো না! এ কে যেন ধারের জ্বালায় তাড়িয়ো না, বুঝলে!

এ-কথায় তীব্র-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিয়া পরাক্রম বলিল—আমি কি ভিখিরী!···কি তুমি বলতে চাও, শুনি?

দেববালা বলিলেন—যা বলবার বলেছি, আর কোনো কথা বলতে চাই না!

কথাটা বলিয়া দেববালা গিয়া রন্ধনশালায় ঢুকিলেন। সেখানে বসিয়া মেয়ে পারু আটা মাখিতেছিল; মাকে দেখিয়া বলিল—বাবার জন্য শুধু রুটী তো?

দেববালা বলিলেন,—হ্যাঁ।

—ও ভদ্রলোকটি ?

দেববালা বলিলেন—উনি ভাত খাবেন, বলেছেন। কাল কিন্তু চালটা একটু ভালো দেখে আনাতে হবে। নাহলে আমাদের ঐ মোটা চাল উনি খেতে পারবেন কেন ? বললেন বটে, খাবো! কিন্তু বারো টাকা দেবেন খাবার জন্য, পাতে যা-তা দিতে পারি না তো!

পান্নু বলিল—নিশ্চয়।

বিছানায় শুইয়া সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, পরাক্রম আসিয়া সে-ঘরে প্রবেশ করিল।

সিদ্ধেশ্বর বলিল—আসুন···

সিদ্ধেশ্বর উঠিয়া বসিল। সামনে একখানি চেয়ার ছিল—সিদ্ধেশ্বরের সম্পত্তি···সঙ্গে আনিয়াছে।

পরাক্রম সেই চেয়ারে বসিল। বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। শেল্‌ফে আর পাঁচটা জিনিষের সঙ্গে একটা বোতল ছিল। দেখিয়া স্মিত হাস্যে পরাক্রম বলিল—ডেনিশ মুনির বোতল···না ?

সিদ্ধেশ্বর বলিল,—হ্যাঁ···

পরাক্রম বলিল,—একটু-আধটু চলে না কি ?···বোতলটা খালি নয় তো!

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন—আজ্ঞে না, চলে না। বোতলের মধ্যে আছে গরম জল। রাত্রে শোবার আগে খাই। চিরদিনের অভ্যাস!

পরাক্রম একটা নিশ্বাস ফেলিল, কোনো কথা কহিল না। কি ভাবিতে লাগিল···

সিদ্ধেশ্বর বলিল,—কি খপর ?

মনে যে-কথাটি বাহির হইবার জন্য আকুল, সে-কথা বাহির হইয়া

পড়িল। পরাক্রম বলিল—মানে, আপনার কাছে সিগ্রেট আছে? ভালো সিগ্রেট? এ-পাড়ায় ভালো জিনিষ তো দোকানে পাবার জো নেই। এখানকার দোকানে যত রোতো মাল! এদের জন্য সিগ্রেট্ এক-রকম ছেড়ে দিতে হয়েছে। পেট যেন ফুলতে থাকে! মাঝে-মাঝে বিড়ি টানি। কাল রাত্রে একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন··· তাঁর কাছে দেখলুম কত দিন পরে···সত্যি, সেই সেকেলে সিগ্রেটের মতো সিগ্রেট!

মনে-মনে হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল—আচ্ছা, সিগারেট আমি দিচ্ছি।

সিগারেটের বাক্স ছিল বালিশের নীচে···কাভাণ্ডার সিগারেট।

পরাক্রম সিগারেট লইল, বলিল,—বাঃ, ক্যাভেণ্ডার! সে ভদ্রলোকটিও কাল এই ক্যাভেণ্ডার সিগ্রেট দিয়েছিলেন! এই সিগ্রেটটাই এখন খুব চলছে বুঝি?

সিদ্ধেশ্বর বলিল—হ্যাঁ।

পরাক্রম সিগারেট ধরাইল, ধরাইয়া বলিল,—আজ তিনটি বচ্ছর চাকরি নেই; বসে আছি, মশায়। কষ্ট যা পাচ্ছি, কহতব্য নয়! দিন-কাল যা পড়েছে···যেখানে যাই, বলে, আপনার বয়স হয়েছে।···উমেদারি করতে করতে পায়ের ক'জোড়া জুতো ছিঁড়েছি, বলতে পারি না! আমার পরিবারটি তেমন নয়! রোজ আমার জন্য দু'আনা বরাদ্দ করে দেছেন··· সিগ্রেট্, বিড়ি, দাড়ি-কামানো, ট্রামে বেরুনো···সব ঐ দু'আনায় সারতে হবে! তাতে কখনো চলে মশাই? কিন্তু ও-বেচারীই বা কি করবে?···ভাগ্যে মেয়েটা ম্যাট্রিক পাশ্ করে কিছু রোজগার করে' আনছে!

কথার শেষে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস! তারপর আবার বলিতে লাগিল,—তিন বছর বেকার থাকলে মানুষের মেজাজ কখনো ভালো থাকে?

সিদ্ধেশ্বর বলিল—যা বলবেন, দয়া করে একটু চেঁচিয়ে বলবেন। কাণে আমি কম শুনি…

পরাক্রম বলিল—ও…সে-কথা বলতে হয়…

পরাক্রম বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল! মনের মধ্যে কত কথা যে মার্চ্চ সুরু করিয়া দিল! ভাবিল, সিদ্ধেশ্বর-ভদ্রলোকটির পয়সা আছে। বিছানা দেখিয়া, কাপড়-জামা দেখিয়া তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না!

তার মনের মধ্যে দারুণ পিপাসা…ও রাস্তায় বলাই সাহার দোকানে যদি দু'এক গ্লাশ…আহা!

কিন্তু পয়সা কোথায়? ধারে উহারা মদ বেচিবে না!

সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি খপরের কাগজের উপর নিবদ্ধ থাকিলেও পরাক্রমকে ত্যাগ করে নাই! এ-লোকটি সত্যই কিছু জানে না?…কাল পথে ওর স্ত্রী ও-লোকটিকে যেভাবে ধরিয়াছিল,—দুজনের মধ্যে কি এমন রহস্য বিদ্যমান …পরাক্রম নিশ্চয় জানে!…কি সে রহস্য…?

পারু আসিয়া দেখা দিল, ডাকিল—মামাবাবু…

সকালে বাড়ী ভাড়া ঠিক করিবার সময় এ-সম্পর্ক ঠিক হইয়া গিয়াছে… দেববালা বলিয়াছিলেন,—আপনি আমার দাদা। পারু, ইনি তোমার মামাবাবু হন, বুঝলে?

খুশী-মনে পারু বলিয়াছিল—হ্যাঁ মা, সেই বেশ।

পরাক্রম বলিল—জোরে কথা বলো পারু, কাণে উনি কম শোনেন।

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে পারু পরাক্রমের পানে চাহিল। ভাবিল, এ সংবাদ পরাক্রম কোথায় পাইল? ও বেলায় উনি কাণের সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই। মার সঙ্গে কথা হইয়াছিল, তাও জোরে নয়…তখন কোনো কথা বুঝিতে তো উঁহার অসুবিধা ঘটে নাই!

সিদ্ধেশ্বর বোধ হয় কিছু ভাবিতেছিল, পারুর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—কি খপর পারু-মা ?

পারু এবার উচ্চ কণ্ঠে কথা কহিল। বলিল—আপনার খাবার দিয়ে যাবো মামাবাবু ?

সিদ্ধেশ্বর বলিল—না, না, এখানে নিয়ে আসবার দরকার নেই, মা। নীচেয় একসঙ্গে বসে সকলে খাবো। সেই তো বেশ হবে।

পারু বলিল—মা বললে, না, সেখানে কোথায় খাবেন! পাশের ঘরে আসন পেতে মা আমাকে ঠাঁই করে দিতে বললে।

সিদ্ধেশ্বর বলিল,—না, না···নীচেয় জায়গা করো মা। তুমি বসবে, তোমার বাবা বসবেন, আর আমি বসবো...কেমন ?

পারু বলিল—আমি পরে খাবো মামাবাবু···আপনাদের খাওয়া হলে।

সিদ্ধেশ্বর ঘোর-প্রতিবাদ তুলিল; তখন স্থির হইল, না, পরে নয়···তিনজনে একসঙ্গে খাইতে বসিবে।

খাইতে বসিয়া পরাক্রম বলিল—ভদ্রলোক খাশা সিগ্রেট দিয়েছেন। সৌখীন লোক আছেন !

কথাটা সে চাপা গলায় বলিল।

সিদ্ধেশ্বর এ-কথায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রহিল।

দেববালা বলিলেন—তুমি নিশ্চয় চেয়েছিলে ?

—তুচ্ছ একটা সিগ্রেট ! ভদ্র সমাজে কেউ সিগ্রেট চাইলে দোষ হয় না। ওটা হলো এটিকেট, বুঝলে !

দেববালা বলিলেন—তুমি দোতলায় যাচ্ছিলে, পই-পই করে' মানা করলুম যে, খবর্দার, কোনো-কিছু চাইবে না ! সে-কথা বুঝি গ্রাহ্য হলো

না ?···তোমার এমনি চাওয়ার জ্বালায় মনে আছে তো দয়ালবাবুরা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন !

দেববালা সিদ্ধেশ্বরের পানে চাহিলেন—সিদ্ধেশ্বরের নির্বিকার ভাব ! বুঝিলেন, পারু আসিয়া এইমাত্র তাঁকে যে-সংবাদ দিয়াছে, মামাবাবু কাণে কম শোনেন, সে-সংবাদ তাহা হইলে সত্য !

বুঝিয়া তিনি আবার বলিলেন—খবর্দ্দার, তুমি কিছু চাইবে না। ফের তোমাকে আমি বারণ করে' দিচ্ছি !···আজ আসবামাত্র সিগারেট চেয়েছো···কাল টাকা ধার চাইতে তোমার এতটুকু বাধবে না ! তোমায় আমি জানি তো।

পরাক্রম বলিল—রোজ দু আনার জায়গায় আমাকে যদি আট আনা করে দাও, তাহলে কারো কাছে ধার চাইবার আমার দরকার হবে কেন ?

দেববালা বলিলেন—রোজ আট আনা ! তার মানে, মাসে পনেরো টাকা !···তোমার বলতে লজ্জা হলো না···ডাগর-মানুষ ঘরে বসে-বসে খাবে, আর ঐ কচি মেয়েটা চাকরি করে পয়সা আনবে ! তার পয়সা নিয়ে তুমি গিয়ে ঢুকবে তো ঐ বলাইয়ের দোকানে মদ কিনতে···

পরাক্রম বলিল—যা-তা বলো না বলছি, খবর্দ্দার ! সত্যি, আজ এক মাস বলাইয়ের দোকানে ঢুকিনি ! হাতে পয়সা নেই, ওর দোকানে ঢুকবো কি নিয়ে, শুনি ?

—না, ঢোকোনি !···সেদিন ইস্কুলের মেয়েদের জন্য পশম কিনবে বলে' পারু টাকা এনেছিল—সে টাকা রান্নাঘরের মেঝেয় রেখে পারু কি আনতে গেছে, ফিরে এসে ও দেখে, সে টাকা নেই ! তুমি বলতে চাও, সে-টাকার ডানা হয়ে উড়ে গিয়েছিল ?

পরাক্রম রাগিয়া উঠিল, তীব্র স্বরে বলিল,—আমি তোমাদের টাকা দেখেছিলুম না কি ? আমাকে বলে ওখানে টাকা রেখেছিলে যে সে-টাকা

আমি সরাবো !···হুঁঃ, দেশলাই ছিল না বলে আমি রান্নাঘরে ঢুকেছিলুম বিড়ি ধরাতে ! আমি জানতুম না তো যে পারু টাকা ফেলে রেখে উঠে গেছে ! আমি ওৎ পেতে ছিলুম, না···যে পারু সরে যাবামাত্র ছোঁ মেরে সে-টাকা পকেটস্থ করবো ?

পারু বলিল—তখনি কিন্তু তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে !

পরাক্রম বলিল—না, বেরুবে না ?···বলে, সেদিন শশধর বাবুর ওখানে যাবার কথা ছিল···একটা চাকরির আশা দিয়েছিল···

পারু কহিল—আর আমি যে ইস্কুলে যাবার সময় দেখে গেলুম, তুমি বলাইয়ের দোকানে বসে আছো !

পরাক্রম বলিল—ও···হ্যাঁ, গিয়েছিলুম। বলাই ডাকলে। বললে, একটা সিগ্রেট খেয়ে যাও দাদা···তাই ! হুঁঃ, বলে,···আমি আজ তিন মাস ও-জিনিষ একছিটে ছুঁইনি···

পারু কহিল—এ ভাড়াটে চলে গেলে ভালো হবেনা, তা কিন্তু বলে রাখছি। তোমার ও দুআনা করে যা বরাদ্দ আছে, মা তাও বন্ধ করে দেবে বলেছে !

পরাক্রম আরো চটিল, তীব্র হুঙ্কারে বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ ! কে বন্ধ করে, দেখবো'খন···তাহলে বাড়ীতে একখানা থালা-বাটি আর কাকেও চোখে দেখতে হবে না ! হুঁ !

পরাক্রমের এ-কথায় দেববালা যেন কাঁটা !

তীব্র ঝাঁঝালো কণ্ঠ শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর নির্লিপ্ত থাকিতে পারিল না। চমকিয়া পরাক্রমের পানে চাহিয়া বলিল—কি হলো মশাই ? গলায় কাঁটা ফুটলো না কি ?

দেববালা নিশ্বাস ফেলিলেন ! তাহা হইলে সত্যই ইনি কাণে কম শোনেন ! আঃ ! নহিলে···

পরাক্রমকে উদ্দেশ করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি বলিলেন—ভাতের বড় বড় গরাস কোঁৎ-কোঁৎ করে গেলো দিকিনি, কাঁটা নেমে যাবে!

তারপর এমনি বিশৃঙ্খলার মধ্যে আহারাদি চুকিয়া গেল।

পারু বলিল—আপনি ওপরে যান মামাবাবু···আমি পাণ নিয়ে যাচ্ছি···গিয়ে আপনার মশারি ফেলে দেবো।

কথাটা সে একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিল। শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল—তাই করো, মা। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে···সারাদিন বড্ড ঘুরেছি কি না···

পাণ ও জল রাখিয়া পারু মশারি ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সিদ্ধেশ্বর উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন; তারপর গায়ের জামা খুলিলেন, খুলিয়া বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া গোঁফ-দাড়ির উপর ভিজা রুমাল চাপা দিয়া গোঁফ-দাড়ি ধরিয়া টানিলেন। টানিবামাত্র গোঁফ-দাড়ি খশিয়া নিশ্চিহ্ন হইল!

গোঁফ-দাড়ি উঠিয়া নিশ্চিহ্ন হইলে আয়নায় যে-মুখের ছায়া পড়িল, সে মুখ দেখিলে কে বলিবে, ইনি সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী! সে মুখ চন্দ্রনাথের!

তাই। রহস্য-আবিষ্কারের জন্য আকুল হইয়া চন্দ্রনাথ ছদ্মবেশে সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী সাজিয়া এ-গৃহে ভাড়াটিয়া-রূপে উদয় হইয়াছে!···

আয়নায় নিজের মুখ দেখিয়া মনে মনে চন্দ্রনাথ বলিল, পাপিষ্ঠ পরাক্রম! ভাগ্যে বুদ্ধি করিয়া কালা সাজিয়াছে, তাই এ-পরিবারের পরিচয়টুকু এমন পরিপূর্ণভাবে এত-শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারিয়াছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঊর্ণনাভ

পরের দিন দুপুর বেলা।

পারুকে লইয়া দেববালা গিয়াছেন শ্যামবাজারে কার সঙ্গে দেখা করিতে; বাড়ীতে আছে পরাক্রম ও সিদ্ধেশ্বর।

দুজনে দাবার ছক পাড়িয়া বসিয়াছে, এমন সময় নীচেকার দ্বারে করাঘাত।

পরাক্রম কাঁটা হইয়া বসিল! দাবার রাজা-মন্ত্রীর চিন্তা কোথায় যে উবিয়া গেল!

ওদিকে দ্বারে আবার করাঘাত···আবার···আবার···

সিদ্ধেশ্বরের কাণের কাছে মুখ আনিয়া পরাক্রম বলিল—মশাই···

সিদ্ধেশ্বর ওরফে চন্দ্রনাথ বুঝিল,···বলিল—কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ। একটা উপকার করতে হবে।

—বলুন···

—নীচে কে ডাকছে। আমি যাবো না। আপনি যদি দয়া করে নীচে গিয়ে দেখা করেন···

—বেশ। বলুন, কি বলবো?

—যদি দেখেন পাওনাদার, বলবেন, বাড়ীতে কেউ নেই। বুঝলেন তো, তিনটি বচ্ছর বেকার বসে আছি—পাওনাদার-বেটারা তো তা বুঝবে না। যেন কসাই!

সিদ্ধেশ্বর ওরফে চন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া আসিল···উপরের ঘরে পরাক্রম বসিয়া রহিল সিধাভাবে দুই কাণ খাড়া করিয়া!

অমলার অদৃষ্ট

সদর খুলিয়া চন্দ্রনাথ দেখে, কালিকার রাত্রের সেই প্রতুল! মনের মধ্যে যা হইল···ভাগ্যে, দাড়িগোঁফের ঝোপে চন্দ্রনাথের মুখ আচ্ছন্ন··· প্রতুল তাকে চিনিতে পারিল না!

প্রতুল বলিল—আপনার নাম পরাক্রম ঘোষাল?

চন্দ্রনাথ যেন শোনে নাই, এমনি ভাবে কাণে হাত দিয়া কাণের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—একটু চেঁচিয়ে বলুন···আমি কাণে খাটো।

প্রতুল উচ্চ কণ্ঠে আবার ঐ প্রশ্ন করিল।

চন্দ্রনাথ বলিল—আজ্ঞে না। আমি পরাক্রম ঘোষাল নই। আমার নাম সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী। এ-বাড়ীর দোতলার ভাড়াটে আমি।

প্রতুল বলিল,—ও···আমি পরাক্রম বাবুকে চাই। খুব জরুরি কাজের কথা আছে। গোপনীয় কথা।

চন্দ্রনাথ মনে-মনে বলিল, আমিও তাই চাই! মুখে বলিল—ভিতরে আসুন···আমি তাঁকে ডেকে দিই।

এক-তলার কোণে একটু দালান। দালানে একখানি তক্তাপোষ আছে। ধূলায় ধূসরিত—তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চ বা চাদর কিছুই নাই।

চন্দ্রনাথ বলিল—তিনি দোতলায় আছেন। আপনি বসুন। আমি তাঁকে ডেকে আনি।

প্রতুল বসিল। চন্দ্রনাথ উঠিয়া দোতলায় পরাক্রমকে সংবাদ দিতে গেল।

অতিথির সংবাদ শুনিয়া পরাক্রম মনে মনে চটিল। বলিল—আমি যে বলে দিলুম, বলবেন, বাড়ীতে কেউ নেই!

চন্দ্রনাথ বলিল—উনি পাওনাদার, তা তো বললেন না!···আপনি গিয়ে একবার দেখা করুন। বললেন, খুব জরুরি কাজ! গোপনীয় কথা!

বিরক্ত চিত্তে পরাক্রম নামিয়া আসিল।

মনে-মনে দারুণ খুশী হইয়া চন্দ্রনাথ সিঁড়ির বাঁকের কাছে দাঁড়াইল···

শুনিল, নীচে কথা হইতেছে। দু-চারিটা কথা শুনা গেল—বাকী কথা অতিশয় মৃদু-গুঞ্জনে! কথা হইতেছে নিবিষ্ট আগ্রহে; অথচ কি কথা, শুনা গেল না!

চন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া উঠিল! আরও দু-পা নামিয়া নীচে যাইবে, সে উপায় নাই! নীচে নামিলে সামনে দালান; সেই দালানে তক্তাপোষে বসিয়া দুজনে গোপনীয় কথাবার্ত্তা হইতেছে···

কি কথা? কি কথা?

হঠাৎ পরাক্রমের কথা শুনা গেল! তীব্র কণ্ঠে পরাক্রম বলিল—না, না, এ-কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি গরীব, কিন্তু পাগল নই!

প্রতুল বলিল—আঃ, আস্তে কথা কও···বাড়ীতে লোক আছে।

এ কথাগুলা চন্দ্রনাথ শুনিল—বেশ স্পষ্ট।

তারপরই পরাক্রম বলিল,—ও ভদ্রলোকটি কাণে কম শোনেন!

প্রতুল বলিল—সাবধানের মার নেই। গিয়ে দেখে এসো, কালা ভদ্রলোকটি কোথায়···

চন্দ্রনাথ ছিল কাণ খাড়া করিয়া! পায়ের শব্দ শুনিল! কে যেন এদিকে আসিতেছে!

সন্তর্পণে দ্রুত পদসঞ্চারে চন্দ্রনাথ নিজের ঘরে আসিয়া দাবার ঘুঁটি চালিতে প্রবৃত্ত হইল।

পরাক্রম আসিল তার ঘরের সামনে।

চন্দ্রনাথ তাহা লক্ষ্য করিল।

পরাক্রমও দেখিয়া লইল, চন্দ্রনাথ কি করিতেছে!

চন্দ্রনাথ তার দিকে চাহিল না, কোনো কথা কহিল না—আপন-মনে ঘুঁটি চালিতে লাগিল।

পরাক্রম নিঃশব্দে তখনি চলিয়া গেল। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ··· সে-শব্দ নীচের দিকে নামিয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল।

চন্দ্রনাথ বুঝিল, পরাক্রম নীচে নামিয়া গিয়াছে। ঘুঁটি রাখিয়া সন্তর্পণে সে আসিয়া আবার দাঁড়াইল—সিঁড়ির সেই বাঁকের কাছে। শুনিল···

পরাক্রম বলিতেছে—লোকটা দাবার ঘুঁটি চালছে আপন-মনে।···কিন্তু এ আমি পারবো না শশাঙ্ক! এ বড় শক্ত কাজ। যদি ধরা পড়ি, জেলে যেতে হবে।

প্রতুল বলিল—বোকামি করো না! করতে পারলে অঢেল টাকা। বুঝলে, জীবনে যত টাকার স্বপ্ন ছাখোনি, এত টাকা!

তারপর চুজনে আবার চুপ···অনেকক্ষণ!

চন্দ্রনাথ বুঝিল, চুপি চুপি কথা চলিতেছে! পরামর্শ!

প্রতুল বলিয়াছিল, গোপনীয় কথা···চন্দ্রনাথ ভাবিল, নিশ্চয় তাই!

চন্দ্রনাথ দোতলায় উঠিল; তারপর দোতলা হইতেই ডাকিল—পরাক্রম বাবু···ও পরাক্রমবাবু···

ডাকিতে ডাকিতে চন্দ্রনাথ নীচে নামিল। দালানে প্রতুল তখন উঠিবার উপক্রম করিতেছে···চন্দ্রনাথকে দেখিয়া চুজনেই তার পানে চাহিল।

পরাক্রম বলিল—লোকটা কাণে কম শোনে···

চন্দ্রনাথ বলিল—আপনারা বেরুবেন বুঝি? তাহলে খেলা বন্ধ?

পরাক্রম হাসিয়া প্রতুলের পানে চাহিল, বলিল—দাবা খেলা হচ্ছিল।

প্রতুল বলিল—তুমি তাহলে তৈরী থেকো। কথা পাকা!···কেমন?

পরাক্রম বলিল—বেশ।

প্রতুল চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ বলিল—ও ভদ্রলোকটি কে?

পরাক্রম বলিল—চিনিনা। দোতলায় ঘর খালি আছে শুনে ভাড়া নিতে এসেছিল। আমি বললুম, ভাড়া হয়ে গেছে!

চন্দ্রনাথ বলিল,—ও···

পরাক্রম বলিল—চলুন, গিয়ে খেলাটা শেষ করি···

—আসুন।

বেলা প্রায় পাঁচটা।

দেববালা ফিরিলেন। সঙ্গে পারু।

পারু আসিয়া একেবারে চন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকিল। বলিল—চা খাবেন মামাবাবু···আমাদের বড্ড দেরী হয়ে গেছে!···অন্যায় হয়েছে।

পারুর স্বরে অজস্র কুণ্ঠা!

চন্দ্রনাথ বলিল—অন্যায় হয়নি মা। চায়ের কথা আমার মনে ছিল না···খেলা নিয়ে দুজনে খুব মেতে আছি।

পরাক্রম বলিল—চা! আচ্ছা, চট্ করে আন্। তোকে তো এখনি আবার বেরুতে হবে।

পারু নামিয়া গেল।···

সন্ধ্যার সময় পরাক্রম কোথায় বাহির হইয়া গেল···

চন্দ্রনাথের মনে দারুণ অস্বস্তি···

কোথায় গেল? কেন গেল? টাকার লোভে কার বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত চলিতেছে?

দুশ্চিন্তা…দুর্ভাবনা…

চন্দ্রনাথও পথে বাহির হইল।

পথে বাহির হইয়া চন্দ্রনাথ চলিল গঙ্গার দিকে…

চিন্তার গহনে মন এমন দিশাহারা যে চমক ভাঙ্গিতে দেখে, বেশ রাত্রি হইয়াছে! চন্দ্রনাথ উঠিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল…

…এদিকে বিপর্য্যয় কাণ্ড! চন্দ্রনাথ গৃহে নাই…পরাক্রম কোথায়, কে জানে!

রাত্রি প্রায় নটা…চন্দ্রনাথ নিজের ঘরে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল।

দেববালা আসিয়া ডাকিলেন,—দাদা…

চন্দ্রনাথ বলিল—কেন দিদি?

দেববালাকে চন্দ্রনাথ 'দিদি' বলিয়া ডাকে।

দেববালা বলিলেন—পারু এখনো ফিরলো না! ইনিও বাড়ী নেই… বড্ড ভাবনা হচ্ছে আমার।

চন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল! প্রতুল আসিয়াছিল…তার সঙ্গে পরাক্রমের গোপনীয় পরামর্শ চলিয়াছে! তারপর দুজনে কখন যে সেই বাহির হইয়া গিয়াছে…

তার মনেও দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না!

চন্দ্রনাথ বলিল—কোথায় তার ইস্কুল, জানেন?

দেববালা বলিলেন—জানি…

দেববালা ঠিকানা বলিলেন,—কাশীপুর…নারী-শিক্ষা-মন্দির।

চন্দ্রনাথ বলিল—আমি এখনি যাচ্ছি…

চন্দ্রনাথ বিলম্ব করিল না···পারুর সন্ধানে বাহির হইল।

রাজ্যের দুশ্চিন্তা বুকে লইয়া দেববালা গুম্ হইয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কার্

গুণময় ওদিকে নিশ্চিন্ত ছিলেন না! পুলিশ-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া এ খুনের রহস্য-আবিষ্কারের অনুমতি লইয়া রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এবং সেজন্য যে-রকম সন্ধান ও তদারক কর্ত্তব্য···

কিন্তু বিপদ বাধিল এই যে, ভিখারী হৃষির নামটুকু ছাড়া আর কোনো সংবাদ বহু সন্ধানেও মিলিল না। হৃষিকে লোকে পথেই দেখিয়াছে! কোথায় ঘর, কে-বা তার আত্মীয়-বন্ধু আছে, কেহ জানে না। ও-তল্লাটে ট্রামের ধারে আরো বহু লোক ভিক্ষায় দিনাতিপাত করে, তাদের ধরিয়াও হৃষির কুলুজীর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

দীপু বলিল—পণ্ডশ্রম হবে, স্যর! ছিেম কেন যে এ-কাজ হাতে নিলেন!

গুণময় বলিলেন—অধীর হলে চলবে না, দীপু। চন্দ্রনাথ বললে, গুপ্ত ম্যানশন্।···প্রতুল ট্যাক্সি করে রাত্রে এসেছিল এই গুপ্ত ম্যানশনে! প্রতুলের সঙ্গে এ খুনের সম্পর্ক আছে এবং সে-সম্পর্ক

নিবিড় আর অকাট্য! একবার এই প্রতুল ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করতে হবে!

দীপু বলিল,—একজন তুচ্ছ ভিখিরী! তার প্রাণের সঙ্গে না আছে সমাজের যোগ, না রাজনীতির! মিছে একটা···

বাধা দিয়া গুণময় বলিলেন—তোমাকে তো বলেছি ভিখিরীর প্রাণও প্রাণ, আবার রাজা-মহারাজার প্রাণও প্রাণ! সব প্রাণের সমান দাম, দীপু! ভিখিরী বলে মানুষকে তুচ্ছ করতে নেই।···আচ্ছা, এটা ছাখো দিকিনি···

দীপুর হাতে গুণময় দিলেন—রাত্রে ভিখারীর-গলায়-পাওয়া সেই অষ্টধাতুর কবচ···পুলিশ সাহেবের অনুমতি লইয়া এ কবচটি গুণময় কাছে রাখিয়াছেন; তদারকের কাজে সাহায্য হইবে বলিয়া···

কবচটি হাতে লইয়া দীপু ভালো করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

বহুক্ষণ দেখিয়া দীপু বলিল,—এতে কি লেখা রয়েছে, স্যর···!

গুণময় বলিলেন,—হ্যাঁ। সংস্কৃত অক্ষর!···ছাখো···

কথাটা বলিয়া কবচ লইয়া গুণময় নখ দিয়া গা খুঁটিলেন,—খানিকটা ময়লা গালা চূর্ণ হইয়া ঝরিয়া গেল এবং অক্ষর আরো সুস্পষ্ট হইল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গুণময় বলিলেন—এ কবচ কোনো জুয়েলারকে দিয়ে সাফ্ করিয়ে নিতে হবে। এতে যে-ময়লা আছে, ওরাই শুধু তা সাফ করতে পারবে। এসো দিকিন্ আমার সঙ্গে। টু-শীটার গাড়ীখানা বার করতে বলো। আমি ইতিমধ্যে মেক-আপ্ করে নি। লোকে চেহারা চেনে···খপরের কাগজ-ওলারা বারে-বারে আমার ছবি ছেপে এমন করে তুলেছে যে স্ব-রূপে পথে-ঘাটে বেরিয়ে তদারকীয় কাজ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে!

এ-কথা বলিয়া গুণময় গেলেন সাজসজ্জা করিতে; দীপু গেল ড্রাইভারকে ধরিয়া টু-সীটার গাড়ী বাহির করাইতে।

আধ ঘণ্টা পরে গুণময় বাহির হইয়া আসিলেন—ভিখারীর মূর্ত্তি! ডাকিলেন,—দীপু…

দীপু বলিল—স্যর…

গুণময় বলিলেন,—এখন এই আমার বেশ! ভিখিরীর ব্যাপার…তাই ভিখিরী সেজেছি।…হ্যাঁ, আমার সঙ্গে এসো। তুমি গাড়ী ড্রাইভ করবে। …গাড়ীর হুড তুলে দাও। পাতিপুকুরের দিকে পৌছে রেলের পুলের পশ্চিমে তুমি গাড়ী রাখবে,—আমি যাবো গুপ্ত ম্যানসনে প্রতুল বাবুর সন্ধানে। তুমি বেশ হুঁশিয়ার থাকবে…তারপর অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা,—বুঝলে!

এমনি ব্যবস্থা-মতো গাড়ী আনিয়া রাখা হইল রেলের পুলের পশ্চিমে; ভিখারীর বেশে গুণময় আসিয়া গুপ্ত ম্যানসনে প্রবেশ করিলেন।

বাহিরে দরোয়ানের কাছে প্রতুলের কামরার সন্ধান লইয়া তিনি আসিলেন একেবারে সেই তিন-তলায়।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কামরা বন্ধ করিয়া প্রতুল বাহির হইতেছিল,—ভিখারীকে দেখিয়া তার বুকে আবার সে-রাত্রির মতো সেই কাঁপন! সে-কাঁপনে মুখে যে-ভঙ্গী প্রকাশ পাইল, চতুর গুণময়ের বুঝিতে বাকী রহিল না, ইনিই তাঁর কামনার-ধন নায়ক-প্রবর!

গুণময় বলিলেন—আপনি প্রতুল বাবু?

প্রতুল বলিল—হ্যাঁ। এখানে তোমার কি কাজ? যদি ভিক্ষের মতলব থাকে, তাহলে ভাগো…ভিক্ষে মিলবে না।

গুণময় বলিলেন,—আমি ভিক্ষে চাইতে আসিনি, স্যর। হৃষি আর আমি এক-বাসায় থাকতুম কি না···যে-হৃষি কাল রাত্রে খুন হয়েছে···

প্রতুল বলিল—হৃষি! কে হৃষি? তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

গুণময় বলিলেন,—কিছু না। কিন্তু আপনি চটছেন কেন, স্যর? হৃষি আমার কাছে একটা জিনিষ বন্ধক রেখেছিল। চার টাকায়। সে তো মরে গেছে,—আমার টাকার দরকার। তাই ভাবছি, সেটা বেচে আমার টাকাটা উশুল করে নেবো, সেই সঙ্গে যদি দু'চারটে টাকা বেশী মেলে ···এখানে আসবার সময় আপনার কথা সে বলেছিল কি না, গুপ্ত ম্যান্‌শন্, প্রতুল বাবু···তাঁর কাছে যাচ্ছি।···তাই আমার আসা! মানে, ওদিকে স্যাকরাদের কাছে যেতে পারতুম। কিন্তু যদি স্যর, তারা আমায় ভিখিরী দেখে এটা কেড়ে ন্যায়? নিয়ে বলে, চোরাই-মাল? তাই আর কি স্যর, বুঝলেন কি না!

প্রতুল বলিল—আমি কোনো জিনিষ কিনতে পারবো না। কেন কিনবো? জিনিষের আমার কি দরকার? তাছাড়া আমার তো এ ব্যবসা নয়, বাপু! তুমি যাও। না গেলে আমি পুলিশ ডাকবো।

গুণময় বলিলেন—পুলিশ! কেন স্যর, আমি কি চুরি করতে এসেছি যে পুলিশ ডাকবেন?

এ কথা বলিয়া গুণময় কবচটি প্রতুলের সামনে ধরিল···

বিজলী-বাতির আলোয় কবচের পানে চাহিবামাত্র প্রতুল চমকিয়া উঠিল! বলিল—এ জিনিষ!···এই জিনিষ তুমি বেচতে চাও?

—হ্যাঁ, স্যর···

—দেখি···

হাত সরাইয়া লইয়া গুণময় বলিলেন—কি দাম দেবেন, আগে বলুন···

প্রতুল বলিল—কি জিনিষ দেখি,···তার আগে কি করে দাম বলবো?

গুণময় বলিলেন—দর-দস্তুর নেই, স্যর। আমি একজন স্যাকরাকে দেখিয়ে এসেছি···দেখে সে বলেছে, পঁচিশ টাকা দেবে।

প্রতুল কহিল—তুমি কত টাকা চাও?

—পঞ্চাশ টাকা, স্যর···

প্রতুল বলিল—কিন্তু নেবার আগে আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে তো! সোনা, না, কি···

গুণময় বলিলেন,—সোনা বৈ কি স্যর···এই দেখুন না···

প্রতুলের হাতে গুণময় কবচ দিলেন···সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলের মুখে-চোখে যে ভাবান্তর ঘটিল, গুণময় তাহা ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলেন।

কবচটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া একটা উদ্যত নিশ্বাস রোধ করিয়া প্রতুল বলিল,—গোটা তিরিশেক্ টাকা দিতে পারি···

—না স্যর, পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।

—পঞ্চাশ!···আচ্ছা, চল্লিশ টাকা নাও···

প্রতুল পার্শ খুলিল।

গুণময় বলিলেন—পঞ্চাশের এক পয়সা কম হলে চলবে না, স্যর···

নিষ্কৃতি-লাভের আশায় প্রতুল কহিল—ভালো আপদ! পঞ্চাশ টাকা পেলে বিদেয় হবে?

এক-মুখ হাসিয়া গুণময় বলিলেন,—নিশ্চয় স্যর!

প্রতুল পার্শ খুলিল।

খুলিয়া পার্শ হইতে পাঁচখানা দশ টাকার নোট লইয়া গুণময়ের দিকে ছুড়িয়া দিল। দিয়া বলিল,—নাও এই পঞ্চাশ টাকা···গুণে নাও···নিয়ে সরে' পড়ো।

নোটগুলা কুড়াইয়া গণিয়া গুণময় বলিলেন,—হ্যাঁ, স্যর, পঞ্চাশই!

তাহলে নমস্কার। জানি স্যর, জহুরী না হলে কেউ কি আর জহরের দাম বোঝে!

নোট দিয়া প্রতুল দাঁড়াইল না!...দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। গুণময়ও পথে বাহির হইয়া আসিলেন।

ওদিকে একখানা মোটর-গাড়ী...প্রতুল চলিল মোটর-গাড়ীর অভিমুখে।

গুণময় সতর্কভাবে প্রতুলের অলক্ষ্যে টু-শীটারের কাছে আসিয়া দীপুর আড়ালে দাঁড়াইয়া মুখোস খুলিয়া ভদ্র সাজিলেন; সাজিয়া টু-শীটারে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—মোটরে চড়ছে...ওর পিছনে ধাওয়া করতে হবে। সে-কবচ বিক্রী করেছি দীপু। প্রতুল কিনেছে...নগদ পঞ্চাশ টাকা দাম দিয়ে!

দীপুর দু'চোখের দৃষ্টিতে প্রচুর বিস্ময়! দীপু বলিল—তারপর?

গুণময় হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—ওটা হলো চার। মাছ ধরতে হলে মানুষ যেমন চার ফেলে, তেমনি!...দেখো, আমি বলতে পারি, এ-চারে কাৎলা ধরা পড়বে! প্রতুল একখানি চীজ...কাৎলা-জাতের চীজ্!

দীপু বলিল—আমি কিছু বুঝতে পারছি না, স্যর...

গুণময় বলিলেন—ক্রমে জানতে পারবে। ও-কবচটি তুচ্ছ সামগ্রী নয় এবং প্রতুল ও-কবচের মর্ম্ম বোঝে। নাহলে এক-কথায় পঞ্চাশ টাকা বার করে দিত না!...কিন্তু চুপ, মোটরের শব্দ...সে আসছে, নিশ্চয়!

দুজনে টু'শীটারে চড়িয়া বসিল...গুণময় ষ্টীয়ারিংয়ে।

সামনের পথ ধরিয়া একখানা মোটর চলিয়া গেল...প্রাইভেট মরিস। পুরানো গাড়ী।

গুণময় এঞ্জিনে ষ্টার্ট দিলেন।

দীপু বলিল—প্রতুল?

—নিশ্চয়।

গুণময় গাড়ী চালাইলেন…একটু দূরে-দূরে থাকিয়া প্রতুলের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ঐ দিকেই চলিলেন।

প্রতুলের মোটর কিন্তু শ্যামবাজারের মোড় ঘুরিয়া কলিকাতার দিকে গেল না…গাড়ী চলিল বারাকপুরের দিকে। গুণময়ও সেই পথ ধরিলেন।

টালার পুল পার হইয়া বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া প্রতুলের গাড়ী কাশীপুরের দিকে বাঁকিল।…

কাশীপুর থানা পার হইয়া জন-বিরল তেমাথা পথের ধারে গাড়ী থামিল। তিনজন ভদ্রবেশী বাঙালী আসিয়া প্রতুলের কাছে দাঁড়াইল।

ক'জনে কি কথাবার্ত্তা হইল…তারপর গাড়ী রাখিয়া ক'জনে বাঁ দিককার এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রতুলের গাড়ীর খানিক পিছনে একটা বাঁকের আড়ালে গুণময় গাড়ী থামাইলেন; থামাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, দীপুকে বলিলেন, —ও গাড়ীর দিকে নজর রেখো। ও-গাড়ী যেদিকে যাবে, পাছু নিয়ো। আমার জন্য ভেবো না। আমি নিশ্চেষ্ট থাকবো না, জেনো।…

এ-কথা বলিয়া গাড়ীর পকেট হইতে ছেঁড়া একটা কোট বাহির করিয়া গুণময় সে-কোট গায়ে দিলেন, মুখে একটা রবারের মুখোস আঁটিলেন…

দীপু দেখিল, কোথায় গুণময়! এ যেন পল্লীগ্রামবাসী একজন আপিসের বাবু…প্রৌঢ় বয়সের ভদ্রলোক।

গুণময় বলিলেন—আমি যেন এ-অঞ্চলে বাস করি! ওরা সন্দেহ করতে পারবে না।···চেহারা দেখে কি মনে হয়?

হাসিয়া দীপু বলিল—ফার্ষ্টক্লাস নিরীহ country-gentleman, স্যর···

দীপু গাড়ীতে বসিয়া রহিল···

গুণময় চলিয়া গেলেন।

তারপর গুণময়ের পদচারণার আর বিরাম নাই!

প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রতুল ফিরিল—সঙ্গে সেই তিনজন অনুচর।···

ক'জনে প্রতুলের মোটরের পাশ দিয়া চলিয়া গেল; মোটরে উঠিল না। এমন ভাব, দেখিলে মনে হয়, ও-মোটরের সঙ্গে প্রতুলের বা উহাদের কোন সম্পর্ক নাই!

পল্লীর ভদ্রলোক সাজিয়া গুণময় সোজা উত্তর-মুখে আগাইয়া গেলেন। একটু আগে এ-পথ পূবদিকে বাঁকিয়াছে···গুণময় সেই বাঁকে দাঁড়াইলেন, দৃষ্টি প্রতুলের গতির দিকে।

দশ-বারো মিনিট পরে গলি হইতে একটি কিশোরী আসিয়া মোড়ে দাঁড়াইল; সঙ্গে মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিয়া বসিল···কিশোরীও বসিল···

চকিতে গাড়ীর সামনে আসিয়া উদয় হইল প্রতুল···আসিয়া ষ্টীয়ারিংয়ে বসিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল···গাড়ী চলিল উত্তর-দিকে···একেবারে গুণময়ের গা ঘেঁষিয়া···

গুণময় ইঙ্গিত করিলেন। দীপু তার উপর নজর রাখিয়াছিল। ইঙ্গিত পাইবামাত্র টু-শীটার হাঁকাইয়া সে আসিল গুণময়ের কাছে···গুণময়

গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। গাড়ী চলিল পূব দিকে।...

চকিতে আসিলেন বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে...

ঐ যায় প্রতুলের গাড়ী...উত্তর-দিকে।

গুণময় তীরবেগে গাড়ী ছুটাইলেন...

দীপু বলিল—কি হলো, স্যর?

গুণময় বলিলেন—মেয়ে-চুরি! ডাগর মেয়ে...

দীপু বলিল—কি করে জানলেন?

গুণময় বলিলেন—নিঃসন্দেহে জেনেছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কানন-কুঞ্জ

আগড়পাড়ার আউটপোষ্ট ছাড়াইয়া প্রতুলের গাড়ী ডান-দিকে একটা গলির মধ্যে ঢুকিল।

গলির মুখে আসিয়া গুণময় গাড়ী থামাইয়া নামিলেন, দীপুকে বলিলেন, —তুমি হুঁশিয়ার থেকো! ও-গাড়ীকে যদি বেরুতে ছাখো, ও-গাড়ী যেখানে যাবে, পাছু নেবে। আমি না ফিরি, তবুও...আমি এই মেয়েটির সব খপর না জেনে ফিরবো না। বুঝলে?

দীপু বলিল—আচ্ছা, স্যর।...

অমলার অদৃষ্ট

গুণময় গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আকাশের বুকে একটুখানি ফালি চাঁদ···আলো-ছায়ায় শীতের কুয়াশা মিশিয়া চারিদিকে আঁধারের আবছায়ার আবরণ!

পনেরো মিনিট আসিবার পর গুণময় দেখিলেন, বাঁদিকে একখানা জীর্ণ বাগান-বাড়ীর সামনে প্রতুলের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, গাড়ীতে কেহ নাই।

তিনি বাগান-বাড়ীর সামনে আসিলেন। জীর্ণ ফটক। ফটকে কোন্ সেই মান্ধাতার আমলে কে একখানা পাথরের ফলক আঁটিয়া দিয়াছিল; ফলকের বুকে জীর্ণপ্রায় কয়েকটা অক্ষর খোদা। টর্চ্চের আলো ফেলিয়া অতি-কষ্টে গুণময় সে লেখার পাঠোদ্ধার করিলেন। লেখা আছে, "কানন-কুঞ্জ"।

বাগানখানি বড়। এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ভিতরে অনেকখানি দূরে দোতলা-বাড়ী। দোতলার ঘরের ভাঙ্গা জানলা হইতে খানিকটা আলো আসিয়া বাগানে পড়িয়াছে। ও-ঘরে আলো জ্বলিতেছে···

বুঝিলেন, জল্পনা যা চলিতেছে, তা ঐ দোতলার ঘরে।

ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গুণময় কি ভাবিলেন···তারপর মাল-কোঁচা আঁটিয়া সতর্ক-পায়ে বাগানে প্রবেশ করিলেন।

জনপ্রাণীর সাড়া নাই···শব্দ নাই···

গুণময় আসিলেন বাড়ীর সামনে।

নীচের তলায় ছোট দালান; তার একদিকে সিঁড়ি। এ সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে।

সিঁড়ির নীচে তিনি আবার দাঁড়াইলেন; তারপর দুঃসাহসে ভর করিয়া দোতলায় উঠিলেন।···

সিঁড়িতে ক'ধাপ উঠিয়া কথা শুনিতে পাইলেন।

কে বলিল—তুমি একবার বাড়ী যাও, বুঝলে!

উত্তর হইল—হ্যাঁ! তারপর তার কৈফিয়তির চোটে আমার প্রাণটা যাক্!

প্রথম ব্যক্তি বলিল—কৈফিয়ৎ কিসের?

উত্তর—না, সে আমি যেতে পারবো না।

প্রথম ব্যক্তি—বাড়ী না যাও, একখানা চিঠি লেখো তোমার পরিবারের নামে।

—কি লিখবো?

—আমি বলে দিচ্ছি। লেখো, পারুকে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন যাচ্ছি। বন্ধুর মেয়ের বিয়ে। সে তার গাড়ী পাঠিয়েছিল সকলকে নিয়ে যাবার জন্য।...বুঝলে?

—তার পর?

—তার পর যা করবে, তা ক্রমশঃ-প্রকাশ্য।

—এ চিঠি কাল ডাকে দিলে পরশু গিয়ে পৌছুবে...। এর মধ্যে সেখানে হুলস্থুল বেধে যাবে! একা নয়...বাড়ীতে একজন নতুন ভাড়াটে এসেছে...দু'জনে ভারী ভাব। সে-ভাড়াটেকে দিয়ে যদি থানায় খপর দেয়?...তার পর আমি এদিকে একা বাড়ী ফিরবো, আর অমনি মেয়েচুরির চার্জ্জে আমাকে ওরা জেলে দিক!

প্রথম ব্যক্তি বলিল—আচ্ছা বোকা তো! তুমি হচ্ছো মেয়ের বাপ। বাপ যদি মেয়েকে নিয়ে কোথাও যায়, তাহলে পেনাল কোডের সাধ্য নেই, বাপকে ছোঁয়!...শোনো ঘোষাল, এ ছাড়া উপায় নেই! আমার কথা না শুনলে ভালো হবে না...বুঝলে!...নাও, এখন লেখো চিঠি—যা

বলি। ভয় নেই। এ চিঠি ডাকে যাবে না। আজই আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করবো'খন। এখনো বেশী রাত হয়নি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—পারু?

—ঘুমুচ্ছে। ক্লোরোফর্ম্ম দিতে হয়েছিল। কি জানি, লেখাপড়া-জানা মেয়ে! এ পথে মোটর আসছে দেখে যদি চেঁচামেচি করে? সাবধানের মার নেই! সাবধান হয়ে তবে আমি এ কাজে নেমেছি!···নাও এই কাগজ-কলম। লেখো। দেরী নয়।

তারপর ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা।

গুণময় বুঝিলেন, চিঠি লেখা চলিয়াছে।

চিঠি লেখা শেষ হইল···গুণময় সতর্ক রহিলেন।···

ঘরে আবার কথা শুনা গেল। প্রতুল বলিল—চিঠি লেখা হলো তো! তুমি এখন এসো আমার সঙ্গে···

পরাক্রম বলিল—মেয়েটা একলা থাকবে?

প্রতুল ববিল—মেয়ে পালঙ্কে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তোমার ভয় নেই! আমার দুজন লোক আছে। তারা এখনি আসবে···এখানে চৌকিদারী করবে।

পরাক্রম এ-কথার কোনো জবাব দিল না···

প্রতুল বলিল—বেশ, তুমি তবে থাকো। আমি গিয়ে চিঠি দিয়ে আসি।···তোমাকে ঘরে রেখে সে-ঘরে চাবি বন্ধ করে তবে আমি যাবো···

পরাক্রম কি ভাবিল, কহিল—ওকে জাগাবো না?

প্রতুল বলিল—সাবধানের মার নেই—চিরদিন আমি এই নিয়ম মেনে আসছি। তোমার ভয় নেই···আমার লোক যারা আসছে, তারা অনেক খাবার-দাবার নিয়েই আসবে!···তাহলে দেরী নয়···তুমি গিয়ে ঢোকো তোমার মেয়ের ঘরে···আমি দোরে চাবি লাগাই···

গুণময় দু'ধাপ নামিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।...

তারপর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া টানিয়া-দ্বার-বন্ধ-করার শব্দ...

চাবি বন্ধ হইল।

গুণময় আসিয়া নীচের মোটা থামের আড়ালে দাঁড়াইলেন...

দশ মিনিট পরে প্রতুল নীচে নামিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ডাকিল,—গুপী...ধনা...

কোন সাড়া নাই!

প্রতুল আপন-মনে মন্তব্য করিল—দুটো গজ-কচ্ছপ! চট্‌পট্‌ কোথায় আসবি, না...হুঁঃ!

তারপর সে বাহিরে আসিল...

বাহিরে আসিয়া মোটরে বসিল। বাগানের ফটকে মোটর ঢুকাইয়া মোটর ঘুরাইয়া আবার বাহির হইয়া পড়িল...

গুণময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, দোতলায় গিয়া পরাক্রমকে কিছু বলিবেন না কি?

পরক্ষণে মনে হইল, না। তাহা হইলে এ জাল এইখানেই ছিঁড়িয়া যাইবে! এ জাল কেন পাতা হইতেছে, কোন্ অভিসন্ধি-বশে, তাহা বুঝা যাইবে না। এবং এ-জাল ছিঁড়িলে কোথা দিয়া কি-ভাবে নূতন জাল রচিয়া প্রতুল কার কি মহা-অনিষ্ট যে সাধন করিয়া বসিবে...

ধীরে ধীরে তিনি বাহিরে আসিলেন; এবং গলি-পথ ধরিয়া আবার সেই বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড...

পথে টু-সীটার নাই...দীপু নাই। বুঝিলেন, তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, আমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিয়ো না...প্রতুলের গাড়ী যেদিকে যাইতে

দেখিবে, পাছু লইবে !···দীপু তাঁর সে-কথা রক্ষা করিয়া নিশ্চয় গিয়াছে প্রতুলের সন্ধানে !···

গুণময় আবার গলি-পথে ঢুকিয়া সেই কানন-কুঞ্জে ফিরিলেন।··· দোতলায় উঠিলেন···

ওদিককার ঘরে বেশ জোর-গলায় কলরব উঠিয়াছে। কিশোরী-কণ্ঠের সহিত সেই পরিচিত পুরুষ-কণ্ঠ···

কিশোরী বলিল—এর জন্য তোমার কি হয়, দেখো ! কি বলে' বাপ হয়ে আমাকে এ বনালয়ে নিয়ে এসেছো, বলো তো ? কি তোমার মতলব, বলো ?

পরাক্রম বলিল—আমি কি জেনে-শুনে তোকে নিয়ে এসেছি !··· আমায় বললে, ভালো হবে। বিয়ে আছে। তোমার মাকেও আনতে গিয়েছিল। বললে, বিয়ের নেমন্তন্ন !

কিশোরী বলিল—বিয়ের নেমন্তন্ন ! কার বিয়ে···কোথায় বিয়ে··· সে-সব কিছু জানো না ! কে-বা কোথাকার বন্ধু ! এ-সব না জেনে না বুঝে আমাকে নিয়ে এলে ! যখন ইস্কুলে গিয়েছিলে, তখন তো কৈ, আমাকে বিয়ের কথা বলোনি ! বলোনি তো যে, মাকে আনবার জন্যও গাড়ী পাঠিয়েছিল।

তারপর ক্ষণেক স্তব্ধতা···

এবং সে-স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া আবার কথা সুরু হইল।

কিশোরী বলিল—দরজা খোলো···দাও খুলে···

করুণ হতাশ কণ্ঠে পরাক্রম বলিল—দরজায় চাবি দিয়ে গেছে।

—কোথায় গেছে ?

—আমাদের ওখানে। পাছে সে ভাবে, তাই সেখানে খপর দিয়ে আসবে যে আমরা নিরাপদে আছি···কোনো ভয় নেই!

—না···ভয় নেই! তুমি অমনি এ-কথা বিশ্বাস করলে! নিশ্চয় তোমার কোনো মতলব আছে! আর সে খুব খারাপ মতলব!

—সত্যি, তা নয় রে! আমি···আমি তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি গালছি···

—খবর্দ্দার···আমায় ছুঁয়ো না তুমি! তাহলে আমি অনর্থ করবো···

নীচেকার দালানে মানুষের কণ্ঠস্বর জাগিল।

একজন বলিল—লণ্ঠন নিয়ে এলুম না! কর্ত্তা যদি চলে গিয়ে থাকে? এই অন্ধকার! সারা রাত এখন···

অপর-জন বলিল—না, না···কর্ত্তা চলে যাবে কি! শীকার এসে পৌচেছে···কর্ত্তা পালাবে কি-রকম!

কণ্ঠস্বর এইদিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

গুণময় সতর্কভাবে সামনের দিকে টর্চ্চের আলো ফেলিলেন; দেখিলেন, এ সিঁড়ি দোতলায় শেষ হয় নাই···আর-এক-পাক ঘুরিয়া ছাদে গিয়াছে। তিনি নিঃশব্দে গিয়া ছাদে উঠিলেন।

কুয়াশার ঘোর তখন অনেকখানি কাটিয়াছে। নির্ম্মল আকাশ···চাঁদের আলো উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীর বুকের ম্লানিমা অনেকখানি চূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

গুণময় ছাদে বসিয়া রহিলেন···মনের মধ্যে একরাশ সাপ যেন ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল!

এখন ওদিককার কথা বলি।

অমলার অদৃষ্ট

সিদ্ধেশ্বর ওরফে চন্দ্রনাথ কাশীপুর নারী-শিক্ষা মন্দিরে আসিয়া শুনিল, স্কুলের ছুটী হইয়াছে রাত্রি আটটায়। আটটায় ছুটী হইবামাত্র পার্ব্বতী দেবী চলিয়া গেছেন; তাঁর বাবা পরাক্রম স্কুলে আসিয়াছিল···তার সঙ্গে গিয়াছেন!

পরাক্রম আসিয়াছিল?···চন্দ্রনাথের বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল! তাহা হইলে সেই প্রতুলও সঙ্গে ছিল···নিশ্চয়!

চন্দ্রনাথ কহিল—তাঁর বাবা একা এসেছিল? না, বাপের সঙ্গে অন্য লোক ছিল?

একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে চন্দ্রনাথের কথা হইতেছিল। ভদ্রলোকটি এ-বাড়ীর মালিক। তাঁর এই বাড়ীর বাহিরের দু'খানা ঘরে ইস্কুল বসে।

ভদ্রলোক কহিলেন,—পরাক্রমবাবু একা এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আর কেউ ছিল না তো!

চন্দ্রনাথ কি ভাবিল, তার পর বলিল—হুঁ!

ভদ্রলোকের মনে একরাশ উদ্বেগ! তিনি বলিলেন,—কেন বলুন তো?

চন্দ্রনাথ বলিল—এখনো বাড়ী ফেরেন নি। তাঁর মা খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আমি পাড়ার লোক···আমায় ডেকে বললেন, এখানে খোঁজ নিতে! তাই আমি এসেছিলুম।

ভদ্রলোক বলিলেন—পার্ব্বতী দেবীর বাবা? তিনিও এখনো ফেরেন নি?

চন্দ্রনাথ বলিল—না।

ভদ্রলোক একটু যেন স্বস্তি বোধ করিলেন! কহিলেন,—হয়তো কোথাও গেছেন তাহলে! বাপের সঙ্গে আছেন···

অমলার অদৃষ্ট

চন্দ্রনাথ ভাবিল, গাড়ী রাখিয়া গাড়ীর ড্রাইভার কোথায় গেল ?... কি করিতেই বা গিয়াছে ?

কাছাকাছি কেহ নাই দেখিয়া চন্দ্রনাথ গাড়ীর কাছে আসিল। কাছে আসিয়া দেখে, গাড়ীর টিউব ফাঁশিয়াছে...পাতের মতো একখানা চাকা মাটীর গায়ে ল্যাপটাইয়া নুইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর পিছনে ষ্টেপ্নি-চাকা নাই। চন্দ্রনাথ ভাবিল, চাকা ফাটিয়াছে বলিয়া ডাইভার হয়তো চাকা-মেরামতির চেষ্টায় বাহির হইয়াছে !

চন্দ্রনাথ দ্রুত-পায়ে চলিল পূর্ব্বদিকে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে। শ্যামবাজারের মোড়ে যদি ট্যাক্সি মেলে, তাহা হইলে এ-গাড়ীর গতিবিধি বুঝিয়া...

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, এ-গাড়ীর লোক যদি গাড়ী রাখিয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া চলিয়া গিয়া থাকে ? এই লোকই যে চিঠি লইয়া কারসাজি করিয়াছে, এ-কথা মনে একেবারে সুদৃঢ় হইয়া উঠিল !

মোড়ে ট্যাক্সি মিলিল।

ট্যাক্সিওয়ালাকে চন্দ্রনাথ বলিল—গাড়ী এনে বাগবাজার ষ্ট্রীটে রাখো। পুলিশের কাজ। এক বদমায়েসকে শায়েস্তা করতে এসেছি··

ট্যাক্সিওয়ালা বাঙালী হিন্দু। কোনো আপত্তি বা প্রতিবাদ না তুলিয়া বাগবাজার ষ্ট্রীটে আসিয়া চন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সে গাড়ী রাখিল।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া প্রতুলের মোটরের কাছাকাছি একটা দোতলা বাড়ীর রোয়াকের উপর চন্দ্রনাথ নিদ্রার ভাণে শুইয়া রহিল।...মনে হইতেছিল, হয়তো সারারাত্রি নিষ্ফল-প্রতীক্ষায় কাটিবে ! বুদ্ধি করিয়া গাড়ী রাখিয়া যদি সে-লোকটা ট্যাক্সিতে পাড়ি দিয়া থাকে...?

কিন্তু অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল।

অমলার অদৃষ্ট

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া মোটরের পিছনে দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে তিনজন লোক নামিল। একজন মিস্ত্রী-গোছ; আর দু'জন ভদ্র-বেশী বাঙালী।

গাড়ী হইতে মিস্ত্রী একখানা ষ্টেপনি নামাইল।

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে উদ্দেশ করিয়া ১নং বাঙালী বলিল—জ্যাকটা চাই হে···আমার গাড়ীতে জ্যাক নেই।

ড্রাইভার জ্যাক বাহির করিয়া দিল।

জ্যাক লইয়া মিস্ত্রী চাকা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন বাঙালী-ভদ্রদ্বয়ের কথাবার্ত্তা সুরু হইল।

১নং বলিল—ঘরে চাবি দিয়ে এসেছি···ভয় নেই!

২নং বলিল—মেয়েটা যদি চেঁচামেচি করে?···সে-চীৎকার শুনে পাড়ার কোনো লোক যদি আসে···তাহলেই না মুস্কিল!

১নং বলিল—বলে এসেছি, পালালে বিপদ হবে···

২নং বলিল—তোমার চলে আসা কিন্তু ঠিক হয়নি! গুপীরা এলে তাদের কাকেও পাঠালে ঠিক কাজ করতে!

১নং বলিল—ওরা আসতে এত দেরী করলে···আসছে না দেখে আমার ভাবনা হচ্ছিল। দেরী হলে নানান্ গোলমাল হবে!···সেইজন্য চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আমি নিজেই বেরিয়ে পড়লুম···

২নং তখন মিস্ত্রীর উদ্দেশে বলিল,—চট্‌পট্ নাও হে। এক মিনিটের দেরীতে ওদিকে প্রলয় ঘটে যেতে পারে ..

রোয়াকে পড়িয়া চন্দ্রনাথ সব কথা শুনিল। বুঝিল, বিধি সদয়! নহিলে এমন যোগাযোগ হয় কখনো?

মিস্ত্রীটা ছিল পাকা।

পনেরো মিনিটেই গাড়ীতে চাকা পরানো হইয়া গেল।

১নং ভদ্রলোক বলিল—তোমরা তাহলে ফেরো সৃষ্টিধর...আমি ফিরবো আগড়পাড়ায়···

২নং বলিল—কাল সকালেই যেন খপর পাই···

১নং বলিল—ভোর হবার আগেই আমি ফিরবো···নিশ্চিন্ত থাকো···

১নং ভদ্রলোক মোটরে চড়িয়া বসিল। বাকী-দল ট্যাক্সিতে উঠিল। এবং দু'খানি গাড়ীই ষ্টার্ট দিয়া যাত্রা করিল।

গাড়ী দুখানা একটু দূরে গেলে চন্দ্রনাথ লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ছুটিয়া ভাড়া-করা ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিয়া ড্রাইভারকে বলিল—আগড়পাড়া যেতে হবে···ঐ প্রাইভেট-মোটরের পাছু নিয়ে, বুঝলে···চট্‌পট্‌!

ড্রাইভার ট্যাক্সি চালাইয়া দিল এবং টালার পুলের কাছে আসিয়া চন্দ্রনাথ দেখে, প্রাইভেট গাড়ী ঐ চলিয়াছে···ঐ রেলের পুলের উপর···

আঃ! সে স্বস্তি বোধ করিল! তাহা হইলে নাগালের বাহিরে যাইতে পারে নাই!

আগড়পাড়ার সেই গলি···ট্যাক্সি ছাড়িয়া চন্দ্রনাথ নামিল ; নামিয়া দেখে, মোড়ে একখানা টু-শীটার গাড়ী।

চিনিল। এ গাড়ী গুণময়ের। চন্দ্রনাথ আসিল গাড়ীর কাছে···গুণময় নাই···গাড়ীতে বসিয়া আছে একজন তরুণ বাঙালী। সে দীপু।

চন্দ্রনাথ বলিল—গুণময় এসেছে ?

দীপু কোনো জবাব দিল না।

চন্দ্রনাথ বলিল—আমায় চিনতে পারছো না ? আমার নাম চন্দ্রনাথ। এখন অবশ্য সেজেছি সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী···বাগবাজারে পরাক্রম ঘোষালের বাড়ীর নতুন ভাড়াটে।

কণ্ঠস্বর মনে পড়িল…কাল পাতিপুকুরে দেখা হইয়াছিল। গুণময় পরে বলিয়াছিল—এর নাম চন্দ্রনাথ। বিলাতে গিয়াছিল পুলিশ-সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দিতে। তারপর বাপ মারা যান…তখন দেশে ফিরিয়া আসেন। চাকরি করেন না, তবে ভারী বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক… বদমায়েসী শায়েস্তা করিতে পুলিশকে নানাভাবে বহু সাহায্য করেন! ইনি সেই চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ বলিল—একটু আগে একখানা প্রাইভেট মোটর এই গলির মধ্যে গেছে। সে গাড়ীতে আছে প্রতুল…পরাক্রমের মেয়েকে ওরা চুরি করে এনেছে। ওর গাড়ীর পিছনে ধাওয়া করে আমি এখানে এসেছি। ওরা বলছিল, আগড়পাড়া আসছে।

দীপু বলিল—এখান থেকে আমিও ওর পিছনে ধাওয়া করেছিলুম… গুণময় বাবুর তাই direction ছিল। তিনিও বহুক্ষণ গেছেন এই গলির মধ্যে…

উৎসাহিত স্বরে চন্দ্রনাথ বলিল—ও…গুণময় তাহলে এসেছে…বাঃ! তোমাকে সে এখানে থাকতে বলে গেছে?

দীপু বলিল—হ্যাঁ। আমার উপর direction শুধু ঐ প্রতুলের গাড়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করা…তাই ওর সঙ্গে গিয়েছিলুম।

চন্দ্রনাথ বলিল—তোমার এ-গাড়ী তো দেখিনি বাগবাজার ষ্ট্রীটে…

দীপু বলিল—না। তার কারণ ওদেরগাড়ীর টিউব পাংচার হয়েছিল। মোড় থেকে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ও গিয়েছিল পাতিপুকুর…সেখান থেকে শ্যামবাজারে দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে মিস্ত্রীর কাছে যায়। আমি ওর পাছু-পাছু শ্যামবাজারের ক্রশিংয়ে ওৎ পেতে ছিলুম। যেমন ও বাগবাজার ষ্ট্রীট ছেড়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এলো, আমিও অমনি ওর গাড়ীর পিছনে আমার গাড়ী ছুটিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রনাথ বলিল—ভালোই হয়েছে! একখানা গাড়ী তাহলে হাতে রইলো! দরকারের সময় ready পাবো। আমি তাহলে গলিতে যাই… দেখি, সেখানে এতক্ষণে কি নাটকের অভিনয় চলেছে!

চন্দ্রনাথ গলি-পথে আসিয়া কানন-কুঞ্জের সামনে পৌঁছিল। কুঞ্জ-দ্বারে সেই মোটর…

চারিদিকে চাহিয়া সতর্কভাবে চন্দ্রনাথ কুঞ্জে প্রবেশ করিল।

নীচেকার দালানের কাছে আসিবামাত্র শুনিল, বিপুল নাসা-গর্জ্জন…

চমকিয়া চাহিয়া দেখে, দুটো লোক চিৎ হইয়া মাদুরে পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাদের পাশ কাটাইয়া চন্দ্রনাথ সিঁড়ি ধরিয়া দোতলায় উঠিল…

সিঁড়ির উপর-ধাপে গুণময়ের সঙ্গে দেখা। দেওয়ালে কাণ পাতিয়া গুণময় দাঁড়াইয়া আছে।

চন্দ্রনাথকে দেখিয়া গুণময় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া যথাসম্ভব মৃদু স্বরে বলিল—আমি চন্দ্রনাথ…

সে মৃদু স্বর শুনিয়া গুণময় হাত বাড়াইয়া চন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া দেওয়ালের কাছে তাকে টানিয়া আনিল। কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—কথাবার্ত্তা চলেছে…এখনো সব জেগে আছে।

দুজনে কাণ পাতিয়া পুতুলের মতো নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল…

ভিতরের রুদ্ধ-দ্বার ঘরে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

পরাক্রমের কণ্ঠস্বর। এ-স্বর চন্দ্রনাথের পরিচিত…

পারু বলিল—বাপ হয়ে এমন মিথ্যা কথা বলতে তোমার লজ্জা হলো না? বিয়ে বাড়ী! বিয়ে! এই বুঝি তার লক্ষণ!

এবারে প্রতুল কথা কহিল।

প্রতুল বলিল,—তোমার বাবা বলেছিল, কলকাতার বাইরে যদি কোথাও দুদিন বাস করতে পার···ওর শরীর তেমন সুস্থ নয়···তোমার মারও মাথার ব্যামো! তাই এ-বাড়ী তোমাদের পছন্দ হয় কি না···

ঝাঁজালো কণ্ঠে পারু বলিল—তাই চোরের মতো এই রাত্রে এ বাড়ীতে এনে আমায় বন্ধ করে রেখেছো!

তার পর ক্ষণেক স্তব্ধতা···

পারু ডাকিল—বাবা···

পরাক্রম কোনো কথা কহিল না।

পারু কহিল—তোমার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি···এমন কোনো ব্যাপার আছে, যার জন্য তুমি এদের গোলামি করছো! এমন গোলামি যে নিজের মেয়ের সঙ্গে ছলনা করতে তোমার বাধেনি! ছি ছি···আমার ঘৃণা হচ্ছে যে তুমি আমার বাবা!

প্রতুল বলিল—তুমি মাথা গরম করো না মা-লক্ষ্মী···টাকা-পয়সার ভাবনায় তোমার বাবার মাথার ঠিক নেই···

পারু বলিল—তুমি চুপ করো···বাবার সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই···

তারপর সে ডাকিল,—বাবা···

পরাক্রম নিরুত্তর!

পারু কহিল—বলো, সত্য কথা বলো আমায়। এরা বদমায়েস-লোক, তা বুঝতে আমার বাকী নেই! আমায় সব কথা খুলে বলো··· সত্যি কথা···

এবার পরাক্রম কথা কহিল। বলিল—ও-সব কিছু নয়। একটু মজা করবো বলে···মানে, দুদিন এ-বাড়ীতে থেকে ছাখ্ না! কেমন বাগান

আছে, পুকুর আছে···তুই যে বলতিস, কলকাতার বাইরে থাকতে পেলে অর্দ্ধেক দুঃখ ঘোচে! তাই মানে, ইনি আমার বন্ধু···এঁকে বলেছিলুম কি না···শুনে উনি বলেছিলেন, ওঁর বাড়ী আছে···তাই আজই দেখতে চাইলুম। উনি বললেন, তোমার পরিবারকে নিয়ে চলো, মেয়েকে নিয়ে চলো, তাঁদের দেখাও···তাঁদের পছন্দ হয় কি না!

পারু বলিল—মাকে তুমি এ-কথা বলেছিলে?

—তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না—ইনি যখন আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন...

—আমাকে বলোনি কেন?···ইস্কুলে আসবার আগে যখন আমি চা দিতে গেলুম তোমাকে আর মামাবাবুকে?

পরাক্রম বলিল—তখন?···ও···তোর বেরিয়ে যাবার পরে যে ইনি এলেন! তা তোর ভয় কি? আমি তোর সঙ্গে রয়েছি···

পারু কহিল—তুমি সঙ্গে আছো বলেই আরো বেশী আমার ভয়··· নাহলে হয়তো এত ভয় হতো না!···তোমার অসাধ্য কাজ জগতে আছে বলে আমার মনে হয় না! না হলে নিজের মেয়ের সঙ্গে এমন প্রতারণা করো! এ-কথা যে শুনবে···তোমার এতে লজ্জা না হতে পারে ··কিন্তু আমি লজ্জায় এর পর লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারবো না! যদি ভালো চাও, এখনি আমায় বাড়ী নিয়ে চলো···

পরাক্রম বলিল—রাত বোধ হয় এখন বারোটা! এ রাত্রে এখানে গাড়ী পাওয়া যাবেনা তো।

পারু বলিল—গাড়ীর দরকার নেই। আমি হেঁটে যাবো···

প্রতুল কহিল—বলো কি! এখান থেকে তোমাদের বাড়ী যার নাম পাক্কা ন-দশ ক্রোশ।

পারু কহিল—তা হোক···তবু আমি যাবো। দশ ক্রোশ পথ হাঁটবার সামর্থ্য আমার আছে!

প্রতুল বলিল—তা হয় না মা-লক্ষ্মি!···এখানে যখন এসেছো, তখন রাতটা কোনো মতে চোখ-কাণ বুজে কাটিয়ে দাও···তারপর কাল সকালে ব্যবস্থা যা হোক করা যাবে!···

এ-কথার পর আবার ক্ষণেক স্তব্ধতা! তারপর প্রতুল বলিল—খাটে বিছানা আছে···মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে শুয়ে পড়ো ঘোষাল। আমিও যাই··· ঘুমে চোখ আমার জড়িয়ে আসছে···

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে জুতার শব্দ···

চন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া গুণময় ইঙ্গিত জানাইলেন। তারপর দুজনে সিঁড়ি বহিয়া ছাদের দিকে চলিলেন···

ভিতরের ঘরের কপাট সশব্দে বন্ধ হইল···সেই সঙ্গে বাহিরে তালা-চাবি পড়িল।

পারু ছুটিয়া দ্বারের উপরে আসিয়া পড়িল; সবলে দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিল—পাজী শয়তান···দরজায় চাবি কেন দিলে?···চাবি··· চাবি···চাবি···

আর্ত্ত ক্রন্দনে পারুর কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল!

চন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া গুণময় নিঃশব্দে ছাদে আসিলেন···

চন্দ্রনাথের বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছে···মৃদু স্বরে চন্দ্রনাথ বলিল—কিছু করবে না?

গুণময় বলিলেন,—না!

—মেয়েটা এ-দুঃখ সহ্য করবে ?

গুণময় বলিল—প্রাণের ভয় নেই। ওকে এনেছে দাঁও কষতে ! সেজন্য যত্নই করবে, অযত্ন করবে না। না হলে আমি পারি না কি মেয়েটিকে উদ্ধার করতে ? পারি। কিন্তু এখন উদ্ধার করতে গেলে শয়তানের বহু শয়তানীর কোনো সন্ধান পা'বো না ! ও খুব হুঁশিয়ার লোক···তাছাড়া case করতে গেলে সে case কবে না। মেয়ে-চুরি case···কিন্তু বাপের সঙ্গে আছে মেয়ে···সুতরাং adulteryর চার্জ্জ বা kidnapping কি abduction কিম্বা wrongful confinement—এ-সবের কোনো চার্জই দাঁড়াবে না !

চন্দ্রনাথ বলিল—আটঘাট বেঁধে শয়তান তার শয়তানী চালিয়েছে !

গুণময় বলিল—হুঁ। একটু ধৈর্য্য আর হুঁশিয়ারী···ব্যস্ ! আমার মন বলছে, অপেক্ষা করলে গোটা একখানি পঞ্চাঙ্ক শয়তানী নাটক আমরা পাব্লিকের চোখের সামনে ধরে দিতে পারবো ! এখন এসো, পরের ঘটনাবলী কোন্ দিকে যায়, দেখা যাক্।

দশম পরিচ্ছেদ

আভাস

ফটকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সতর্কভাবে দুজনে ছাদে রহিল।

অনেক-ক্ষণ···

গুণময় বলিলেন—প্রতুল তাহলে এখন চলে গেল না !

চন্দ্রনাথ বলিল—আমাকে কিন্তু ফিরতে হবে! আহা, মা-বেচারী একা সেখানে কি দুঃসহ যাতনা ভোগ করছেন…

গুণময় বলিলেন—ঠিক! তুমি তাহলে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ো। ভালো কথা, ট্রাঙ্ক-রোডের মোড়ে আমার টু-শীটার গাড়ী আছে। সে-গাড়ীতে দীপুকে দেখবে…আমার এ্যাসিষ্টাণ্ট। আমার নাম করে' তাকে বলো'গে, সে তোমাকে বাগবাজারে রেখে আসবে'খন। তাকে বলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে সে যেন গাড়ী ফিরিয়ে এনে মোড়েই অপেক্ষা করে!

চন্দ্রনাথ বলিল—এর মধ্যে প্রতুল যদি কোথাও যায়?

গুণময় বলিলেন,—যাবে না। তবে যদির কথা বলা যায় না! তাহলে তুমি বরং এক কাজ করো…যাবার সময় প্রতুলের গাড়ীর তিনখানা চাকার টিউব তুমি পাংচার করে' দিয়ে যাও!

উল্লসিত হইয়া চন্দ্রনাথ বলিল—চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছো! ওর গাড়ীতে ষ্টেপ্‌নি নেই। সম্প্রতি বাগবাজার থেকে ফিরছে দোসরা গাড়ীর চাকা নিয়ে। সেখানে ওর টিউব পাংচার হয়েছিল।

গুণময় বলিলেন—ও…তাই ওর ফিরতে এত দেরী হয়েছে!…

এই নির্দ্দেশ-মতো আসিয়া চন্দ্রনাথ দীপুকে সব কথা বলিয়া টিউব ফাঁশাইয়া দীপুর টু-শীটারে চড়িয়া বসিল।

তারপর সে যখন বাগবাজারে আসিয়া পৌঁছিল, রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে।

দীপু গাড়ী লইয়া আবার আগড়পাড়ায় ফিরিল।

দালানের দেওয়ালে মাথা ঠেশ দিয়া দেববালা বসিয়া আছেন…তেমনি নিস্তব্ধ! দু'চোখে অশ্রুধারা!

অমলার অদৃষ্ট

চন্দ্রনাথ আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। ডাকিল,—দিদি···

দেববালার চমক ভাঙ্গিল। উঠিয়া আসিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁর দু'চোখে দারুণ উৎকণ্ঠা!

চন্দ্রনাথ বলিল—ভয় নেই। আগড়পাড়ায় একটা পোড়ো বাগানে পারু আছে। সঙ্গে আছেন ঘোষাল-মশায়।···বদমায়েসের কলে পড়েছেন ঘোষাল-মশায়···নাহলে তিনি এ-কাজ করতেন না!

একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলিয়া দেববালা বলিলেন—দেখা হয়েছে?

চন্দ্রনাথ বলিল—না। দেখা করা সম্ভব হয় নি···তবে পাকা লোক পাহারায় আছেন। গুণময় বাবুর নাম শুনেছেন? নামাজাদা ডিটেক্‌টিভ··· তিনি কি করে এদের ফন্দী বুঝে আরো আগে থেকে সেখানে হানা দেছেন। সেখানে তিনি থাকতে কোনো বিপদ হবে না, দিদি। তিনি বললেন, এবং আপনি এখানে উতলা হয়ে আছেন বলেই আমি ফিরে এসেছি। নাহলে আমি আসতুম না।

শুনিয়া দেববালা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন···

এখন চন্দ্রনাথের মনে নানা চিন্তা···

চন্দ্রনাথ বলিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, দিদি? দরকারী কথা···

দেববালা সাগ্রহ দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথের পানে চাহিলেন।

চন্দ্রনাথ বলিল—আপনার বিয়ে হয়েছে ক' বছর?

দেববালা বলিলেন—বিশ বছর।

—মেয়ে পারুর বয়স এখন কত?

দেববালা চুপ করিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথের মনে একটা চিন্তা···বিশ্রী কলরব তুলিল। দেববালার পানে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল···যেন সে-দৃষ্টি দিয়া তাঁর মনের ভিতরে কি আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবে!

দেববালা নিশ্বাস ফেলিলেন···সুগভীর নিশ্বাস। তারপর বলিলেন— পারু আমার সব···কিন্তু ওঁর কেউ নয়!

কথাটা পাথরের মতো আসিয়া চন্দ্রনাথের বুকে বাজিল! দেববালা··· যাঁকে একান্ত বেচারী, নিষ্ঠাবতী···ধরিত্রীর মতো সহশীলা, বলিয়া মনে হয়, সে-দেববালা···

দেববালার দু'চোখে অশ্রুর নির্ঝর!

দেববালা বলিলেন,—আমার মাথা ঘুরছে···কিন্তু আপনাকে সব কথা খুলে না বললে আমি মনে সোয়াস্তি পাবো না! কিন্তু···কে যেন আমার গলা টিপে ধরছে! উঃ···

মাথা ঘুরিয়া দেববালা পড়িয়া যাইতেছিলেন। চন্দ্রনাথ ধরিয়া ফেলিল···তার পর সাবধানে তাঁকে শোয়াইয়া দিয়া মুখে-চোখে জল দিল···তার পকেটে ছিল স্মেলিং-সল্ট···

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বহু পরিচর্য্যায় দেববালা প্রকৃতিস্থ হইলেন। বলিলেন,—ভালো হয়েছি···

চন্দ্রনাথ বলিল—গিয়ে শুয়ে পড়ুন···

দেববালা বলিলেন—না, না...কোনো ভয় নেই। আপনি আপনার ঘরে চলুন···আজ এখনি আপনাকে আমি সব কথা বলবো।···না বললে ···আমার ভয় হচ্ছে, এই রাত্রেই যদি আমার কিছু হয়···

চন্দ্রনাথ বলিল—আজ থাকুনা দিদি ও-সব কথা!

—না। চলুন···মানা করবেন না। আমি বলবো।

দেববালার হাত ধরিয়া চন্দ্রনাথ তাঁকে আনিলেন দোতলায় নিজের ঘরে। বলিল,—বসুন···

দেববালা বসিলেন; মেঝেয় সতরঞ্চ পাতা ছিল, সেই সতরঞ্চে। বলিলেন—আপনি বিছানায় বসুন, দাদা···

চন্দ্রনাথ বসিল।

দেববালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; কি ভাবিতেছিলেন! তারপর তিনি বলিলেন—বিশ বছর আগে···আমার বয়স হবে তখন আঠারো বছর···সন্থ বিয়ে হয়েছে···রোগে ভুগে আমার মাথা কেমন খারাপ হয়ে যায়! মা-বাপ ছিলেন না···ছিলেন শুধু উনি। রোগের সময় আমাকে উনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দ্যান। চার মাস সেখানে থাকবার পর সেরে আমি বাড়ী আসি। বাড়ী এসে দেখলুম, দেড় বছরের একটি খুকী! সকলে বললে, আমার খুকী···এই খুকীকে প্রসব করবার পরেই নাকি আমার মাথার ব্যামো হয়েছিল! হাসপাতাল থেকে ফিরলেও তখনো আমি সব কথা কেমন ঠিক বুঝতে পারতুম না! অনেক কথা মনে পড়তো না···সব কেমন ভুলে-ভুলে যেতুম! ওঁর কথায় এবং আর-পাঁচজনের কথায় মনে হলো, আমারি খুকী হবে!···সবাই যখন বলছে···মনে কোনো সন্দেহ হয়নি!···কেন হবে সন্দেহ? পরের খুকীকে আমার খুকী বলে' কেনই বা এঁরা চালিয়ে দেবে? বিশেষ, নিজের স্বামী?

চন্দ্রনাথ বলিল—এ-ঘটনা এই কলকাতাতেই ঘটেছিল?

দেববালা বলিলেন,—কালীঘাটের ওদিকে সা'নগর আছে, সেই সা'নগরে আমরা তখন থাকতুম। দোতলা বাড়ী···নীচের তলাটা ইটের গাঁথুনি, দোতলাটা ছিল কাঠের। আমরা থাকতুম দোতলায়। এক-

তলাটা ভাড়া দেওয়া ছিল। সেখানে পাঁচ-সাত-ঘর ভাড়াটে ছিল। বাড়ীখানা কখনো খালি থাকতো না।

চন্দ্রনাথ বলিল—ঘোষাল-মশায় চাকরি করতেন ?

—ব্যবসা করতেন।

—কি ব্যবসা ?

—তা জানি না। তবে রোজগার-পাতি করতেন। পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব বাড়ীতে আসতো। তাদের সঙ্গে নানা যুক্তি-পরামর্শ চলতো। কোনো-কোনো দিন বেরিয়ে যেতেন—কখনো দুতিন দিন, কখনো দশ-বারো দিন পরে ফিরতেন। ফিরে এসে বলতেন, অনেক টাকা লাভ করে আসছি গো। দিন তখন আমাদের বেশ একরকম কেটে যেতো!

—সে-সব বন্ধুদের মধ্যে কারো নাম আপনার মনে পড়ে ?

দেববালা কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন,—সব সময়ে মনে পড়ে না। এক-এক সময় এমনি মনে পড়ে! আবার অন্য সময় অনেক ভেবেও মনে করতে পারি না!

চন্দ্রনাথ বলিল—এখন কারো নাম মনে পড়ছে ?

—না।...তবে হ্যাঁ, তাদের একজনকে দেখেছিলুম। বেশী দিনের কথা নয়। যেন সেদিন! মনে হচ্ছে, যেন অনেক দিন আগেকার সেই লোক... কোথায় ? দাঁড়ান, ভেবে দেখি...

দেববালার উদাস দৃষ্টি...তিনি কি যেন ভাবিতে লাগিলেন...

স্থির অবিচল দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথ তাঁর পানে চাহিয়া রহিল।

কি মনে হইল, সহসা চন্দ্রনাথ বলিল,—রাস্তায় দ্যাখেন নি তো ?... রাত্রি বেলায় ? পথে খুব ভিড় ? আপনি আসছিলেন ঠন্ঠনে থেকে মা-কালীর আরতি দেখে...

দেববালার চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন এক বিচিত্র ভঙ্গী!...সহসা তাঁর দুই চোখ বিস্ফারিত হইল! তিনি বলিলেন—হ্যাঁ...হ্যাঁ...তাই বটে! ...কিন্তু আপনি কি করে' জানলেন, বলুন তো?

চন্দ্রনাথ বলিল—তার নাম প্রতুল?

চোখের দৃষ্টিতে আবার দ্বিধা-সংশয়ের গভীর ছায়া! তিনি বলিলেন, —না তো...

চন্দ্রনাথ বলিল,—হুঁ...

চন্দ্রনাথ ভাবিল, প্রতুল নামটা বোধ হয় নব-নীত! ইতিহাসে আসল-নামটির প্রসিদ্ধি আছে নিশ্চয়...তাই আসল-নাম গোপন করিয়া এখন এই 'প্রতুল' নাম লইয়াছে!

কিন্তু দেববালা কি এত ভাবিতেছেন?

চন্দ্রনাথ বলিল—আচ্ছা, নাম থাকুক্...আপনি বলুন, তারপর কি হলো?

—তার পর?...

—হ্যাঁ।

একটু ভাবিয়া দেববালা বলিলেন,—খুকীকে পেয়ে আমার আর কোনো অসুখ, কোনো কষ্ট রইলো না। তাকে নেড়ে-চেড়ে, তাকে পেয়ে কোথা দিয়ে কেমন ভালো ভাবে যে দিন কাটতে লাগলো...যেন স্বপ্ন!...খুকী দেখতে ছিল যেন পদ্ম-ফুলটি! যে দেখতো, সেই বলতো, পরী!... আমার কোলে খুকী আড়াই বছরের মেয়ে হলো...তারপর একদিন বিনামেঘে বজ্রপাত হলো!...সে-কথা মনে হলে এখনো আমি শিউরে উঠি!

শিহরিয়া দেববালা চুপ করিলেন।

চন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্থির, অচপল...দেববালার মুখে নিবদ্ধ।

অমলার অদৃষ্ট

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দেববালা বলিলেন—রাত তখন প্রায় দশটা··· খুকী ঘুমিয়েছিল। আমি সেই ঘরে তার পাশে বসে একখানা গল্পের বই পড়ছি···এমন সময় দুপ্‌দাপ্‌-শব্দে ওঁরা ঘরে ঢুকলেন···উনি আর সেই লোকটি···যাকে সে দিন···ঐ যে আপনি বললেন, পথে দেখেছিলুম। খুব ঝগড়া হচ্ছিল দুজনে। সে বললে, আমি মেয়ে এনেছি—ও-মেয়ে আমার—আমি নিয়ে যাবো। উনি বললেন, আমার পরিবার এ্যাদ্দিন পালন করেছে, আমার ভাগ চাই—আধাআধি বখরা!···দুজনের তর্ক আর থামে না! শেষে সে-লোকটি এলো খুকীর কাছে···তাকে নিয়ে যাবে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে! আমার ভাই···মানে, দাদা···সে'ও ছিল এর মধ্যে। দাদা বললে—আমার চাই তিন হাজার···বাকী দু'হাজার তোমরা দু'জনে নাওগে···আনি কথাটি বলবো না! তিনজনে তার পর ভয়ঙ্কর মারামারি বাধলো। দেওয়ালে টাঙানো ছিল একটা কেরোসিনের ল্যাম্প ···সে-লোকটা সেটা নিয়ে দেওয়ালে ছুড়ে মারলে···তারপর যেন মহামারী ব্যাপার! হঠাৎ দেখি, দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে···বিছানায় আগুন··· ঘরে আগুন·· চারদিকে আগুন! দাউ-দাউ আগুন! খুকীকে বুকে নিয়ে কোথা দিয়ে কি করে যে আমি কোথায় বেরিয়ে এলুম, কিছু মনে পড়ে না। পৃথিবী যেন তখন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে!···আবার যখন পৃথিবীতে ফিরে এলুম, দেখি, আমি হাসপাতালে, খুকীও হাসপাতালে! আমার মাথায় গায়ে জখম···খুকীর হাত ভেঙ্গে গেছে। সারলে উনি আমাকে নিয়ে এলেন তালতলায়। ডকে একটা চাকরি মিললো। সেই বাড়ীরই উপর-তলায় ভাড়াটেদের ওখানে আমি রান্নাবান্না করতুম। তাদের বাড়ীর বৌয়েরা খুকীকে বুকে নিয়ে লেখাপড়া শেখাতে লাগলো। তারপর খুকী একটা পাশ করলে।···এখানে এসেছি আজ তিন বছর। সেই খুকী আজ পাক্ক হয়ে চাকরি করে টাকা আনছে, আর

উনি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে তার রোজগারের অন্ন মুখে তুলছেন! মায়া ওঁর কেন হবে? পারু ওঁর নিজের মেয়ে নয় তো!

নিস্পন্দ আগ্রহে চন্দ্রনাথ কাহিনী শুনিতেছিলেন···

কাহিনী শেষ হইলে চন্দ্রনাথ বলিল,—আজ রাত্তিরটা কাটুক···কাল আপনার খুকীকে আমি এনে দেবো।···ভালো কথা, আপনার সে দাদা?

দেববালা বলিলেন—চিরদিন বদ-সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে···বদমায়েসী করেছে। সে লোকটা ছিল এ-সব বদমায়েসীতে দাদার দোসর। শুনতে পাই, দাদা দু'একবার জেল খেটে এসেছে। আমার সঙ্গে তারপর আমার দাদার আর দেখা হয়নি!

—বটে!···বলিয়া চন্দ্রনাথ সুগভীর একটা নিশ্বাস ফেলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আর এক দিকে

কানন-কুঞ্জে রাত্রি কাটিল। পারু রাগ করিল, পরাক্রমকে অনেক বকিল, অনেক মিনতি করিল, অনেক বুঝাইল···পরাক্রম কোনো কথার জবাব দিল না! পাষাণ-মূর্ত্তির মতো নিস্পন্দ বসিয়া সে-ভর্ৎসনা পরাক্রম পরিপাক করিল। তার মনের উপর দিয়া যেন সিপাহী-শাস্ত্রী কুচ্-কাওয়াজ করিয়া চলিয়াছে···কয়েদীর পায়ের বেড়ী কাণে বাজিয়া প্রাণটাকে পর্য্যন্ত যেন ঝাঁজাইয়া তুলিয়াছে! চোখের সামনে জেলখানার উঁচু পাঁচিলটা পর্য্যন্ত যেন ছায়ার মতো চমক দিতেছে···

শ্রান্ত হইয়া পারু কখন যে শেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে···

দ্বারে সঘন করাঘাতের শব্দে সকালে ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ মেলিয়া চাহিয়া পারু দেখে, ঘরে রৌদ্র আসিয়াছে। বেশ বেলা হইয়াছে।

খাটের নীচে মেঝেয় সতরঞ্চের উপর পরাক্রম তখনো ঘুমে অচেতন··· বাহিরে ওদিকে ঘরের দ্বারে সমানে করাঘাত···

পারু জবাব দিল না; ঠেলা দিয়া পরাক্রমের ঘুম ভাঙ্গাইল।

উঠিয়া বসিয়া দু'হাতে চোখ রগড়াইয়া পরাক্রম বলিল—কি ?

পারু কহিল—মনের সুখে এত বেলা অবধি তো দিব্যি ঘুমোচ্ছ!··· এর পর ?

হতাশ-নিরুপায় দৃষ্টিতে পরাক্রম পারুর পানে চাহিল···কোনো জবাব দিল না।

দ্বারে তখনো করাঘাত···

পারু কহিল—সাড়া দাও···

পরাক্রম সাড়া দিল; বলিল—কে

জবাব শুনিল—ঘুম ভেঙ্গেছে ?

—হ্যাঁ···

—মুখ-হাত ধোও। খাবার তৈরী

শুনিয়া পারুর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। বন্দী করিয়া রাখিয়াছ··· যেন পুরাকালের পরাক্রান্ত রাজা, না, বাদশা! আবার অভ্যর্থনাটুকু আছে! এমন না হইলে শয়তানী!

বাহিরে তালা-খোলার শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল ভাই প্রতুল।

পরাক্রম কহিল,—বাড়ী যাওনি ?

প্রতুল কহিল—না। তোমরা এসেছো···অতিথি···যদি কোনো দরকার-টরকার হয়···বাড়ী যাবো কি-রকম! এ জায়গা তোমাদের সম্পূর্ণ অচেনা···

পারুর দু-চোখের দৃষ্টিতে রোষের অগ্নি-কণা···প্রতুল তাহা লক্ষ্য করিল। মৃদু হাস্যে বলিল,—রাত্রে ঘুম হয়েছিল মা-লক্ষ্মি ?

রাগে পারু অন্য দিকে মুখ ফিরাইল···কথা কহিল না।

প্রতুল বলিল—দুজনে মুখ-হাত ধুয়ে নাও। বেলা হয়েছে।···ঘরের পাশে বাথ-রুম আছে। সেখানে জল দিয়ে গেছে। যাও মা-লক্ষ্মি···তোমার বাবা বাইরে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এখনি আসবে'খন···

এ-কথা বলিয়া পরাক্রমকে লইয়া প্রতুল বাহিরে গেল···সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হইল এবং বাহিরের দ্বারে চাবি পড়িল।

পারু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, মেজাজ দেখাইয়া লাভ নাই! তার চেয়ে···

সে গেল পাশের বাথ-রুমে। সিমেণ্টের মস্ত চৌবাচ্ছা—জলে পরিপূর্ণ। ওদিকে একটা দরজা। বুঝিল, বাহির হইতে ও দ্বার বন্ধ। ওদিকে সিঁড়ি আছে নিশ্চয়···সেই সিঁড়ি বহিয়া এই দ্বার-পথে লোক আসিয়া বাথরুমের চৌবাচ্ছায় জল ভরিয়া দিয়া গিয়াছে।

আলনায় ফর্সা শাড়ী-সেমিজ আছে, তোয়ালে আছে। সেল্‌ফে গন্ধ-তেল, সাবান, দাঁত-মাজা পর্য্যন্ত! আয়োজন চমৎকার এবং এ-আয়োজন করিতে বেশ-খানিকটা সময়, অর্থ এবং চিন্তা ব্যয় করিতে হইয়াছে!

কিন্তু কেন এ আয়োজন ?···বাড়ী পছন্দ করার আয়োজন এ তো নয় !

পারু মুখ-হাত ধুইয়া স্নান সারিয়া লইল···ভাবিল, যদি যুঝিতে হয়, কাতর হইলে চলিবে না···দেহ-মন শক্ত-সমর্থ রাখিতে হইবে !···

তারপর সে ঘরে আসিয়া দেখে, সাজানো প্লেট্···চা, গরম লুচি, আলুভাজা, সন্দেশ···

পরাক্রম বসিয়া খাওয়া সুরু করিয়া দিয়াছে।

পরাক্রম বলিল—খেয়ে নে···কোনো ভয় নেই ! তোর যদি এখানে থাকতে ইচ্ছা না হয়, বেশ, ও-বেলায় তোকে বাড়ী নিয়ে যাবো।···এরা পুকুরে মাছ ধরাচ্ছে···বন্ধু-মানুষের যত্ন-আত্তি ত্যাগ করে' যাবো রে ?

পারু স্বভাবতঃ বড় শান্ত মেয়ে। তবু এ কথায় এবং বাপের এমন নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে তার এমন রাগ ধরিল যে মনে হইল, একবার ঝড়ের মতো গর্জ্জন তুলিয়া ঐ নরাধম বাপকে যদি···

বহু-কষ্টে নিজেকে সম্বৃত রাখিয়া পারু চায়ের পেয়ালা লইয়া চা পান করিল। তারপর খাবারের প্লেটটা ঘৃণা-ভরে ঠেলিয়া সে উঠিয়া খোলা খড়খড়ির সামনে আসিল।

খড়খড়িতে লোহার গরাদ। খড়খড়ির বাহিরে যতখানি দেখা যায়, শুধু ঝোপ আর জঙ্গল। দেখিলে মনে হয় না, তার কোনো দিকে লোকালয়ের চিহ্ন আছে !

গাছে পাখী ডাকিতেছিল। পারু সেই পাখীর কণ্ঠে মনকে মিশাইয়া দিল।

ফিরিল প্রতুলের কণ্ঠ-স্বরে। প্রতুল বলিল—খাওয়া তো হলো-বাঘাল ! এখন একবার বাইরে এসো···কথা আছে···

পরাক্রম উঠিল।

প্রতুল পারুর পানে চাহিল, বলিল—ভয় নেই মা-লক্ষ্মি। তোমার বাবাকে একবার নিয়ে যাচ্ছি বাগানের সম্বন্ধে দুটো কথা কইবো বলে··· এখনি সে তোমার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু কিছু খেলে না কেন?··· কাল রাত থেকে উপোস করে আছো!···

রাগে পারু মুখ ফিরাইল···

তারপর শুনিল, দ্বার বন্ধ হইল···এবং সে-দ্বারে বাহির হইতে আবার সেই কুলুপ···

পরাক্রমকে লইয়া প্রতুল বারান্দায় আসিল। বলিল—লুকোচুরি নয়। তোমার সঙ্গে আমি খোলাখুলি কথা কইতে চাই, ঘোষাল। এ মেয়ের আসল যে-পরিচয়, তা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি জানো!··· বিশ বছর আগেকার কথা মনে করো···

পরাক্রম বলিল—কি তুমি বলতে চাও?

প্রতুল বলিল—আমার হাজারখানেক টাকা তুমি চুরি করেছিলে, যেদিন সা'নগরের বাড়ীতে সেই আগুন লাগে···কিন্তু সে-টাকা আমি চাইছি না। সে টাকা না পেয়ে বিশ বছর যদি আমার কোনো কষ্ট, কোনো অসুবিধা না হয়ে থাকে, তাহলে আজো সে-টাকার জন্য আমি মরে' যাবো না, জেনো।

নিরুত্তরে প্রতুলের পানে পরাক্রম চাহিয়া রহিল।

প্রতুল বলিল—এখন যে-কাজের কথা আমি বলতে যাচ্ছি, তাতে দশ হাজার টাকা নেট-লাভ। তোমায় স্পষ্ট বলছি, আমার কথা শুনে যদি এখন তুমি চলো, তাহলে ঐ টাকাটা পুরোপুরি পাবো। পেলে তার অর্দ্ধেক

নেবে তুমি, আর বাকী অর্দ্ধেক আমি।...আমার খুব fair terms...
এখন তুমি কি বলো? রাজী আছো আমার সঙ্গে জয়েন করতে?

পরাক্রম কোনো জবাব দিল না...হতভম্বের মতো চাহিয়া রহিল।

প্রতুল বলিল—বিশ বছর আগেকার কথা বলছি, সেই হৃষিকে মনে পড়ে?

পরাক্রম কহিল—হৃষি! আমার সম্বন্ধী?

প্রতুল বলিল—হ্যাঁ। তার সঙ্গে আমি কাজ করতুম; আর তুমি করতে বাড়ীর দালালী...মনে আছে?

মৃদু স্বরে পরাক্রম বলিল—মনে আছে।

প্রতুল বলিল—বেশ। তোমাদের বাড়ীতেই আমাদের আড্ডা ছিল। চুরি-বাটপাড়ি করে হোক, আর যে করেই হোক, আমরা টাকাকড়ি বহুৎ রোজগার করে আনতুম...আর সে টাকা থেকে তোমাকেও একটা বখরা দেওয়া হতো।...মনে পড়ে?

একটা নিশ্বাস চাপিয়া পরাক্রম বলিল—মনে পড়ে।

—অল্ রাইট্! তার পর একদিন...রাত তখন দশটা...ফুটফুটে একটি মেয়েকে নিয়ে আমরা বাড়ী এলুম। ছোট্ট খুকী...এক বছর, কি, দেড় বছর তখন তার বয়স।

—হ্যাঁ...

—তোমার বৌ সে-মেয়েটিকে বুকে তুলে নিলে। তুমি, আমি আর হৃষি—তিনজনে বসে বহু বাক্য ব্যয় হলো...। স্থির হলো, দু'চার মাস কাটলে হারানো মেয়ের জন্য পুরস্কার ঘোষণা ছাপা হলে আমরা মেয়ে নিয়ে গিয়ে তার অর্থাৎ মেয়ের মা-বাপের হাতে তাকে তুলে দেবো...মনে আছে?

মাথা নাড়িয়া পরাক্রম জানাইল, মনে আছে।

অমলার অদৃষ্ট

প্রতুল বলিল—তার ছ' মাস পরে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো। দেখে পরামর্শ হলো, হুষি মেয়েকে নিয়ে দিয়ে আসবে গিয়ে। পুরস্কার ছিল পাঁচ হাজার! এ-টাকার ভাগ নিয়ে তর্ক উঠলো। হুষি বললে, সে নেবে আড়াই হাজার···আর বাকী আড়াই হাজার থেকে তুমি আর আমি···

পরাক্রম বলিল—হ্যাঁ···

প্রতুল বলিল—আমি বললুম, আমি বুদ্ধি করে মেয়ে সরালুম আর তোমায় দেবো সেরা শেয়ার! বটে!

—হ্যাঁ···তার পর তোমাদের ভীষণ ঝগড়া চললো···যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ!···মনে আছে।

—হ্যাঁ। তার পর হাতাহাতি-মারামারি···কেরোসিন ল্যাম্প ভেঙ্গে সেই অগ্নিকাণ্ড!···

—মনে আছে।···আমার পরিবার তখন মেয়ে নিয়ে পালালো। শেষে মেয়ের হাত ভাঙ্গলো—আমার পরিবারের গায়ে-মাথায় পোড়া-দাগ, জখম···তারা দুজনে হাসপাতালে গেল।

প্রতুল বলিল—হাসপাতালে সে-মেয়ে তোমার মেয়ে বলে নাম লিখিয়ে দিব্যি চলে গেল! মনে আছে? তার পর আগেকার কটা ফন্দী প্রকাশ হবার দরুণ হুষির আর আমার নামে দু' খানা হুলিয়া বেরুলো। দুটো কাজে খুব বেহুশিয়ার ছিলুম। হুলিয়ার খপর পেয়ে আমি-গা ঢাকা দিলুম···ধরা পড়ে হুষি গেল জেলে!

পরাক্রম বলিল,—সেবার তার ছ'মাস জেল হয়েছিল, জানি। তারপর তার সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয়নি। আমরাও তারপর সেখান থেকে কলকাতায় চলে আসি। তালতলায় এক ভদ্দরলোকের বাড়ীর একতলায় ঘর ভাড়া নিলুম—দু'খানি ঘর। পাঁচটা দোকানে খাতা লিখে আমি রোজগার-পাতি করতে লাগলুম···

প্রতুল বলিল—তার উপর আমার সেই নগদ হাজার টাকা তোমার কাছে ছিল। আগুন লাগার গোলমালে আমার হাজার টাকা তুমি সরিয়ে নিয়েছিলে, কেমন? ভেবেছিলে, ভারী সুযোগ পেয়েছো···কেল্লা মার্ দিয়া!···তুমি কম্ ওস্তাদ নও! প্রকাশ্যে চুরি-জুচ্চুরি করতে নামোনি—শুধ্ পুলিশের ভয়ে! কিন্তু সে কথা যাক্! টাকা সরিয়ে তুমি এমন লাট্ বনে গেলে যে নিজের পরিবার বাঁচলো, কি ম'লো, সেদিকে নজর রইলো না। নজর তখন আমার সেই ক্যাশ-বাক্সটির উপর। বাচ্ছা-মেয়েটিকে পর্য্যন্ত সে-বিপদে সরিয়ে নিয়ে যাবে, সেদিকে তোমার হুঁশ ছিল না!

পরাক্রম বলিল—তারপর আমার পরিবারের কাছেই সে-মেয়েকে পাওয়া গেল। পাঁচজনে বললে, তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে···

—হুঁ! এখন বিশ-বৎসর পরে ঘটনাচক্রে আবার আমরা পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছি। কোথায় যে এ্যাদ্দিন সব হারিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিলুম···এ্যাদ্দিন এই কলকাতার সহরে বাস করেও কেউ কারুর টিকি দেখতে পাইনি!

পরাক্রম কহিল না। সব নিজের নিজের ধান্দায় ঘুরছি। তাছাড়া কলকাতা-সহরটি নেহাৎ এতটুকুন্ জায়গা নয় তো!

প্রতুল বলিল—হ্যাঁ। সহরের বাইরে পাতিপুকুরে এই ক'বছর বাস করছি। নিশ্চিন্ত মনে কাজ-কারবার চলছে। এ্যাদ্দিন-বাদে হঠাৎ সেদিন আমি বায়স্কোপ দেখে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি খুঁজছি, এমন সময় ভিড়ে ধাক্কা দিলুম কাকে, জানো?

পরাক্রম নিরুত্তরে প্রতুলের পানে চাহিল।

প্রতুল কহিল—তোমার স্ত্রী দেবুকে। দেবু আমাকে তখনি ঠিক চিনে ফেলেছিল। সে আমার গায়ের আলোয়ানটা কষে চেপে ধরে' কি

যে বলতে লাগলো পাগলের মতো! বলতে লাগলো···তুমি···তুমি···হ্যাঁ, তোমাকে ঠিক চিনেছি! আমার নাম কিছুতেই সে মনে করতে পারলো না···

পরাক্রম কহিল—সেই মাথার ব্যামো একেবারে নিখুঁত হয়ে তো সারেনি। মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যায়!

প্রতুল বলিল,—শুধু দেবু? তা নয়! কোনমতে তার হাত থেকে সরে' ট্যাক্সিতে চড়ে বসলুম। ট্যাক্সি চলেছে, এমন সময় ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়ালো হৃষি! মনে হলো, বিশ বৎসর পরে পাতাল ফুঁড়ে সেকালের সকলে কি হঠাৎ প্রেত-মুর্ত্তি ধরে এসে উদয় হলো! হৃষির সে চেহারা নেই ···সে রঙ নেই···ভিখিরীর বেশ। শুকিয়ে চেহারা যা হয়ে গেছে··· চিম্‌সেপানা!

পরাক্রম কহিল—সে খুন হয়েছে না? ঐ পাতিপুকুরেই?···তুমিই তাহলে···

প্রতুল কহিল—চুপ করো!···বায়োস্কোপ থেকে বাড়ী ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবেমাত্র শুয়েছি, এমন সময় দরজায় দুম্-দুম্ শব্দ। দরজা খুলে দেখি, হৃষি! চমকে উঠলুম!···তার মেজাজ যা দেখলুম···ভয় হলো! সব কথা যদি প্রকাশ করে ছায়? হৃষি টাকা চাইলে। তখনি তাকে দিলুম ফেলে কুড়িটা টাকা।···হৃষি চলে গেল। বলে গেল, আবার আসবে। আমার ভালো অবস্থা দেখে চিপ্‌টেন কেটে হৃষি বললে, তুমি আরামে থাকবে, আর আমি করবো ভিক্ষে!···সে চলে যেতে ভয়ে আমার মন এতটুকু হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হলো, না···চাইবামাত্র টাকা দিলুম, বললে, আবার এসে দেখা দেবে। শেষে কি পেয়ে বসবে? তখন কি যে মনে হলো, মুহূর্ত্তের ঝোঁক···উঠে আমি বারান্দায় এলুম···

প্রতুল চুপ করিল। ক্ষণেক স্তব্ধতা।

তার পর প্রতুল আবার বলিল,—হৃষি তখন পথে। রাইফেল চালানো অভ্যাস ছিল তো···রাইফেল নিয়ে···একটি গুলি···ব্যস্!··· তারপর ঘরে এসে গাঢ় নিদ্রার ভাণে পড়ে রইলুম। বাইরে কি হচ্ছিল, কোনো খপর রাখিনি! কিন্তু যাক্, যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে কোনো কথা নয়। যা হতে পারে, দু'পয়সা যাতে এখন হাতে আসে, তোমার সঙ্গে তারি পরামর্শ করতে চাই, বুঝলে ঘোষাল!

পরাক্রম কহিল—বলো···

প্রতুল বলিল—তুমি জানো, এই যে মেয়েটিকে 'পারু' বলে' তোমরা তোমাদের মেয়ে বলে' মানুষ করছো, এ মেয়ে তোমার নয়···তোমার স্ত্রীর গর্ভেও সে জন্মায় নি। এ-মেয়ে কার, তুমি জানো?

পরাক্রম বলিল—না। আমাকে তোমরা সে-কথা বলোনি তো।

প্রতুল বলিল—হুঁ। তখন বলিনি। এখন বলছি। এ-মেয়েটি হলো পলাশ-পুরের জমিদার সন্তোষ চৌধুরীর। জমিদারের আর ছেলেমেয়ে হয়নি··· পুষ্যিপুত্তুর নেবেন বলে' ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়েছেন। এ খপর পেয়ে আমি তাঁকে টাইপ্ করে ইংরিজিতে একখানা চিঠি লিখেছি। লিখেছি, আপনি পুষ্যিপুত্তুর নেবেন না···আপনার মেয়ে বেঁচে আছে; যারা চুরি করে এনেছিল, আমি তাদের সন্ধান পেয়েছি; আপনি এ-মেয়ে যাতে ফিরে পান, আমি চেষ্টা করছি। যারা মেয়ে চুরি করেছিল, তাদের কাছে সে-মেয়ে নেই। তাদের দলে ভাঙ্গন লেগে মেয়েটি ভালো হাতে আশ্রয় পেয়েছে।···এ কথা লেখবার মানে, আইন-আদালতের হাত থেকে বাঁচতে হবে তো! তাই···

পরাক্রম নিরুত্তর।

প্রতুল বলিল—আমি লিখেছিলুম, কুড়ি বছর ধরে' তারা মেয়েটিকে লালন-পালন করেছে। মেয়ে যাকে মা বলে জানে···ঐ মেয়ে তার প্রাণ!

মেয়েটিকে নিয়ে সে তন্ময় হয়ে আছে! লালন-পালনের খরচ বলে যদি তাকে দশ হাজার আর আমার প্রাপ্য পুরস্কার দশ হাজার—মোট বিশ হাজার টাকা দেন, তাহলে মেয়ে পাবেন।

পরাক্রম বলিল—তারপর? এ চিঠির জবাব পেয়েছো? দেখি তাঁর চিঠি···

প্রতুল কহিল—পাগল হয়েছো! ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখবো, আমায় এমন বোকা পেয়েছো? লিখেছিলুম, আপনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে 'বঙ্গবাসী' কাগজে অমুক তারিখে একটু বিজ্ঞাপন দেবেন—'রাজী'। তা হলেই আমি বুঝে নেবো।···

পরাক্রম বলিল—বঙ্গবাসীতে সে-বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল?

—বেরিয়েছিল।

—কবে?

—সে প্রায় সাত-আট মাস আগেকার কথা।···মেয়ের সন্ধান পায়নি বলেই পুষ্যিপুত্তুর নেবার কথা ওঠে। পুষ্যিপুত্তুর নিলে যদি এ-মেয়ের উপর মমতা না থাকে, তাই মেয়ে আছে, এ-ব্যাপারটা একটু জানিয়ে দেবার জন্য আমি চিঠি লিখেছিলুম···

প্রতুল চুপ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর বলিল—এখন মেয়ে পাওয়া গেছে···বাকী কাজটুকু তোমায় এখন করতে হবে।··· অর্থাৎ সে-মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়া!···মেয়ে যখন চুরি করে আনি, তার গলায় ছিল একখানি অষ্ট-ধাতুর কবচ। সে কবচ হবি নিয়ে তার কাছে রেখেছিলো। সে কবচ এখন আমার কাছে। যেদিন হবি মারা যায়, তার পরের দিন তার বাসার আর-একজন ভিখিরী এসে আমাকে সে কবচ বেচে গেছে। নগদ পঞ্চাশ টাকা দাম দিয়েছি। কাজেই মেয়ে সনাক্ত হবার সম্বন্ধে কোনো

গোলযোগ নেই !···তোমায় আমি টাকা দেবো। তুমি যাবে পলাশপুরে ; বাপের মতো মেয়েকে তুমি পালন করেছো···বুঝিয়ে সব কথা বলবে। তারপর তাদের লোক টাকা নিয়ে এলে তবে মেয়ে পাবে। এ টাকার মধ্যে তুমি পাবে পাঁচ হাজার···বাকী আমি।···দ্যাখো, রাজী আছো ?

পাঁচ হাজার ! ওঃ, অনেক টাকা !···পরাক্রম ভাবিল, কিন্তু আমি মেয়ে পালন করিলাম···জমিদারের সঙ্গে গিয়া দেখা করিব···অর্থাৎ যা-কিছু শক্ত কাজ, সব আমি করিব···আর টাকার বেলায় এই শশাঙ্ক লইবে সিংহের ভাগ ! পনেরো হাজার !

পরাক্রম বলিল—আমায় আট-হাজার টাকা দিয়ো···বুঝলে শশাঙ্ক !

শশাঙ্ক ওরফে প্রতুল বলিল—পাঁচ হাজারের এক পয়সা বেশী তুমি পাবে না !···মেয়ে এখন আমার হাতে। তুমি রাজী না হও···আমার হাতে বহুৎ লোক আছে···তাদের কাকেও মেয়ের পালক-বাপ সাজিয়ে পলাশপুরে পাঠাবো। হাজার-খানেক টাকা দিলে যে-কোনো লোক বাপের পার্ট খাশা প্লে করবে···একেবারে ষ্টার-এ্যাক্টরের মতো···বুঝলে হে ঘোষাল।

ঘোষালের মনে দৈত্য নাচিয়া উঠিল ! পরাক্রম বলিল—আমি যদি পলাশপুরে খপর দি ?

প্রতুল বলিল—তার সুযোগ তুমি পাবে, ভাবো ?···তোমাকে দিয়ে একটি কবুল-নামা লিখিয়ে তবে তোমাকে টাকা দিয়ে পলাশপুরে পাঠাবো। ফন্দীবাজী করবে, সে উপায় আমি রাখছি না, ঘোষাল ! জীবনে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি···সে-অভিজ্ঞতা নিষ্ফল হবে, ভাবো ?···

উঃ, শয়তান ! পাকা শয়তান !

পরাক্রমের মনের মধ্যে যেন ভিসুভিয়াস জ্বলিয়া উঠিল ! পরাক্রম মনে মনে বলিল, হুঁ···কিন্তু···

পরাক্রম বুঝিল, নিস্তার নাই ! কাজ কি অত তর্কাতর্কিতে ! শশাঙ্ক

বলিতেছে, পাঁচ হাজার! মন্দ কি! একটা পয়সা কেহ দেয় না! আর ফাঁকতালে একেবারে পাঁচ হাজার টাকা!

পরাক্রম বলিল—এ-আর অসম্ভব কাজ কি! একটা টাকা কোথায় পাই, ঠিক নেই, আর পাঁচ হাজার টাকা! বেশ, আমি রাজী। তোমার কবুলনামা বলো, আর ওকালতনামা বলো, কি লিখে দিতে হবে, দাও, আমি রাজী···তুমি পলাশপুর যাবার ব্যবস্থা করো···বুঝলে শশাঙ্ক!

হাসিয়া প্রতুল বলিল—That's like a good boy, ঘোষাল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্ল্যান্

প্রতুল পরাক্রমকে বুঝাইল—এ-কাজে তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি একজন ধনী ভদ্রলোকের হারানো মেয়ের সন্ধান দিচ্ছ! ভাবছো, মেয়ে যদি গোলমাল করে তোমায় পুলিশের হাতে দিয়ে বলে, তুমি তাকে ভুলিয়ে এখান থেকে নিয়ে গেছ!

পরাক্রম হতাশের মতো চাহিল প্রতুলের মুখের পানে!

প্রতুল বলিল— তা সে বলতে পারবে না! তোমার এখানে এই দুঃখ-কষ্টের সংসার···চারিদিকে হাজার রকমের অভাব! মেয়ের এই বয়স, তার-উপর লেখাপড়া শিখেছে···একালের মেয়ে! ও যখন মস্ত-বড় জমিদারের মেয়ে ও···একটি মাত্র মেয়ে···অগাধ মালিক হবে একদিন···তখন ও খুশী ছাড়া আর কিছু হবে না!

ও তখন এ সব কথা ভুলে গিয়ে তোমার উপর কৃতজ্ঞ হবে···এ-কথা তোমার মাথায় কেন প্রবেশ করছে না, বুঝতে পারছি না !

পরাক্রম কি ভাবিল। তার-পর বলিল—তুমি নিজে মেয়েকে নিয়ে যেতে পারো তো···

প্রতুল বলিল—বোঝো না, আমার উপর তোমার মেয়ের রাগ আছে। তার উপর এ-মেয়েকে চুরি করবার সময় ও-বাড়ীতে নানা ফন্দী নিয়ে যাতায়াত করেছি একদিন। কোনো রকমে যদি তত্ত্ব-তল্লাসে সে-ফন্দী ধরা পড়ে আর আমাকে সেখানে তারা চিনে ফেলে, ··বুঝচো না, তাহলে একটা বিপর্য্যয় গোলযোগ বেধে যাবে! না হলে তোমাকে ধরে এত সাধ্য-সাধনা করবার আমার কোনো দরকার ছিল না! নিজেই মেয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসতুম। পুরো টাকাটা তো তাহলে আমার পকেটেই সব আসে···

কথাটা ঠিক !

পরাক্রম বলিল—কবে আমাকে যেতে হবে ?

প্রতুল বলিল—যত শীগ্গির পারো! আজ যদি যাওয়া যায়···তাহলে কাল অবধি কেন মিছে বুকে আতঙ্ক পুষে সারা হবে!···ভাখো, যাও যদি তো···টাকা মজুত। তোমার ট্রেণের ভাড়া আর খোরাকী, আর হাত-খরচা বাবদ্ নগদ পঞ্চাশ টাকা আমি এখনি তোমাকে দিতে পারি···

পঞ্চাশ টাকা! ওরে বাবা, শশাঙ্ক বলে কি!

পরাক্রমের মনে পড়ে না, নগদ পঞ্চাশ টাকা এক সঙ্গে জীবনে কবে হাতে পাইয়াছে···সে কত যুগ পূর্ব্বে!

ভাবিল, পঞ্চাশ টাকা! ট্রেণের ভাড়া···কতই বা পড়িবে? থার্ড ক্লাশে যাইবে। আর খোরাকী? হুঃ! মুড়ি-মুড়কি-বাতাসা খাইয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে! পঞ্চাশ টাকা থাকিলে ভালো করিয়া একবার···

নিশ্চয় সে বলাই সাহার দোকানে যাইবে সর্ব্বাগ্রে। তাদের বড় দেমাক! ধারে মদ দেয় না! মুখের উপর টাকা ছুড়িয়া দিয়া বলিবে, লে আও মদ্!

পরাক্রমকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রতুল কহিল—চিন্তা শেষ হবে কতক্ষণে?

হাসিয়া পরাক্রম কহিল—ভাবছি। যেতে হলে, মানে, কতকগুলো ছোটখাট দেনা আছে কিনা, সে-দেনা শোধ করে দিয়ে তবে যেতে হবে। কথা দিয়েছি···না হলে তাগাদা দিতে বাড়ী পর্য্যন্ত যদি ধাওয়া করে, আমার যা পরিবার, জানো তো সেই দেবু···বাক্য-বাণে তাহলে জর্জ্জরিত করে দেবে, শশাঙ্ক!

প্রতুল একবার তীব্র সান্ধনী দৃষ্টিতে পরাক্রমের পানে চাহিল···তারপর বলিল—হুঁ, কত টাকা দেনা?

একটা ঢোঁক গিয়া পরাক্রম বলিল—তা সব-শুদ্ধ হবে প্রায় বারো টাকা···মানে, এগারো টাকা সাড়ে তেরো আনা···

দুচোখে আগুনের শিখা···প্রতুল পার্শ খুলিয়া একখানা দশ-টাকার নোট আর দুটি টাকা বাহির করিয়া বলিল—বেশ, এই নাও দেনার বারো টাকা।···এখন পঞ্চাশ টাকার সম্বন্ধে কি হবে, বলো?

পরাক্রম বলিল—টাকাটা এখনি দেবে?

প্রতুল বলিল—হ্যাঁ। তার আগে শুধু তুমি একটু লিখে দেবে···

পরাক্রম বলিল—এর আবার লেখাপড়া কি?

প্রতুল বলিল—হ্যাণ্ডনোট ঠিক নয়! শুধু লিখে দেবে, মেয়ের খপর দিতে তার বাপ-মায়ের কাছে যাচ্ছো, তার দরুণ ট্রেণ-ভাড়া, খাই-খরচ··· এই সবের দরুণ মোট পঞ্চাশ টাকা পেলুম। ব্যস!

পরাক্রম কি ভাবিল ; তার পর বলিল—সন্দেহ করছো ? ভাবছো, পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে আমি সরে পড়বো ?

প্রতুল বলিল—যদি বলি, হ্যাঁ, তাই !...তোমাকে বিশ্বাস কি ?

পরাক্রম হাসিল। মলিন হাসি। কহিল—পঞ্চাশ টাকার জন্য অত টাকার আশা আমি ছেড়ে দেবো...আমায় এমন আহাম্মক ঠাওরাও তুমি শশাঙ্ক ?

প্রতুল বলিল—কথা-কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। না তোমার, না আমার ! ছাখো, মন স্থির করে আমায় বলো। মানে, মেয়ে যখন আমার হাতে, তখন যে-কোনো লোককে আমি পাঠাতে পারি...আর তাতে আমার খরচ অনেক কম হবে... মোটা টাকা ভাগ দিতে হবে না...

পরাক্রমের মনের মধ্যে তীব্র লালসা ! সে লালসায় তার হাত দুটা সড়সড় করিতেছে...

পরাক্রম বলিল—অল রাইট্...দাও তুমি পঞ্চাশ টাকা। কি রকম রসিদ দিতে হবে, টাকা দাও, দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নাও...

টাকা দিয়া রসিদ-পত্র লিখাইয়া লইয়া প্রতুল বলিল—এখন আর একটা মস্ত কথা আছে, ঘোষাল।...বুঝে নাও...

এ কথা বলিয়া প্রতুল সেই কবচটা বাহির করিল। করিয়া বলিল,—মেয়েকে যখন চুরি করে আনি, তখন মেয়ের গলায় ছিল সোনার চেনে বাঁধা এই কবচ। এ কবচটি না দেখালে মেয়ে সনাক্ত হবে না...এ কবচটি কাছে রাখো। কবচ দেখিয়ে সেখানে মেয়ের কথা বলবে। কবচ দেখালে তাঁরা ঠিক বুঝবেন। তাছাড়া মেয়ের গলার নীচে একটা লাল জড়ুল ছিল...সে জড়ুল তোমার এ মেয়ের গলার নীচেও আছে...

পরাক্রম বলিল—না থেকে সে জড়ুল কোথায় যাবে, বলো ? এখনই

না হয় মেয়ে জামা-জোড়া পরে গা ঢেকে রাখে। যখন ডাগর হয়নি··· ছোট ছিল, তখন সে-জড়ুল···আমি বাপ···যে-মেয়েকে নিজের বলে এত বড়টা করলুম, তার বুকে জড়ুল···বাপ হয়ে আমি দেখিনি, বলতে চাও?

প্রতুল বলিল,—বেশ। এ মেয়ে যে সেই মেয়ে, তাতে আমার তিল মাত্র সন্দেহ থাকলে আমি আজ এত কষ্ট করে তোমাকে খুঁজে বার করতুম না! তোমার বৌয়ের পেটে কবে মেয়ে হলো যে, আমি তোমাদের মেয়েকে সেই মেয়ে বলে চালিয়ে দেবো?

টাকা-কড়ি লইয়া পরাক্রম বলিল—কাল তাহলে যদি আমি বেরুই?

প্রতুল বলিল—বেশ। কিন্তু কাল ঠিক যাওয়া চাই। কাল বলে যদি পরশু করো, তাহলে জেনো, আরাম পাবে না! এ পঞ্চাশ টাকা তোমার বুকে সাঁড়াশি দিয়ে আমি আদায় করবো!···একটা খুন করতে পেরেছি যখন, তখন আর-একটা খুন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে না!

এ-কথায় ভীত দৃষ্টিতে পরাক্রম একবার প্রতুলের পানে চাহিল···তার পর মলিন হাস্যে বলিল—কি যে বলো শশাঙ্ক! পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বেইমানী করবো, এত দারিদ্র্যেও আমার নজর এত ছোট হয়নি!

প্রতুল বলিল—না হলে তোমারি মঙ্গল!···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পরাক্রম বাহির হইতেছিল—একবার প্রতুলের পানে চাহিল, বলিল—মেয়ে?

—কোনো ভয় নেই। মেয়ে নিরাপদে থাকবে। তার সম্বন্ধে তোমার কোনো ভয় নেই!···আমার লোক-জনের যত লোভ ঐ টাকায়! মেয়ে-মানুষের ওপর আমারো কোনোদিন লোভ হয়নি, আমার লোকজনেরও সে লোভ হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!

অমলার অদৃষ্ট

পরাক্রম কুঞ্জ-কানন হইতে বাহির হইল…
বাহিরে তখন রৌদ্র ঝলমল করিতেছে !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
শূন্য পিঞ্জর

গুণময় এক-মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

ছদ্মবেশে তিনি আসিয়া সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে দেখা করিলেন। পকেট হইতে একখানা ফটো বাহির করিয়া দেখাইলেন, বলিলেন—কবচের ফটো! থানা থেকে কবচ নিয়ে আমি চুপ করে বসে ছিলুম না! টোপ্ করে যখন শয়তানকে গাঁথবার জন্য সে-কবচ তার হাতে দিয়েছি, তার আগেই কবচের ফটো তুলে রেখেছি। এ ফটো নিয়ে এর মধ্যে পুরোনো পুলিশ-গেজেট পর্য্যন্ত মিলিয়ে দেখেছি হে!…সেখানে মেয়ে-হারানোর অনেক বিজ্ঞাপন-বর্ণনা পড়ে দেখেছি। সে-সব বর্ণনার মধ্যে বীরেন বাবু সে-সব কথা ছাপিয়ে ছিলেন, তাতে এই কবচের কথায় লেখা আছে—মেয়ের গলায় সোনার সরু তারে অষ্ট-ধাতুর কবচ গাঁথা আছে, সে কবচে রুদ্র-ভৈরবীর মুর্ত্তি খোদা!…এই ছাখো, ফটোয় সেই রুদ্র ভৈরবীর মুর্ত্তি!

সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে গুণময়ের আরো অনেক কথা হইল; এবং দুজনে সব কথা মনের ঘরে বন্ধ রাখিয়া সতর্কভাবে এই জটিল তত্ত্বের গ্রন্থি-মোচনে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন

তার পর সিদ্ধেশ্বর বাগবাজারের বাড়ীতে আসিয়া দেববালাকে ডাকিল —দিদি…

দেববালা বিমর্ষ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁর মনে হইতেছে, ইহ জীবনের সহিত তাঁর সব সম্পর্ক যেন শেষ হইয়া গিয়াছে! করিবার আর কিছু নাই! কোন্ গল্পে কবে পড়িয়াছিলেন জীবন্ত মানুষ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে নিস্পন্দ প্রাণহীন পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, তাঁরো যেন তেমনি পাষাণ-মূর্ত্তিতে রূপান্তর-ক্রিয়া চলিয়াছে!

সিদ্ধেশ্বরের আশ্বাসে এ পাষাণ-মূর্ত্তির প্রাণে সহসা স্পন্দন জাগিল।

দেববালা বলিলেন,—পারু এসেছে?

সিদ্ধেশ্বর বলিল—আসেনি। তবে আপনাকে সত্য কথা বলছি, পারু ভালো আছে। তার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তার কোনো অনিষ্ট বা মন্দ-কিছু ঘটবে না। তাছাড়া আপনি আজ যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন, এ-সব দুঃখ-কষ্টও আপনাকে আর ভোগ করতে হবে না। সব দিক দিয়ে মঙ্গল হবে।

দেববালা বলিলেন,—কিন্তু পারু? তাকে চোখে দেখতে পাবো না দাদা? একটিবারও নয়?

সিদ্ধেশ্বর বলিল—কাল দেখা হবে দিদি, নিশ্চয়…এর আর অন্যথা হবে না।

•

তার পর সিদ্ধেশ্বর আসিয়া গুণময়ের সহিত দেখা করিল। সিদ্ধেশ্বর ভাবিল, পরাক্রম কি তবে এই মেয়েটির সব কাহিনী না শুনিয়াই তাকে আপন-কন্যা বলিয়া ঘরে রাখিয়াছে? এ-কন্যার পিছনে যে গভীর রহস্য, তার কোনো সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন সে অনুভব করে নাই?

কিন্তু যে-রকম লোক, পরাক্রম এতখানি বেহুঁশিয়ার হইবে, এ কথনো সম্ভব নয়! কিম্বা হয়তো···

অসম্ভব! অমন মেয়ে···কথনো সে ঐ লক্ষ্মীছাড়া পরাক্রমের কন্যা হইতে পারেনা!

পারুর সম্বন্ধে ওদিকে কোনো কষ্ট, কোনো আশঙ্কা নাই—তবে কানন-কুঞ্জে সে বন্দিনী!

তুবার পলায়নের উত্তোগ করিয়াছিল,—পারে নাই। বাহিরে পাহারা আছে। লক্ষ্মীছাড়া বথা-গোছ সেই তুটো ছোকরা। তাদের মুখের পানে চাহিলে অন্তরাত্মা শিহরিয়া ওঠে! মনে হয়, ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজ তুনিয়ায় নাই! মানুষকে লাঞ্ছনা-অপমান করিতে ইহাদের বাধে না; এবং কোনোদিন যে বাধিতে পারে না, তাদের মুখের পানে চাহিলে এ-কথা বুঝিতে এক-নিমেষ বিলম্ব হয় না!

পরাক্রম আসিয়া কুঞ্জ কাননে দেখা দিল। পারু বলিল—ছাদে উঠবো একবার?

পরাক্রম বলিল—না···

তুজন লোক পাহারায় আছে, তাদের চেহারা রুক্ষ বর্ব্বর হইলেও পারুর প্রতি তাদের বিনয়-সৌজন্যের সীমা নাই। তাদের আর পারু ভয় করেনা।

কিন্তু পরাক্রমকে পারুর বড় ভয়। বাপ হইলে কি হইবে, বাপের মনে যে গভীর একটা অভিসন্ধির ক্রিয়া চলিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়াছে! এবং এ অভিসন্ধি কোন্ পথে রন্ধ্র রচনা করিতেছে, অনুমানে তার যে আভাস মনে জাগে, তার ফলে সারাক্ষণ সে সন্ত্রস্ত সতর্ক উৎকর্ণ আকুল হইয়া

আছে! যেন বাঘ, না সাপ, আসিতেছে! তার সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে! দেহ-মনের সকল শক্তি পুঞ্জিত করিয়া নিজেকে সে সর্ব্বক্ষণ উদ্যত রাখিয়াছে। যদি কিছু হয়, সে এমন কিছু করিয়া বসিবে, সমস্ত পৃথিবী তাহাতে শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠিবে!

বেলা তখন এগারোটা।

প্রতুল আসিয়া দেখা দিল।

বাহিরে মোটর রাখিয়া প্রতুল ভিতরে আসিল। পরাক্রম ছিল দোতলার বারান্দায়,—প্রতুলকে দেখিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। পারু তাদের অলক্ষ্যে দোতলার ঘরে খোলা জানলার অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরাক্রমকে দেখিয়া প্রতুল প্রশ্ন করিল,—তার পর···তোমার বেরুবার কদ্দূর কি হলো? মেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আছে?

পরাক্রম বলিল—চুপচাপ আছে।

প্রতুল বলিল—এবার তুমি বেরিয়ে পড়ো···

—যাবো।

—হ্যাঁ। আর দেরী নয়। আজ বেরিয়ে পড়ো। এখানে পূজোর আসর সাজিয়ে কতদিন আর বসে থাকবো?

পরাক্রম বলিল—বেশ। যাবো বলেই তো বাড়ী গিয়ে সেই রকম ব্যবস্থা করে এসেছি।

গুণময় আসিয়া সিদ্ধেশ্বরকে বলিলেন—পরাক্রমের কুলুজীর সন্ধান নিয়েছি। লোকটার কুলুজী পরিষ্কার। আমি এধারে ফাঁদের ব্যবস্থা করে এসেছি।

সিদ্ধেশ্বর তার পানে চাহিল—দু' চোখে কুতূহলী দৃষ্টি।

গুণময় বলিলেন—পুলিশের ব্যবস্থা করেছি। লালবাজার থেকে রিজার্ভ-পুলিশ। পুলিশ নিয়ে একেবারে আগড়পাড়ার বাগান-বাড়ীটি ঘেরাও করবো।...

বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে। পরাক্রম পথে বাহির হইয়াছিল...

টাঙ্ক রোডের মোড়ে আসিয়া দেখে, একখানা পুলিশ-ভ্যানে চড়িয়া একদল পুলিশ আসিয়াছে। তাদের মনে গভীর উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নিজেদের তারা সমুদ্যত রাখিতেছে!

পরাক্রমের মনে নিমেষের উল্লাস! ভাবিল, সকলের অলক্ষ্যে যে-কাজ করিয়া আসিয়াছে...

অর্থাৎ শ্যামপুকুর থানার লিটারেট-কনষ্টেবল হাবুলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে। হাবুল এখন শ্যামপুকুর থানায় আছে। বাড়ী ফিরিবার পথে শ্যামপুকুর থানায় গিয়া কথাটা সে হাবুলের কাছে খুলিয়া বলিয়াছিল। মেয়ে লইয়া কোথায় সে এখন বিদেশে ঘুরিবে? হুঁঃ!...জমিদারের মেয়ে ...বিশ বৎসর পরে তার সন্ধান দিতে চলিয়াছে! পুরস্কারের যত লোভ থাকুক, ভয়েরও সীমা নাই। বিশ বৎসর পরে সেখানে আজ একা গিয়া যদি বলি, ওগো বাবু-মশায়, তোমাদের সে হারানো-মেয়েটিকে আমি এতদিন ঘরে রাখিয়া সযত্নে পালন করিয়াছিলাম...

তাহা হইলে পুরস্কারের বদলে যাহা দিবে...

ভাবিল, কাজ নাই! খপর দিলে এখনি সব কথা প্রকাশ হইবে! তার উপর ওদিকে গিয়া সংবাদ দিলে কে জানে, সাক্ষ্য-প্রমাণ কোন্ পথ দিয়া কোথায় আসিয়া দাঁড়াইবে...শেষে যদি জেলে যাইতে হয়। আর ঐ শশাঙ্ক? বাহিরে দাঁড়াইয়া আনন্দে সে অট্টহাস্য করিবে!

এ ভয় না থাকিলে শশাঙ্কর কি প্রয়োজন ছিল, তার হাতে টাকা গুঁজিয়া বিদেশে পাঠাইবার? কি জন্যই বা তাকে ডাকিয়া আনিয়া দশ হাজার টাকা পুরস্কারের ভাগ এমন যাচিয়া দিতে যাইবে?···মেয়ে তার! পুলিশ লইয়া এখন যদি বাগান ঘেরাও করা হয়···মেয়ের উদ্ধার-সাধন হইবে···সেই সঙ্গে শশাঙ্ক ধরা পড়িলে সে নিজেও নিরাপদ হইবে··· এ-জন্মের মতো!

এই সব কথা ভাবিয়া হাবুলের কাছে কথাটা প্রকাশ করিয়া সে মন্ত্রণা লইল।

হাবুল বলিল—আগড়পাড়া তো এখানকার এলাকায় নয়। তা ছাড়া মেয়েকে বরানগর-কাশীপুর হইতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। কাজেই শ্যামপুকুর থানা হইতে পুলিশ-পাহারা পাঠানো সম্ভব হইবে না! তার চেয়ে লালবাজারে একটা উড়ো খপর দিলে···

এখন সদর-রাস্তায় এক-গাড়ী পুলিশ-পাহারা দেখিয়া পরাক্রম ভাবিল, নিশ্চয় এ হাবুলের কাজ! হাবুল যে সেই বলিয়াছিল, লালবাজারে একটা উড়ো খপর···

পরাক্রম ভাবিল নিশ্চয় তাই! এবং এ পুলিশ-পাহারা আসিয়াছে হাবুলের দেওয়া উড়ো খপরে।

মন মুহূর্ত্তের জন্য মাতিয়া উঠিল! পুলিশকে ডাকিয়া বাগানে লইয়া যাইবে না কি?

দু পা অগ্রসর হইল···তার পর আপনা হইতে পা কেমন থামিয়া গেল! ভাবিল, না, নিজেও এ-ব্যাপারে হাত দিয়াছে! মিথ্যা-কথায় ভুলাইয়া মেয়েকে বাগানে আনিয়াছে! সে-কথা প্রকাশ হইলে শশাঙ্কর

সঙ্গে তার হাতেও যদি পুলিশ দড়ির বাঁধন করিয়া দেয়?…মেয়ে যদি পুলিশকে বলিয়া বসে,—বাপের ফন্দীও এ ব্যাপারে অল্প ছিল না! তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!

ভয়ে বুক কাঁপিয়া উঠিল। নিঃশব্দে পুলিশের গাড়ীর বিপরীত দিকে অর্থাৎ কলিকাতার দিকে সে সতর্কভাবে অগ্রসর হইল।…

গুণময় আসিয়া পুলিশ-পাহারার সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং তাদের লইয়া গলি-পথে প্রবেশ করিয়া কানন-কুঞ্জে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জোর তল্লাস!

কিন্তু সব ব্যর্থ হইল! পাখী উড়িয়া পলাইয়াছে…

বাগানে না মিলিল প্রতুলকে, না পারুকে, না প্রতুলের কোনো অনুচরকে! পরাক্রমও ফেরার!

গুণময় বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ভাবিলেন, কি করিয়া প্রতুল সংবাদ পাইল? এবং সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন অতর্কিতে এত শীঘ্র জাল গুটাইয়া সে সরিয়া পড়িল?

পাহারাদের চার্জ্জে ছিল সার্জ্জেন বশ্‌ওয়েল।

গুণময় বলিলেন,—আশ্চর্য্য! কি করে এরা জানতে পারলে যে you are coming! আমি ওদিকে মেয়ের মাকে assurance দিয়েছি যে আজ তার মেয়েকে উদ্ধার করে দেবো…

বশওয়েল বলিল,—সোজা এ-পথে গিয়ে সন্ধান করে দেখি বরং…

গুণময় বলিলেন,—বেশ…

কনষ্টেবলদের তখনি চতুর্দ্দিকে পাঠানো হইল…

এক ঘণ্টা পরে তারা ফিরিয়া আসিল। বলিল, না, কোথাও কাহারো চিহ্ন নাই!

গুণময় বলিলেন—একটু আগে ঘোষালকে আমি দেখেছি···ট্রাঙ্ক রোডে।···সে তাহলে খপর দেছে? কিন্তু কখন দেবে? হেঁটে সে কলকাতার দিকেই যাচ্ছিল···Let us follow him. এখানে বরং গার্ড রেখে যাও বশওয়েল···বেশ clever দেখে লোক রাখো···One thing is certain বশওয়েল, মেয়েকে ওরা প্রাণে মারবে না কারণ মেয়েটি is now worth a princess' ransom to them (মেয়েটির জীবনের দাম এখন ওদের কাছে প্রায় একটি রাজকন্যার সমান!)

বশওয়েলকে এ-কথা বলিয়া গুণময় ট্রাঙ্ক রোডে আসিলেন।

পুলিশ-ভ্যানে চড়িয়া কনষ্টেবলদের লইয়া বশওয়েল প্রস্থান করিল: এবং দীপুকে লইয়া গুণময় দিলেন তাঁর টু-সীটারে ষ্টার্ট!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তার পর

বড় রাস্তা ছাড়িয়া পরাক্রম গলি-পথে প্রবেশ করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ও বাড়ীতে শশাঙ্ককে গ্রেফতার করিলে শশাঙ্ক যদি তার নামটাও এ ব্যাপারে বিজড়িত বলিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তার গ্রেফতারও অনিবার্য্য! সে-বিপদ হইতে নিস্তার-লাভের একমাত্র উপায়, গা ঢাকা দিয়া দু' চারিদিন অন্তরালে অবস্থান!

ইহা ভাবিয়া সে বড় রাস্তা ছাড়িয়া গলি-পথ অবলম্বন করিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে পরাক্রম ক্রমে শ্রান্ত হইল। গলা শুকাইয়া টা-টা করিতেছে···

একটা বাঁকের মুখে দেখে, দেশী মদের দোকান। পকেটে টাকা ছিল··· বাষট্টি টাকা। পরাক্রম লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কতদিন ও-সুধার স্বাদ গ্রহণ করে নাই! পরাক্রম দোকানে ঢুকিল।

সন্ধ্যার সময়ে তার চেতনা ফিরিল। পকেটে হাত দিয়া দেখে, পকেট প্রায় খালি···

উঠিয়া সন্ধ্যার স্তিমিত আলো-আঁধারে সে আসিয়া পথে দাঁড়াইল এবং তার পর নানা দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার মধ্য দিয়া পা দুখানা কখন তাকে আনিয়া কেমন করিয়া বলাই সাহার দোকানের সামনে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে··· খেয়াল নাই! চোখ মেলিয়া সামনেই বলাইয়ের দোকান দেখিয়া পরাক্রম ভাবিল, এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিতেছিল নাকি?

বলাই বলিল—ব্যাপার কি ঘোষাল? তোমার বাড়ীতে পুলিশ এসে দু' দু বার তোমার খোঁজ করে গেছে!

পুলিশ! বুক কাঁপিল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের নামে সব কথা মনে পড়িল। যে-সুধা গলাধঃকরণ করিয়াছে, তার মহিমায় ভয়ের মেঘ কাটিয়া মন বেশ আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছিল! এখন পুলিশের নামে সে আলো নিবিয়া আবার সেই ঘন-ঘোর অন্ধকার!

তাকে নিরুত্তর দেখিয়া সাহা বলিল—পণ করেছো না কি হে যে আমার দোকানে ঢুকবে না?

অপ্রতিভ ভাবে পরাক্রম বলিল,—তা নয়। মানে, মনটা তেমন ভালো নেই। মেয়ের কোনো সন্ধান পাচ্ছিনা···

দোকানে প্রমোদ-পিয়াসী দু' চারিজন লোক বসিয়াছিল।

একজন বলিল—মেয়ের বয়স কত?

বলাই বলিল—তা ডাগর মেয়ে···বিশ-বাইশ বছর বয়স হবে।

তারা বলিল—বিয়ে হয়েছে

—না···

উত্তর শুনিল—ডাগর বয়স···তবু বিয়ে দাওনি, বাবা!···হুঁঃ! তাহলে মিথ্যে সন্ধান করছো! মেয়ে তোমার স্বয়ম্বরা হয়েছেন! ডানা গজালে মেয়ে-জাতকে কি আর খাঁচায় ধরে রাখা যায়? শাস্তরের কথা, বাবা!

পরাক্রম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এ-সব কথা শুনিল। যে-সব দুরাত্মা লোক, অন্য সময় হইলে এ-কথা নির্ব্বিবাদে সে পরিপাক করিত না···কিন্তু ভয়ে এখন এমন হইয়া আছে যে এ-কথার উত্তরে কোনো কথা বলিতে পারিল না···মূঢ়ের মতো চুপ করিয়া রহিল।

বলাই বলিল—বসো ঘোষাল। ব্যাপারখানা সব খুলে বলো দিকিনি।

পরাক্রম বসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বলবার কিছু নেই বলাই। মেয়ের সন্ধান না পেয়ে পুলিশে খপর দিয়েছি। পুলিশ সন্ধান করছে। আমি আজ কদিন মেয়ের সন্ধানে বাড়ী-ছাড়া···এখনো বাড়ী ঢুকিনি।

বলাই বলিল—তাহলে একবার বাড়ী যাও। পুলিশ দুবার এসেছিল। হয়তো মেয়ে পাওয়া গেছে···

পরাক্রমের দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

পরাক্রম বলিল—পাওয়া গেছে

—তা ঠিক জানিনা···তবে পুলিশ দু'দুবার এলো কিনা, তাই বলছি···

এবার পরাক্রম একটা বড় নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল—তুমি কিছু জানো?

বলাই বলিল—না ভাই। পুলিশ দেখে ওধার মাড়াইনি। জানি তো, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! জিজ্ঞাসা করতে গেলে ওরাও পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করবে···! কি বলতে কি বলবো! শেষে থানা আর আদালত-ঘর করে মরি আর কি!

পরাক্রম বলিল—হুঁ···

বলাই বলিল—ধরো, যদি পাওয়া না গিয়ে থাকে···তুমি বরং বাড়ী যাও। ভাবনায় তোমার পরিবার একেবারে আধমরা হয়ে পড়ে আছে। তোমাকে দেখলে সে-বেচারা তবু একটু প্রাণ পাবে।

পরাক্রম কোনো জবাব দিল না···নিরুপায়তার হতাশ দৃষ্টিতে বলাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এমনি মুখ করিয়া পরাক্রম অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তার মুখে কথা নাই···যেন নিস্পন্দ পুতুল! তার চোখের সামনে দিয়া কত লোক দোকানে আসিল, দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল! কত হাসি, কত গল্প-গুজব···তার চোখের সামনে হইয়া গেল! সে শুধু বসিয়া রহিল সেই নির্ব্বাক ফিল্মের ছবির মতো।

রাত প্রায় ন'টা···

বলাই বলিল—বাড়ী যাবে না ঘোষাল?

পরাক্রম হাসিল, বলিল—অনেক দিন পরে হঠাৎ কিছু টাকার মুখ দেখা গেছে, বলাই। দু-চার হাজার মেরে দিতে পারি এমন কাজের ফরমাশ পেয়েছি···

বলাইয়ের চোখ দুটা বিস্ময়ে এত বড়···

বলাই বলিল—দু-চার হাজার টাকা!

পরাক্রম বলিল,—হ্যাঁ। জানো, চুরি নয়…সৎকার্য্যে!…একটা চান্স! তাই ভাবছিলুম…

নিজের মনে পাগলের মতো পরাক্রম কত কি যে বকিয়া গেল…বলাই তার বিন্দুবিসর্গ বুঝিল না! তাছাড়া তাকে এখন দোকান বন্ধ করিতে হইবে! পরাক্রমের মুখে রাজ্য-লাভের এমন বহু কাহিনী শুনিয়া-শুনিয়া বলাইয়ের ছ' কাণ পচিয়া গিয়াছে!

বলাই ভাবিল, মেয়ের ভাবনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘোষালের মাথার কল বিগড়াইয়া গেছে…তাকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচে!

ভাগনে শ্রীধরকে ডাকিয়া বলাই বলিল—যা তো রে, ঘোষালের হাত ধরে ওকে ওর বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আয়। ওর মাথার ঠিক নেই। যদি পড়ে-টড়ে যায়!

শ্রীধর কহিল—আসুন ঘোষাল-মশায়…

শ্রীধর ঘোষালের একটা হাত ধরিল।

শ্রীধরের হাত ছাড়াইয়া ঘোষাল বলিল—ভেবেছিস, আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছি! ছাড়্। বাড়ীতে আমি এখন যাবো না। একটু মাঠের দিকে ঘুরে আসি। খোলা জায়গায় যাই। বুঝলে শ্রীধর, খোলা জায়গা। হা—হা—হা, বলাই ভাবছে, ওর দোকানে ঢুকেছি মদ খেতে!

পকেট বাজাইল। টাকার শব্দ!

পরাক্রম বলিল—দুর্দ্দিন কারো চিরদিন থাকে না হে। টাকার বাদ্যি শুনছিস পকেটে শ্রীধর! হা—হা—হা…

পরাক্রম বাহিরে আসিল; বাড়ীর দিকে গেল না। সে গেল পূর্ব্বমুখে।

সোজা ট্রাম-ডিপোয় আসিল।

অমলার অদৃষ্ট

একখানা ট্রাম ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল।

পরাক্রম সেই ট্রামে চড়িয়া বসিল।

ট্রামের পাশে একখানা টু-শীটার মোটর-গাড়ী। গাড়ীতে গুণময় এবং দীপু।

গুণময় বলিলেন,—ঐ সে লোকটা! গাড়ী নিয়ে তুমি সঙ্গে সঙ্গে এসো দীপু। ট্রামে আমি ওর সঙ্গ নিলুম। কোথায় যায়, follow করতে হবে। তাহলে নিশ্চয় the whole gang আর সে-মেয়েটিকে পাবো।

ট্রাম হেদুয়ার মোড়ে আসিল। কি খেয়াল হইল, পরাক্রম ট্রাম হইতে নামিল। নামিয়া সে আসিল পশ্চিম-দিককার ফুটপাথে। তার অলক্ষ্যে গুণময় আসিয়া পিছনে দাঁড়াইলেন…একটু দূরে।

দক্ষিণ দিক হইতে একখানা বাস আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

পরাক্রম বাসে উঠিয়া বসিল। গুণময়ও তার পিছনে…

বাস হইতে নামিয়া পরাক্রম সোজা নিজের গৃহে আসিল।

গুণময় গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পারাক্রমের গৃহের বাহিরে দাঁড়াইলেন…উৎকর্ণ…মনকে যেন একেবারে গৃহমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া!

ভিতরে কথা হইতেছিল!

গুণময় বুঝিলেন, পত্নীর সহিত পরাক্রম কথা কহিতেছে।

দেববালা বলিলেন—তোমার চেহারা দেখে আমার ভয় হচ্ছে। বলো, পারুর তুমি কি করলে?—

পরাক্রম বলিল—পারুর জন্য ভয় নেই গো! তোমার পারু বেশ ভালোই আছে···আমিও ভালো আছি···

—না। তোমার মুখ যা দেখছি···নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বেশ বড় রকমের বিপদ! বলো···বলো আমাকে···তুমি জানো, পারু তোমার কেউ নয়···কিন্তু আমার···আমার সে সর্ব্বস্ব!

—হুঁ···সর্ব্বস্ব!···পারু তোমার মেয়ে, বটে?···আমার কাছে ও-সব ধাপ্পা চলবে না, চাঁদ! ও-ধাপ্পা চালাতে চাও, তোমার ঐ নতুন ভাড়াটে-দাদার কাছে চালাও গে!···পারু আর তোমার পানে চাইবেও না! তার ভাগ্য ফিরে গেছে···সে রাজ-সিংহাসন পাচ্ছে! হুঁ-হুঁ···

—এ-সব কথার মানে?

—মানে আবার কি! তোমার সঙ্গে এ নিয়ে এখন আমার তর্ক করবার সময় নেই। আমায় এখনি বেরুতে হবে। বিদেশে যাচ্ছি। শুনছো? বিদেশ···অনেক দূর···দিনাজপুরের ওদিকে আছে পলাশপুর·· সেইখানে। ···আমি তোমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলুম, আমার সে-চিঠি তুমি পাওনি?

দেববালা বলিলেন—তুমি কোথাও যেতে পাবে না। আমার মেয়ে আমার কাছে এনে দিয়ে তোমার যেখানে খুশী যাও। নাহলে তোমাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না···কোথাও না···এই আমি ধরলুম তোমার পা-জড়িয়ে···কোথায় যাবে, যাও দিকিনি···

—আঃ! ভালো আপদ! পা ছাড়ো···ছাড়ো, বলছি। নাহলে ভালো হবে না।

ইহার পর দেববালার আর্ত্ত স্বর—তুমি কুড়ে মানুষ···কিন্তু বদমায়েস তুমি নও! নেশা-ভাঙ্গ করো আর যাই করো, কখনো তো তুমি কোনো মন্দ কাজ করোনি···ওগো, এ বয়সে মেয়েকে নিয়ে এমন কিছু করো না, যার

জন্য সাজা পাবে। তোমার মনে কু-অভিসন্ধি আছে, নিশ্চয়! খারাপ পরামর্শ পেয়ে তুমি এমন-কিছু করেছো···যার জন্য সকলের সর্ব্বনাশ ঘটাবে···

—আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো···আমার টাকা চাই···টাকা! বুঝলে বাবা! তোমাদের হাতে ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে আর আমি থাকতে পারবো না। আমি কাজ পেয়েছি। সে-কাজে অনেক টাকা রোজগার করবো। যে-টাকা পাবো, সে টাকায় আরামে অনেক দিন আমি কাটিয়ে দিতে পারবো! তোমাদের মুখ চেয়ে তোমাদের দয়ার প্রত্যাশী হয়ে আমায় বাস করতে হবে না! হুঁ···হুঁ···পারো বাবা আমায় টাকা দিতে? অনেক টাকা?

দেববালা বলিলেন,—আমি কোথায় টাকা পাবো, বলো? মেয়েটা যা রোজগার করে···

—ও সব আমি বুঝি না। বেশী নয়, সামান্য ক'টা টাক! ভাড়ার টাকা পাচ্ছো—মেয়ের রোজগারের টাকা পাচ্ছো···তুমি বলতে চাও, সে-সব আমাকে দু' মুঠো খড়-বিচুলি খাওয়াতে উড়ে যাচ্ছে?···

দেববালা বলিলেন,—কি বকছো এ! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? খুব মদ গিলেছো, নিশ্চয়?

—মদ! তুমি আমায় গিনি-মোহর দিচ্ছো কি না···সে গিনি-মোহর ভাঙ্গিয়ে আমি মদ কিনছি।···ও-সব ছেঁদো কথা ছাড়ো! টাকা···টাকা দাও···যদি আমায় চাও···বুঝলে!···হুঁ!

তার পর ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, দাও আমাকে টাকা···বেশী না, পনেরোটা। রেল-ভাড়ার টাকা দিয়েছিল, খরচ করে বসেছি। দাও···দাও আমায় পনেরো টাকা! যে-লোকের টাকা···বাপ্ রে, একেবারে রাক্ষস! তার টাকা খেয়ে বসে আছি জানলে সে আর আস্ত রাখবে না!

—

দেববালা বলিলেন,—সত্যি, আমার হাতে টাকা নেই। তুমি বিশ্বাস করো। একটা টাকা নেই…তা পনেরো টাকা!

—হুঁ, দেবে না? আচ্ছা, নেহি মাংতা! টাকা আদায় করতে হয় কি করে, আমি সে-প্যাঁচ জানি!…দেখছি, সে-প্যাঁচে টাকা বেরোয় কি না!

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ…একটা আর্ত্ত চীৎকার…

গুণময় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীকে লক্ষীছাড়াটা প্রহার করিল না কি?

তারপর বাড়ীর মধ্যে দারুণ স্তব্ধতা!

কি করিয়া গুণময় নিজেকে সম্বৃত রাখিলেন…মনের সঙ্গে সে কত বড় সংগ্রাম করিয়া…

গৃহমধ্যে ওদিকে স্তব্ধতা আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল!

তারপর ভিতরে একটা দ্বার খুলিয়া গেল। দ্বারখোলার শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে দেববালার কণ্ঠস্বর,—আমাকে মেরে ফেলবে, ফ্যালো…মেরেই তুমি ফ্যালো! আমার সব জ্বালার অবসান হোক!

পরাক্রম বলিল—মেরে ফাঁশি-কাঠে ঝুলবো, এমন গাধা আমি নই! তোমার চাবি…আমি তোমার চাবি চাই।

দেববালা বলিলেন—চাবি মেয়ের কাছে আছে।

—হুঁ! মেয়ে!

তারপর ঘরের মধ্যে সজোরে একটা বাক্স মেঝের উপর পড়িল।

গুণময় ভাবিলেন, বাড়ীর মধ্যে ঢুকিব?

কিন্তু না!

অমলার অদৃষ্ট

ভিতরে পরাক্রমের পরাক্রমশালী-উদ্ধত কণ্ঠ,—বাড়ীতে একটি পয়সা রাখোনি! কোথায় ব্যাঙ্ক খুলেছো, শুনি? বলো বলছি···বলো।···আমি ছেড়ে দেবো না! আমার পনেরো টাকা চাইই···নাহলে বুকে সাঁড়াশি দিয়ে টাকা আদায় করবো, বলছি! সে খুনী···একটা খুন করেছে। সহজ লোক নয়!···তবু চুপ করে আছো? বলবে না? বেশ, থাকো তবে এ ঘরে বন্দী হয়ে। যতক্ষণ না পয়সা বার করবে, মুক্তি পাবে না!

সশব্দে দ্বার বন্ধ হইল। দ্বারে তালা পড়িল।

গৃহে আবার নিঝুম স্তব্ধতা।

তারপর আবার পরাক্রমের সজোর-কণ্ঠস্বর—আমি চললুম। মর্জ্জি হয়, ফিরবো। মর্জ্জি না হয়, ফিরবো না! বুঝলে?

জুতার শব্দ বাহিরের দিকে আসিতেছে।

গুণময় আসিয়া গলির বাহিরে দাঁড়াইলেন···একটা পাণের দোকানের সামনে। পাণওয়ালাকে বলিলেন—দু' পয়সার মিঠে পাণ দে। বেশ ভালো করে সাজবি।

পাণওয়ালা পাণ সাজিতে লাগিল। গুণময় দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া ···দু'চোখের দৃষ্টি গলির প্রবেশ-পথে নিবদ্ধ।

পরাক্রম গলি হইতে বাহিরে আসিল। তারপর সে ডান দিকে চলিল।

গলি পার হইয়া গুণময়ও অলক্ষ্যে তার পিছনে চলিলেন।

অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে ট্রাম-রাস্তা।

পরাক্রম ট্রামে চড়িল। গুণময়ও সেই ট্রামে উঠিয়া বসিলেন।

ট্রাম চলিয়াছে এসপ্লানেড।

এসপ্লানেডে নামিয়া পরাক্রম চলিল বাঁ-দিকে। গুণময় অলক্ষ্যে তার অনুসরণ করিলেন।

একটা স্যাকরার দোকান। পরাক্রম পকেট হইতে বাহির করিল সরু দু'গাছা বাঁকী-চুড়ি। দোকানীকে বলিল—ছাখো তো ভাই, কত দিতে পারো এটা নিয়ে?

দোকানী বলিল—বন্ধক? না, বিক্রী?

—বিক্রী।

দোকানী চুড়ি ওজন করিল; সোনা কষিল; তারপর বহু চিন্তা করিয়া বলিল—মরা সোনা, তার উপর পাণ আছে। সোনা বড় কিছু নেই!

পরাক্রম কহিল—যা আছে, তা নিয়ে কত দিতে পারো, বাপধন?

হিসাব কষিয়া দোকানী বলিল—আঠারো টাকা দশ আনা।

পরাক্রম বলিল— কুড়িটা টাকা দিতে পারবে না?

দোকানী বলিল,—না।

—আচ্ছা, উনিশ?

দোকানী বলিল—অন্য দোকানে যান। এর চেয়ে যদি বেশী কেউ ছায়… গিয়ে দেখুন।

—হুঁ…

পরাক্রম পকেট হইতে আর একটা কি জিনিষ বাহির করিল। বলিল,—এটা ছাখো তো…

দোকানী বলিল,—কবচ…

—হ্যাঁ। এটা বন্ধক রাখতে পারো?

দূর হইতে দেখিয়া গুণময় চিনিলেন এ সেই কবচ! দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন···

কবচ লইয়া দোকানী অনেকক্ষণ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল, কষ্টিপাথরে ঘষিল, কষ্টিপাথরে চোখ রাখিয়া বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল—এ-সব পাথরের কি দাম, ভালো করে না দেখে তা বলতে পারি না। এটা রেখে যদি টাকা চান, তাহলে কাল দিনের বেলায় আসবেন··· বেলা এগারোটার পর।

—বেশ···

দোকানী কবচ ফিরাইয়া দিল। পরাক্রম পকেটে কবচ পুরিল। তারপর বলিল—দাও বাপু, ঐ চুড়ী-জোড়া নিয়ে উনিশটা টাকা পুরোপুরি। তেইশটা পয়সার এদিক-ওদিক বৈ নয়! আমার বড় দায়! এর জন্য এত রাত্রে কোথায় আবার ঘুরতে যাবো?

দোকানী আর একবার চুড়ী-জোড়া দেখিল। তারপর চাহিল পাশের লোকটির পানে, বলিল—কিশোরী, টাকাটা দিয়ে দাও তো···উনিশ টাকা।

টাকা মিলিল। যথারীতি খাতায় লেখাপড়া হইল,

শ্রীপরাক্রম ঘোষাল, বাগবাজার ষ্ট্রীট ইত্যাদি।

টাকা লইয়া পরাক্রম এসপ্লানেডে ফিরিল।

ফিরিয়া বাগবাজারের ট্রামে চড়িল। গুণময়ও সেই ট্রামে চড়িয়া বসিলেন।

অমলার অদৃষ্ট

ট্রাম চলিল।

একেবারে বাগবাজারের ডিপো।

পরাক্রম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কণ্ডাকটরের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিল। কণ্ডাকটর বলিল—ডিপো এসেছে। নামুন বাবু।

ধড়মড়িয়া উঠিয়া পরাক্রম চোখ মেলিয়া চাহিল, কহিল—খাল-ধার? এঃ, অনেকখানি পথ এগিয়ে এসেছি। আমি নামবো বাগবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে।

কণ্ডাকটর বলিল—এ ট্রাম আর যাবে না। নামতে হবে।

পরাক্রম ট্রাম হইতে নামিল। তার মাথা ঘুরিতেছিল। সারাদিনের বিচরণ, দুর্ব্বলতা···তারপর প্রচুর মদ্য-পান···পা দুটাও টলিতেছিল।

দোদুল পা দুটাকে কোনোমতে টানিয়া পরাক্রম ঢুকিল পাশে পূবদিককার গলির মধ্যে।

গুণময় তার পিছনে।

গলির বাঁক···

ওদিক হইতে একখানা মোটর আসিতেছিল···এদিক হইতে একটা ট্যাক্সি···বাঁকের মুখে হুড়মুড় করিয়া দুটা গাড়ীতে ধাক্কা লাগিল।

ট্যাক্সিখানা উল্‌টাইয়া গেল। কাঁচ-ভাঙ্গার ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দ···

খানিকটা ভাঙ্গা কাঁচ আসিয়া পরাক্রমের মাথায় লাগিল।

—বাবাগো! বলিয়া পরাক্রম পথের ধূলায় শুইয়া পড়িল।

গুণময় স্তম্ভিত!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অমলা

এ্যাকসিডেন্টের তত্ত্ব-তদন্ত ও তার হিসাব-নিকাশ ; এবং পরাক্রমকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া গুণময় আসিলেন বাগবাজারে সেই গলির মধ্যকার বাড়ীতে…

আসিবামাত্র সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে দেখা।

সিদ্ধেশ্বর বলিল—আমাদের চোখে খুব ধুলো দিয়েছে হে ! রাত তখন প্রায় এগারোটা…শশাঙ্ক এসে সেই সময়ে পারুর মাকে নিয়ে গেছে। আমিও তার পিছু-পিছু এসেছিলুম। প্রতুল এঁকে নিয়ে পাতিপুকুরের দিকে গেছে। দীপুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল…গাড়ী নিয়ে তাকে পাতিপুকুরে পাঠিয়েছি…আগেই সে ওদিকে গেছে। আমি এখানে রয়ে গেছি। তার কারণ, তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। হ্যাঁ, ঘোষালের কোনো খপর পেলে ? এ-বাড়ীতে সে ফিরবে বলে মনে হয় না।

গুণময় বলিলেন,—না। কিছুদিন এখন এ-বাড়ীতে ফেরবার তার আর সামর্থ্য হবে না !

বিস্মিত দৃষ্টি গুণময়ের মুখে স্থাপিত করিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল—তার মানে ? তাকে কোথাও চালান করে দেছো ? না, সে পলাশপুরে ষ্টার্ট করেছে ?

গুণময় তখন পরাক্রমের কাহিনী খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল—এদিকে আপাততঃ তাহলে আমাদের

করবার আর কিছু নেই! আমি বলি, এ-বাড়ীর দোরে তালা লাগিয়ে আমরা যদি এখন পাতিপুকুরে যাই?

গুণময় বলিলেন—ঠিক কথা বলেছো। মিছে এখানে অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই! আমাদের তাই করা উচিত…পাতিপুকুর যাওয়া…

সিদ্ধেশ্বর সব ঘরগুলা বন্ধ করিয়া সদরে তালা লাগাইল। গুণময় বাহিরে আসিয়া পাদচারণা করিতেছিলেন; তাঁর মনে অনেক চিন্তা!

সিদ্ধেশ্বর কহিল,—আমার মনে হয়, পরাক্রমের আশা ছেড়ে ঘোষালের স্ত্রীকে নিয়ে প্রতুল বোধ হয় পলাশপুর যাবার ব্যবস্থা করেছে; এবং শীঘ্রই যাবে। নিশ্চয় বুঝেছে যে পুলিশ তার পাছু নিয়েছে…

গুণময় বলিলেন,—পারুর মাকে আর পারুকে নিয়ে পলাশপুর যেতে তার সাহস হবে না!

সিদ্ধেশ্বর বলিল,—কেন হবে না? সে তো জানে না, লুকিয়ে থেকে আমরা তার শলা-অভিসন্ধির কথা সব জেনেছি! এদিকে মনে সন্দেহ জাগলে শশাঙ্ক এ-বাড়ীতে এসে পারুর মাকে হঠাৎ নিয়ে যাবে কেন?

গুণময় বলিলেন,—সঠিক খপর না জানলেও এটা সে বেশ বুঝেছে যে, কোথাও না কোথাও দিয়ে খপর বেফাঁশ হয়েছে। পরাক্রমকে নিশ্চয় সে সন্দেহ করেছে…আর সেইজন্যই এখানে এসে পারুর মাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে!

সিদ্ধেশ্বর বলিল—তবু…মানে, পারুর মাকে নিয়ে পাতিপুকুরের বাড়ীতে গিয়ে কেন উঠবে, আমি এর মানে বুঝতে পারছি না।

গুণময় বলিলেন—বুঝছো না, মেয়ে ও-বাড়ীতে রয়েছে…মাকে নিয়ে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে যদি এখন একত্র রাখে, তাহলে মেয়ের মন নরম হবে। আর মেয়েকে ফুশ্‌লে নিয়ে গেছে, সেজন্য পুলিশ গিয়ে মেয়ে উদ্ধার

করলেও ওর againstএ case করতে পারবে না! বুদ্ধিমান বদমায়েস!…আইন-কানুন জানে…এবং সে-সব আইন-কানুন বাঁচিয়ে ও চলে! যাক্, এখন এসো চন্দ্রনাথ…

চন্দ্রনাথ ওরফে সিদ্ধেশ্বর বলিল—আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি ?

গুণময় বলিল—Instant attack…no vascillation! (এবার আক্রমণ প্রথম কাজ; আর চিন্তা নয়!)

দুজনে একখানা ট্যাক্সিতে চড়িয়া সোজা গুপ্ত ম্যানশনের সামনে আসিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল—আমি আগে যাই। আমায় জানে ভাড়াটে সিদ্ধেশ্বর বলে…কাণে কম শুনি, কাজেই নিরেট অপদার্থ! আমাকে তাই ভয় করবে না! তুমি এক কাজ করো…তুমি বরং বাইরে থাকো। দীপু পুলের ওপাশে গাড়ী নিয়ে থাকবে। আমার কাছে পিস্তল আছে…আর আছে এই হুইশ্‌ল্। দরকার হলে আমি বাঁশী বাজাবো…বাঁশী শুনলে তোমরা এসো।

গুণময় বলিলেন,—বেশ…

সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত-ম্যানশনে প্রবেশ করিল।

ঘরে শশাঙ্ক…সামনে দেববালা। দুজনে কথা কহিতেছে।

সিদ্ধেশ্বর ঘরের বাহিরে উৎকর্ণ দাঁড়াইয়া রহিল।

দেববালা বলিলেন—এ তোমার অন্যায়, শশাঙ্ক। মায়ের প্রাণ…তার মর্ম্ম তুমি কি বুঝবে? …

শশাঙ্ক বলিল—দশটি হাজার টাকা…তার মায়া বড় মায়া! তুমি বলতে চাও, এ-টাকা আমি ছেড়ে দেবো?

—কত টাকা তো তুমি রোজগার করলে, কি রইলো?

—টাকার কথা ছেড়ে দি। এ-কথা মানো তো যে, মেয়ে তোমার নয়, পরের?

—ও মেয়ে এখন আমার রক্তে-মাংসে মিশে গেছে…ও এখন আমারই মেয়ে।

—কিন্তু তুমি তো জানো, তুমি ওর মা নও…

—সে-কথা আমি ভুলে গেছি।

—তুমি ভুললেও আমি ভুলিনি; এবং কখনো তা ভুলবো না। এ-মেয়ে আমি এনেছি চুরি করে। সেজন্য যে-অধর্ম্ম করেছি…সে-অধর্ম্ম পুষে রাখতে বলো আমায়? আজ যদি সে-অধর্ম্ম শেষ করে ধর্ম্মে আমার মতি হয়? আর সেই জন্যই যাদের মেয়ে, তাদের হাতে আমি যদি ও-মেয়েকে ফিরিয়ে দি, তাহলে তোমার কি বলবার আছে?

দেববালা বলিলেন—কিন্তু ধর্ম্মে তোমার মতি হয়েছে সত্যি?

শশাঙ্ক বলিল—অধর্ম্মের উচ্ছেদ…ধর্ম্মে মতি…এবং যে-টাকা পাবো, সে টাকা হবে উপরি-পাওনা! অর্থাৎ পুণ্যের পুরস্কার!

দেববালা বলিলেন—তাই যদি, বেশ, আমাকে তাঁদের নাম-ঠিকানা বলো…আমি নিজে গিয়ে তাঁদের মেয়েকে তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। এক পয়সা আমি নেবো না, তোমাকেও নিতে দেবো না।

শশাঙ্ক বলিল—অতখানি নিঃস্বার্থ পরোপকারে আমার মতি নেই। ও-মেয়েকে অনেক দিন আগেই ফিরিয়ে দিয়ে টাকা রোজগার করবো, এই ছিল আমার মতলব! তোমরা এমন পাশ কাটিয়ে সরে গিয়েছিলে!… কোনো সন্ধান পাইনি বলেই না…হঠাৎ সেদিন সিনেমা-হাউসের সামনে যে

করে আমায় ধরেছিলে, গোলযোগ-চীৎকার এড়াবার জন্য আমি ব্যস্ত হলুম ···তোমার ঠিকানা জানবার আর সুযোগ মেলেনি! সে-সুযোগ মিলিয়ে দিলে তোমার ভিখিরি-ভাই সে-রাত্রে আমার এ-বাড়ীতে এসে। তার মনে তখন দারুণ চক্রান্ত! বুঝলুম, এ-শত্রু বেঁচে থাকতে আমার নানা বিপদ! তাই সে-পথ বন্ধ করা দরকার মনে হলো। তখন বন্দুক বার করলুম। এবং সে বন্দুকের একটি গুলিতে···ব্যস্···

খুনী নিজের মুখে কবুল করিয়াছে···সিদ্ধেশ্বরের আপাদ-মস্তক ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল!

দেববালা বলিলেন—তোমার হাত দিয়ে মেয়ে আমি পাঠাবো না। আমি নিজে মেয়ে নিয়ে যাবো। তা যদি না হয়, আমার মেয়ে···আমার কাছে তাকে তুমি এনে দাও। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম···সে আমি বুঝবো।

শশাঙ্ক কহিল—তুমি হলে এ-ব্যাপারে প্রধান সাক্ষী···তারা যদি গোলমাল করে? তা নয়, আমার কথা শোনো। আমি বন্ধুভাবে বলছি, সকলের যাতে মঙ্গল হয়···পরে কোনো বিপদ না ঘটে···বুঝলে? অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা নির্ব্বিবাদে চুকে গেলে তোমার কাছে তাদের আমি নিয়ে আসবো। পাছে তোমাকে কেউ কু-পরামর্শ দেয়, তাই তোমায় এখানে রেখে সাবধান হতে চাই।

দেববালা কোনো জবাব দিলেন না।

শশাঙ্ক বলিল,—তুমিই বুঝে ছাখো, তোমার স্বামী পরাক্রমের কতখানি বেইমানী···বিশ্বাসঘাতকতা! এ কি তার উচিত হয়েছে? ঘোষালের এই কাজ? তার উঞ্ছবৃত্তি কখনো ঘুচবে না? টাকা নিয়ে ঘোষাল একদম নিরুদ্দেশ! নিশ্চয় সে পুলিশে খপর দেবে। কিন্তু বেশী কথার সময় নেই। আমার এক-কথা—আমি মেয়েকে দিয়ে টাকা আনবো।

যতক্ষণ না দায় থেকে মুক্তি পাচ্ছি, আর ঐ দশ হাজার টাকা হাতে আসছে, ততক্ষণ তোমাকে এ ঘরে বন্ধ থাকতে হবে।

—কখ্‌খনো না। এতদিন চুপ করে থাকতুম বলে অনেক দাগা সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়, শশাঙ্ক! রাখো দেখি আমায় তুমি ধরে···কেমন রাখতে পারো

—আমি পারবো।

—না, পারবে না।

দেববালার স্বর বেশ তীব্র তীক্ষ্ণ···

দেববালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শশাঙ্ক সবলে তার হাত চাপিয়া ধরিল···

একটা আর্ত্ত রব—উঃ···ছাড়ো···ছাড়ো আমার হাত!

সিদ্ধেশ্বর আর এক-নিমেষ দাঁড়াইল না···সবেগে ঘরে প্রবেশ করিল। এবং দু'হাতে জাপটাইয়া শশাঙ্ককে ধরিল···

শশাঙ্ক এ-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না···পিছলাইয়া পড়িয়া গেল।

বিছানার চাদর টানিয়া সিদ্ধেশ্বর ক্ষিপ্র হস্তে শশাঙ্কর হাত দু'খানা বাঁধিয়া ফেলিল···তারপর পিস্তল উঁচাইয়া বলিল—সাবধান···পিস্তল··· ভরা আছে!

নিষ্ফল আক্রোশে শশাঙ্কর দু'চোখে ফুটিল তুবড়ির অগ্নি-শিখা···

সিদ্ধেশ্বর তার বাঁশীতে ফুঁ দিল···

চকিতে দীপুকে লইয়া গুণময়ের প্রবেশ···

সিদ্ধেশ্বর বলিল—নিজের মুখে ছুঁচোটা কবুল করেছে যে, ভিখিরীকে খুন করেছে। ঘর তল্লাস করলে নিশ্চয় বন্দুক বেরুবে···

দীপুর দিকে চাহিয়া গুণময় বলিলেন—গাড়ী নিয়ে এখনি থানায় যাও…

দীপু তখনি ছুটিল।

দারোগা আসিল। তারপর ঘর-তল্লাসীতে বন্দুক বাহির হইল…সেই সঙ্গে কার্টিজ…বিছানার তোষকের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

গুণময় কহিলেন—বন্দুকের লাইসেন্স আছে ?

শশাঙ্ক জবাব দিল না।

পুলিশ তাকে গ্রেফতার করিয়া থানায় লইয়া গেল।

পারু ? পারু কোথায় ?

সিদ্ধেশ্বর বলিল—পারু কোথায় গেল দিদি ?

দেববালা বলিলেন,—আমি তাকে চক্ষে দেখিনি দাদা! তাকে কোথায় রাখলে ?

সিদ্ধেশ্বর বলিল—মেয়ে কিন্তু আগড়পাড়ায় নেই!

—তবে ?

সিদ্ধেশ্বর গুণময়ের পানে চাহিল।

গুণময় বলিলেন,—মারেনি, নিশ্চয়! এখনো যখন মতলব ছিল, মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে টাকা রোজগার করবে!

সিদ্ধেশ্বর কহিল—তার যে সব সঙ্গী-সহচর আছে, নিশ্চয় তাদের কারুর বাড়ীতে পারুকে নিয়ে গিয়ে রেখেছে।

পাগলের মতো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেববালা চাহিয়া রহিলেন গুণময়ের পানে।

গুণময় বলিলেন—একটু অপেক্ষা করতে হবে.। এই সব কাগজ-পত্র পড়ে দেখি,—কারো-না কারো নাম নিশ্চয় পাবো।

সিদ্ধেশ্বর বলিল,—আগড়পাড়ায় যাবো একবার? সেই যে গয়-গবাক্ষ দুটো বাড়ী চৌকি দিত,—সেই যে, একজনের নাম গুপী···

গুণময় বলিলেন,—পরাক্রম যদি সুস্থ থাকতো, হয়তো দু' চার জনের সন্ধান পেতুম! কিন্তু তার যা অবস্থা···তার কাছ থেকে কোনো খপর পাবো না

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল—হুঁ···

গুণময় বলিলেন,—এক কাজ করো। আমি এ-সব কাগজপত্র পড়ি··· তোমার দিদিকে তুমি বাগবাজারের বাড়ীতে রেখে দীপুকে নিয়ে এখনি না হয় আগড়পাড়া ঘুরে এসো।···এখনো শশাঙ্কর গ্রেফতারী-খপর আগড়পাড়ায় পৌছোয় নি···

—তাই যাই।···

দেববালাকে গৃহে রাখিয়া দীপুর গাড়ীতে চড়িয়া চন্দ্রনাথ ছুটিল আগড়পাড়ায়!

সন্ধান করিতে গুপীর দেখা মিলিল। ছিপ লইয়া সে বসিয়া একটা পুকুরে মাছ ধরিতেছিল।

চন্দ্রনাথ বলিল—তোমার নাম গুপী···তুমি শশাঙ্ক ওরফে প্রতুলের চর! ঐ বাগানে যে-মেয়েকে চুরি করে এনেছিল, তুমি সে-মেয়ের পাহারাদারী করতে···

ভয়ে গুপী একেবারে এতটুকু!

বলিল—আমি ওকে জানিনা বাবু! ধনা আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।...

—কোথায় সে ধনা?

গুপী বলিল—সে এখানে থাকে না। সে থাকে কলকাতায়।

চন্দ্রনাথ বলিল—তোমার সঙ্গে তার ভাব হলো কি করে?

গুপী বলিল—ধনা আমার মামার সম্বন্ধী হয়। ধনা মোটর-মিস্ত্রীর কাজ করে।

মোটর-মিস্ত্রী!

চন্দ্রনাথের মনে হইল, তাহা হইলে টায়ার-ফাঁশার সে ব্যাপারে যারা আসিয়া শশাঙ্ককে সহায়তা করিয়াছিল...হয়তো জাল লইয়া ঠিক ফেলিতে পারিলে বহু চুণা-পুঁটী এখনি সে-জালে উঠিতে পারে! এবং সেই সঙ্গে...

চন্দ্রনাথ বলিল—ছিপ রেখে আমাদের সঙ্গে এখনি তোমায় যেতে হবে, তোমার সেই মামার সম্বন্ধীর আড্ডায়। তোমার কথা যদি সত্য হয়, খালাশ পাবে। না হলে তোমার ঐ সর্দ্দার-মনিব প্রতুলের সঙ্গে তোমারো এখন হাজত-বাস অনিবার্য্য!

গুপী বলিল—কেন যাবো না বাবু? নিশ্চয় যাবো। ধনা এসে আমায় বললে, চৌকিদারী করিস যদি, রোজ দু' টাকা করে মজুরী পাবি। আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়েছে, বাবু।

চন্দ্রনাথ বলিল—সে মেয়ে কোথায়, বলতে পারিস? যে মেয়ের পাহারাদারী করেছিস?

গুপী কহিল—এদিকে পুলিশ আসছে খপর পেয়ে বাগান দিয়ে বাগান দিয়ে ধনা আর তারা মেয়েকে নিয়ে সরে' গেছে।

—মেয়ে চুপচাপ গেল?

—না বাবু, তার মুখে কাপড় বেঁধে…তার হাত-পা বেঁধে…প্রায় মড়ার মতো বিছানায় জড়িয়ে মেয়েকে ওরা নিয়ে গেছে।

—কোথায় গেছে ?

—ওদিকে রাস্তা আছে। সে-রাস্তায় ছিল গরুর গাড়ী। মেয়েকে গরুর গাড়ীর ছইয়ের ভিতরে করে' নিয়ে গেছে।

—হুঁ…আচ্ছা, চলো কলকাতায়। যদি মেয়ের সন্ধান দিয়ে মেয়ে পাইয়ে দিতে পারো, তাহলে শুধু খালাশ নয়—বখশিশ মিলবে !

গুপী বলিল—আমি বাবু নেশা-ভাঙ করি বটে, কিন্তু ও-সব কাজে নেই। বাপ্ রে, শেষে কি জেলে গিয়ে ঘানি টানবো !

কলিকাতায় ধনাকে মিলিল এবং পারুকে পাওয়া গেল সেই ধনার বাড়ীতে। নিকাশীপাড়ার এক বস্তীর মধ্যে বাড়ী-যেন নরক !

পারু একেবারে শুকাইয়া আধখানা হইয়া গিয়াছে। অমন চাঁপার মতো গায়ের বর্ণ…কালি-মাখা মলিন !

তারপর জোর-তদারক চলিল…

কাগজ-পত্র হইতে সংবাদ যা মিলিল, সে-সব সংবাদ জড়ো করিয়া চার-পাঁচটা ক্রিমিনাল কেশ…

এই-সব মকদ্দমায় শশাঙ্কর জেল হইল মিলাইয়া-মিশাইয়া সাতটি বৎসর !

তারপর ?

ঘোষাল বাঁচিল না। মাথায় সেই কাঁচ-ভাঙ্গা জখম…যা সেপ্টিক হইল…সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর…বিকার…নানা রকম বকুনি !

অমলার অদৃষ্ট

জ্বরের ঘোরে পরাক্রম যে-সব কথা বলিল, সে-সব কথায় শশাঙ্কর বহু কীর্ত্তির পরিচয় ঝরিয়া পড়িল···

ঘোষালের মৃত্যুতে দেববালা খুব বেশী বিচলিত হইলেন না··· জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট তিনি পাইয়াছেন···তার অর্দ্ধেকের উপর পাইয়াছেন শুধু ঐ ঘোষালের জন্য !

জমিদার রায়-মহাশয় বিশ বৎসর পরে হারানো মেয়ে পাইয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন ! কবচের জন্য মেয়ের সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না।

পুরস্কারের টাকা তাঁরা গুণময়ের হাতে দিলেন। বলিলেন, যে-কোনো সদনুষ্ঠানে আপনার ইচ্ছা হয়, দিবেন।

গুণময় সে-টাকা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দিলেন।

•

পারুর আসল নাম অমলা। এ ঘটনার কথা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া কাগজে-কাগজে কতভাবে যে ছাপিয়া বাহির হইল···কাগজে-কাগজে অমলার ছবি···

অমলা বলিল—ও-মা আমায় মানুষ করেছে। ও-মাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।

দেববালা অমলার কাছে রহিলেন···দাসী হইয়া নয়, পরমাত্মীয়ার মতো।

অমলার মা দেববালাকে বলিলেন,—আমি তোমার দিদি···তুমি আমার ছোট বোন।

গৃহিণীর পায়ে প্রণাম করিয়া দেববালা বলিলেন—ছোট বোন নই ; আমি তোমার দাসী।

—ঃ শেষ ঃ—

কথা-কাহিনী-সিরিজের

দ্বিতীয় উপন্যাস

বে-লাইন্

টাকা! টাকার দায়ে জমিদার রতীন্দ্র গাঙ্গুলি পড়িয়াছিলেন কলিকাতার তেজারতী-কারবারের কুমীর হংসেশ্বর রায়ের খর্পরে।

সংসারে গৃহিণী, ডাগর ছেলে-মেয়ে—তাঁরা জানেন না, রতীন্দ্রর বুকে কি তুষানল জ্বলিতেছে!

নিরুপায় রতীন্দ্র নিঝুম সন্ধ্যায় নির্জ্জন রেল-লাইনের উপর মাথা পাতিয়া শয়ন করিলেন। ঐ আসে ট্রেণ! ঐ ট্রেণের তলায়!

কিন্তু ট্রেণ চলিয়া গেল! রতীন্দ্র?

সামনে দেখেন হেমন্তকে। হেমন্ত বলিল—আত্মহত্যার অর্থ?

রতীন্দ্র সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

হেমন্ত বলিল—হুঁ! সেই 'শার্ক'! আমি উপায় করিব।

দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া হেমন্ত কাগজ-পত্র উদ্ধার করিল; সঙ্গে সঙ্গে হংসেশ্বরের অট্টহাস্য! পিস্তলের শব্দ—হংসেশ্বরের মৃতদেহ মেঝেয় লুটাইল!

হেমন্ত সে-পিস্তল স্পর্শ করে নাই! কিন্তু সে-কথা কে বিশ্বাস করিবে? ঘরে শুধু হেমন্ত আর হংসেশ্বর! খুনের চার্জ্জে হেমন্ত গ্রেফতার! কাগজী-প্রমাণে রতীন্দ্র গ্রেফতার। ওস্তাদ-ডিটেকটিভ গুণময় বুদ্ধি-কৌশলে সমস্যার গ্রন্থিমোচনে এ-রহস্য কি করিয়া উদ্ধার করিলেন, পড়িয়া দেখুন। এ-বই যেন রহস্যের পিরামিড!